BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

সম্রাট

হুমায়ূন আহমেদ

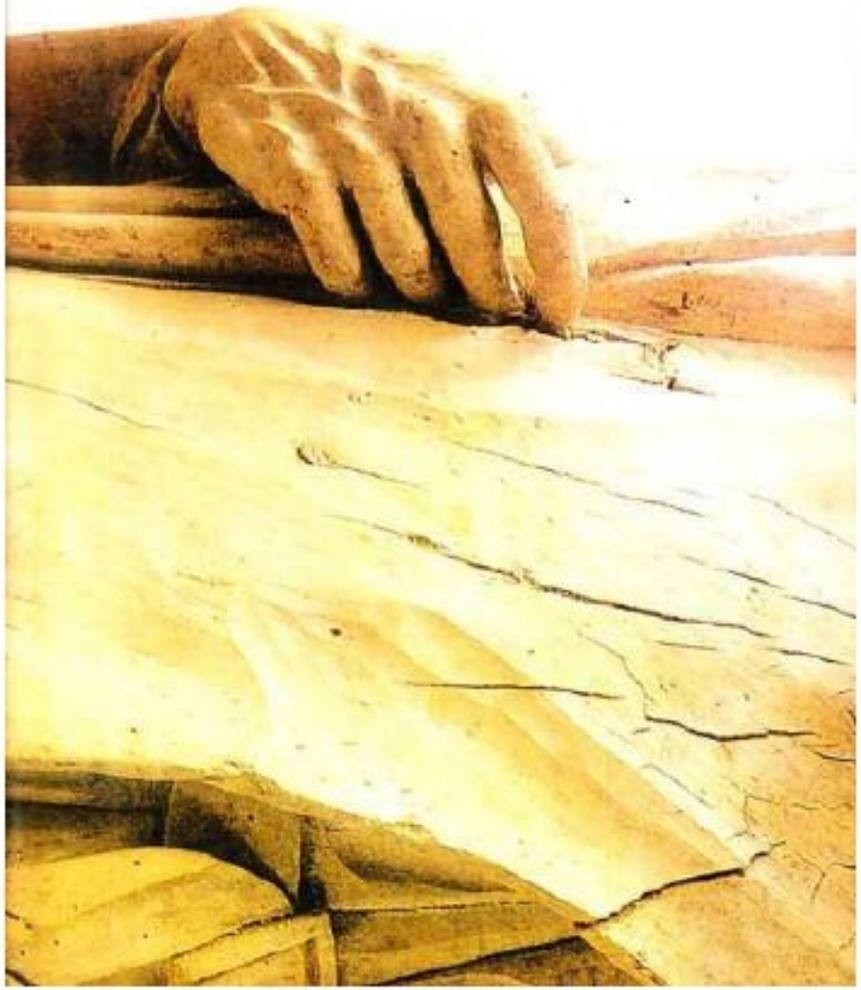

উৎসর্গ

ইউসুফ ভাই ও ভাবী

আমার দুই প্রিয়জন

'সম্রাট'কে কি মৌলিক লেখা বলা যাবে?

সম্রাটে ড্যানিয়েল কার্নের লেখা 'ওয়াইল্ড গীজ' বইটির ছায়া আছে। যদিও ঘটনা এবং চরিত্রবিন্যাস সম্পূর্ণই আমার। অন্য গল্পের ছায়ায় নতুন গল্প লেখার এই প্রবণতার মানে কি? আমি জবাব দিতে পারব না। কিছু কিছু গল্প নানা কারণে ভাল লেগে যায়। ইচ্ছে করে সেই আদলে আমার মত করে কিছু লিখি। 'অমানুষ' নামে একটি বই ঠিক এই ভাবেই লেখা হয়েছে। যাঁরা অমানুষ পছন্দ করেছেন তাঁরা 'সম্রাট'ও পছন্দ করবেন। এই উপন্যাসের অংশবিশেষ ঈদ সংখ্যা পূর্ণিমায় (১৯৮৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল

জুলিয়াস নিশো একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি বিশাল একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ফাঁকা মাঠ। চারদিক ধু-ধু করছে। প্রচণ্ড শীত। হিমেল বাতাস বইছে। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, খুব অবাক হচ্ছেন। তিনি কোথায় এসে পড়লেন? হঠাৎ দূরে ঝনঝন করে শব্দ হলো। তিনি শব্দ লক্ষ্য করে এগুচ্ছেন। তাঁর একটু ভয় ভয় করছে। তিনি বেশ ক'বার বললেন—কে ওখানে? কেউ সাড়া দিলো না, তবে একজন কেউ শব্দ করে হেসে উঠলো।

: কে ওখানে?

: সম্রাট নিশো, আপনি এই নগরীতে কি করছেন?

: তুমি কে?

: আমি কেউ না। আমি আপনার একজন বন্ধু।

: তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

: দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ আপনার চোখ বাঁধা।

নিশো লক্ষ্য করলেন, তাই তো, তাঁর চোখ বাঁধা। তখন তাঁর হলো এটা স্বপ্ন। এটা সত্যি নয়।

: সম্রাট জুলিয়াস নিশো!

: বলো।

: আপনি পালিয়ে যান। এক্ষুনি আপনাকে হত্যা করা হবে। ঘাতকরা আসছে। তাদের পায়ের শব্দ কি আপনি পাচ্ছেন না?

: পাচ্ছি।

: তাহলে পালাচ্ছেন না কেন?

জুলিয়াস নিশো পালাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না—তাঁর পা লোহার শিকলে বাঁধা। পালাবার কোনো পথ নেই। জুলিয়াস নিশো স্বপ্নের মধ্যেই

চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার পায়ের শিকল কেটে দাও। দয়া করে আমার পায়ের শিকল কেটে দাও। তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়ি দেখলেন—রাত দুটো দশ। চারদিকে গভীর নিশুতি। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ঘামে তাঁর শরীর ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। স্বপ্নের ঘোর তাঁর এখনো কাটে নি। এরকম ভয়াবহ একটি স্বপ্ন হঠাৎ করে কেন দেখলেন? কি কারণ থাকতে পারে? তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন—আমার মন বিক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভব আমি কোনো কারণে অসহায় বোধ করছি। সেই কারণেই আমার অবচেতন মন এরকম একটা ভয়াবহ স্বপ্ন আমাকে দেখিয়েছে।

তিনি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পানি খাওয়া দরকার। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। অথচ জানালার পাশ থেকে সরে আসতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে কি চমৎকার তারাভরা আকাশ। তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে এই আকাশের কোনো মিল নেই। জুলিয়াস নিশো আবার একটি নিঃশ্বাস ফেললেন আর ঠিক তখন দরজায় নক হলো, মৃদু নক। যেন কেউ খুব আলতো করে দরজায় হাত রেখেছে।

: কে?

: মিস্টার জুলিয়াস নিশো?

: হ্যাঁ।

: দরজা খুলুন। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

: রাত দুপুরে?

: হ্যাঁ।

: আপনার পরিচয় জানতে পারি?

: দরজা খুলুন।

তিনি দরজা খুললেন। যে লোকটিকে তিনি দেখলেন, তার গায়ে সামরিক পোশাক। কাঁধের ব্যাজে দুটি আড়াআড়ি বর্শা। জুলিয়াস নিশো লোকটির পদবি ঠিক বুঝতে পারলেন না। জায়ার সেনাবাহিনীর চিহ্ন তিনি এখনো ঠিক বুঝতে পারেন না।

: আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কোনো উপায় নেই। আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

: কোথায়?

: আমি জানি না কোথায়।

জুলিয়াস নিশো ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। রাত আড়াইটায় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার তাঁর মতো একজন অসুস্থ বৃদ্ধের ঘুম ভাঙিয়ে বলবে—আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে? এবং তিনি জানতেও পারবেন না কোথায়? জুলিয়াস নিশো হালকা গলায় বললেন—কোথায় যেতে হবে?

: আমি জানি না মি. নিশো।

: জানলেও তুমি বলতে না। তুমি করে বলছি, কিছু মনে করছো না তো?

: আমি কিছুই মনে করি নি।

: সঙ্গে ব্যবহারিক জিনিসপত্র নেবো?

: কিছুই নেবার প্রয়োজন নেই। শুধু আপনার ওষুধগুলি নিয়ে নিন।

জুলিয়াস নিশো মৃদু স্বরে বললেন—যে মেয়েটি আমার দেখাশোনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। আমার মনে হয় আমি আর ফিরে আসবো না। মনে হচ্ছে, এটা ওয়ান ওয়ে জার্নি।

: মি. নিশো, কারো কাছ থেকে বিদায় নেবার মতো সময় আমাদের নেই।

: মেয়েটিকে আমি নিজ কন্যার মতো দেখেছি।

লোকটির মুখের একটি পেশীও বদলালো না। জুলিয়াস নিশো মনে মনে তার প্রশংসা করলেন। লোকটি ভালো সৈনিক।

: আমি যদি ওর জন্যে কোনো উপহার রেখে যাই, সেটা কি ওর হাতে পৌঁছবে?

: নিশ্চয় পৌঁছবে।

: তুমি কথা দিচ্ছ?

: হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।

তিনি একটি খামে কয়েকটি নোট ভরলেন—খামের ওপর গোটা গোটা করে লিখলেন—"ক্যারী, যা ছিল, তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এ টাকায় তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এসো। আমার বন্দী জীবনের শেষ ক'টি দিন তোমার ভালোবাসায় সুস্থ হয়েছিল। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

নোটটি তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কাজেই 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হয় নি।

অফিসারটি বললো—দেরি হচ্ছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। জুলিয়াস নিশো বললেন—তোমার নাম জানতে পারি?

: আমার নাম জানার প্রয়োজন আছে কি?

: আছে। একটি পশু অন্য একটি পশুকে নাম ধরে ডাকে না। কিন্তু একজন মানুষ অন্য একটি মানুষকে নাম ধরে ডাকতে চায়।

: আমার নাম মার্কটল।

: মার্কটল, এই খামটি তুমি মেয়েটিকে দেবে। এখানে কিছু ইউএস ডলার আছে। এবং তুমি আমার হয়ে মেয়েটির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে। চল, এখন যাওয়া যাক।

: আপনি গরম কিছু পরে নিন, বাইরে প্রচণ্ড শীত।

ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের প্রায় সত্তর গজের মতো হাঁটতে হলো। কনকনে শীতের বাতাস বইছে। চিল ফেক্টার অনেকখানি নেমে গেছে বোধহয়। কান জমে যাচ্ছে প্রায়। তাঁর কষ্ট হতে লাগলো। বয়স হয়েছে। এই বয়সে কষ্ট সহ্য হয় না। বাইরে কোনো আলো জ্বলছিল না। চারদিক ঘুটঘুট অন্ধকার। তবু তিনি বুঝতে পারলেন, প্রচুর মিলিটারী আমদানি হয়েছে। মিলিটারী আগেও ছিল। তবে এখন অনেক বেশি। তারা চলাফেরা করছে নিঃশব্দে, তবু টের পাওয়া যাচ্ছে।

মাঠের মতো ফাঁকা জায়গায় একটি আর্মি ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে। হেলিকপ্টারের লেজের দিকে একটা লাল বাতি জ্বলছে, নিভছে। একচক্ষু দৈত্যের মতো লাগছে হেলিকপ্টারটিকে। নিশো হেলিকপ্টারের কাছে এসে দাঁড়াতেই তার প্রপেলার ঘুরতে শুরু করলো। নিশো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এই মাঠটিকেই তিনি স্বপ্নে দেখছিলেন। অবশ্যি স্বপ্নের মাঠ আরো বিশাল ছিল এবং এরকম অন্ধকার ছিল না। চাপা এক ধরনের আলো ছিল যা শুধু স্বপ্নদৃশ্যেই দেখা যায়।

মার্কটল হাত ধরে জুলিয়াস নিশোক উঠতে সাহায্য করলো। নিশো আন্তরিক ভঙ্গিতেই বললেন—ধন্যবাদ, তুমিও কি যাচ্ছ আমার সঙ্গে?

: না, আমি যাচ্ছি না। আপনার উপহার আমি যথাসময়ে মেয়েটিকে পৌঁছে দেবো। শুভ যাত্রা।

: যাত্রা কি সত্যি শুভ?

মার্কটল কোনো উত্তর দিলো না কিন্তু জুলিয়াস নিশোকে অবাক করে দিয়ে সামরিক কায়দায় একটি স্যালুট দিলো। একজন নির্বাসিত মানুষকে বিদেশি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কি স্যালুট করে? করে না বোধ হয়। নিশো মার্কটলের দিকে তাকিয়ে হাতে নাড়লেন।

হেলিকপ্টারের ভেতর নরম আলো জ্বলছে। অন্ধকার থেকে আসার জন্যেই হয়তো এই আলোতেও সব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। বেঁটে মতো এক লোক নিশোকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিলো। অত্যন্ত ভদ্র ভঙ্গিতে বললো, আপনার কি ঠাণ্ডা লাগছে?

: হ্যাঁ, লাগছে।

: এই কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। এক্ষুনি গরম কফি দেয়া হবে।

: তোমাকে ধন্যবাদ।

: আপনি তো মাঝে মাঝে ধূমপান করেন। এই চুরুটটি টেস্ট করে দেখবেন? হাভানা চুরুট।

: তোমাকে আমার ধন্যবাদ।

হেলিকপ্টারের ব্লেড ঘুরতে শুরু করেছে। আকাশে উড়বে। দরজা বন্ধ করা হয়েছে। ককপিটে পাইলট বেতারে নিচু গলায় কি সব বলছে। নিশোর গা ঘেঁষে বেঁটে লোকটি দাঁড়িয়ে। নিশো মৃদুস্বরে বললেন—তোমরা কি আমাকে জেনারেল ডোফার হাতে তুলে দিচ্ছ?

: হ্যাঁ।

: কেন, জানতে পারি?

: না, পারেন না। কারণ আমি জানি না। কারণটা আপনার সরকার এবং জায়ার সরকারের জানার কথা। আমরা জানার কথা নয়। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে ফোর্টনকে পৌঁছে দেয়া।

: জেনারেল ডোফা এখন কোথায় আছেন?

: আলজেরিয়াতেই আছে। দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তির ব্যাপারে তিনি এসেছেন। আজকের খবরের কাগজেই তো আছে। আপনাকে কি খবরের কাগজ দেয়া হয় না?

: না।

: আমি আপনাকে খবরের কাগজ দিতে পারি। আমাদের এখানে 'দি আলজিরিয়া মর্নিং' আছে। দেবো?

: না, দরকার নেই। কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না।

জুলিয়াস নিশোকে কফি দেয়ার পরপরই হেলিকপ্টার আকাশে উড়লো। নিশো কফিতে চুমুক দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। ভেতরটা বেশ বড়। তিনি এবং বেঁটে লোকটা ছাড়া আরো তিনজন সৈন্য আছে। তারা অটোমেটিক সাব-মেশিনগান হাতে পেছনের দিকে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই তারা চোখ নামিয়ে নিলো।

নিশো ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ষাট বছর বয়সের একজন অথর্ব বৃদ্ধের জন্যে এতো সতর্কতার প্রয়োজন কি? হালকা গলায় বললেন—

তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে কফি খাও। আমি পালাবো না। হেলিকপ্টার থেকে পালাবার কৌশল আমার জানা নেই।

সৈন্য তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বেঁটে অফিসারটি বললো—মি. জুলিয়াস নিশো, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত। কিন্তু ...

তিনি হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে সোহেলি ভাষায় ছোট্ট একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে—

"হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে পারে না তখনি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।"

অফিসারটি অস্বস্তিতে কপালের ঘাম মুছলো। নিশো বললেন—তোমার নাম এখনো জানা হয় নি। তুমি আমার নাম জানো। আমার অধিকার আছে তোমার নাম জানার।

: আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আপনার নাম সবাই জানে। আমি একজন অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

: আমি কি এই অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নাম জানতে পারি?

: স্যার, আমার নাম পেয়েরেন। হোসেন পেয়েরেন।

: পেয়েরেন!

: বলুন স্যার।

: তুমি কি বলতে পারো আমাকে হত্যা করা হবে কি—না?

: মৃত্যুর কথা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।

জুলিয়াস নিশো চাপা স্বরে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন—ঈশ্বর নিয়ে আমি চিন্তা করি না। আমার চিন্তা মানুষদের নিয়ে।

পেয়েরেন চুপ করে রইলো। হেলিকপ্টারের পাইলট একটি সাংকেতিক বার্তা পাঠালো—"কালো পাখি তার নীড়ে।" এই সংকেতের অর্থ হচ্ছে—সব ঠিকমত এগুচ্ছে।

নিশো চোখ বন্ধ করে ফেললেন ক্লান্ত গলায় বললেন—বাতি নিভিয়ে দাও। চোখে আলো লাগছে। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করবো। কে জানে, এটাই হয়তো আমার শেষ ঘুম।

বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। ইঞ্জিনের একঘেঁয়ে হুম-হুম শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারদিক বিপুল অন্ধকার। হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে আফ্রিকার চির সবুজ অরণ্যের ওপর দিয়ে।

জুলিয়াস নিশো ঘুমুতে চেষ্টা করছেন। কালো সোহেলি আফ্রিকানদের নেতা—প্রবাদপুরুষ নিশো। মুকুটহীন সম্রাট।

কিছু কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ আছে যাদের বোকার মতো দেখায়। জেনারেল ডোফা সেরকম এক মানুষ। বিশালবপু বৃষ-স্কন্ধ ব্যক্তি। সামনের পাটির দাঁত অনেকখানি বের হয়ে আছে। মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্নও নেই নিচের ঠোঁট ঘেঁষে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন নেমে গেছে, যার জন্যে জেনারেল ডোফার মুখ সবসময় হাসি হাসি মনে হয়।

এই লোকটির কাজকর্ম ঘড়ি-ধরা। রাত সাড়ে দশটায় ঘুমুতে যান। ভোর পাঁচটার মধ্যে জেগে ওঠেন। ছ'টা না বাজা পর্যন্ত জগিং করেন। এই এক ঘণ্টায় দশ থেকে পনেরো মাইল রাস্তা দৌড়ানোর পর প্রাতঃকালীন স্নান সারেন। সে একটি দর্শনীয় ব্যাপার। ঘোড়া যেভাবে দলাই-মলাই করা হয় সেভাবে দুজন মানুষ তাঁকে দলাই-মলাই করতে থাকে। এর ফাঁকে ফাঁকে বরফশীতল জল বালতি বালতি তাঁর মাথায় ঢালা হয়। স্নানের প্রক্রিয়া এই আফ্রিকান জেনারেলকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারে নি।

আজ তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হয়েছে। তিনি সারারাত এক ফোঁটাও ঘুমোন নি। একটি খবরের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভোর পাঁচটা সাতাশ মিনিটে তাঁর এডিসি এসে জানালো, জায়ার হেলিকপ্টার নির্বিঘ্নে ফোর্টনকে অবতরণ করেছে। এবং পূর্ব-পরিকল্পনা মতো জুলিয়াস নিশোর পরিচয় গোপন আছে। ফোর্টের দু'জন মাত্র ব্যক্তি এই পরিচয় জানেন—একজন ফোর্টের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার লুম, অন্যজন কারাধ্যক্ষ মাওয়া। জেনারেল ডোফা শীতল স্বরে বললেন—অন্য কেউ জুলিয়াস নিশোর সংবাদ জানে না এই সম্পর্কে তুমি কত ভাগ নিশ্চিত?

: একশ' ভাগ স্যার। জুলিয়াস নিশোকে তাঁর সেলে নেয়া হয়েছে। সেই সেলের আশেপাশে কারাধ্যক্ষ মাওয়া ছাড়া আর কেউ যেতে পারবে না, এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

: সেলটি পাহারা দিচ্ছে কারা?

: আপনার নির্দেশ মতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের ওপর বন্দীর নিরাপত্তার ভার দেয়া হয়েছে।

জেনারেল ডোফা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন—কৌতূহলী সৈন্যরা বন্দীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হবে। হবে না?

: হয়তো হবে কিন্তু স্যার প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের জোয়ানদের কৌতূহল কম।

: তা ঠিক। জুলিয়াস নিশোর শরীর কেমন?

: একটু দুর্বল। কিন্তু শরীর ভালোই আছে।

: তাঁর খাওয়া-দাওয়া, ওষুধপত্র এ সমস্ত ব্যাপারগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তো?

: হয়েছে। আপনার নির্দেশের কথা আমি মাওয়াকে বলেছি।

: ভালো। কফি দিতে বলো।

ডোফা পরপর দু'কাপ কফি খেলেন। জায়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিবকে ডেকে পাঠালেন। তিনটি ছোট ছোট চিঠি লিখলেন। জায়ারে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর একটি জরুরি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে ধূমপান করবার পর এডিসিকে আবার ডেকে পাঠালেন।

: তুমি নিশ্চয়ই জান, আজ বেলা দশটায় জায়ার বেতার থেকে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হবে।

: জানি স্যার। কিন্তু আজ দশটায় প্রচার করা হবে সেটা জানতাম না।

: এগারোটায় মোরান্ডা বেতার থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হবে। সেখানেই বলা হবে—এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকের মৃত্যুতে আমি জেনারেল ডোফা তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছি। এডিসি কিছু বললো না। তার মুখ ভাবলেশহীন। ডোফা বললেন—বেলা বারোটায় একটি হেলিকপ্টার জুলিয়াস নিশোর শবাধার নিয়ে মোরান্ডায় পৌঁছবে। এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

: সেই শবাধারে কোনো শব থাকবে না?

: নিশ্চয় থাকবে। তবে তা জুলিয়াস নিশোর নয়। সেই শবাধারের ঢাকনা খোলা হবে না, কাজেই কার শব সেটা নিয়ে কারোর মাথাব্যথা হবার কথা নয়। তুমি কি কিছু বলতেও চাও?

: না।

: তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও। বলে ফেল।

: স্যার, এতোটা ঝামেলার কোনো দরকার ছিল কি? সরাসরি জুলিয়াস নিশোর মৃতদেহ নিয়ে গেলেই হতো।

: না, হতো না। জুলিয়াস নিশো কোনো সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী জুড়েই একটা হৈচৈ হবার কথা। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যেটা ভয় পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খোদ মোরান্ডাতে একটা গৃহবিপ্লব শুরু হতে পারে।

: যদি শুরু হয় তাহলে কি আপনি দ্বিতীয়বার একটি ঘোষণা দেবেন যে, জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন?

: হ্যাঁ, দেবো। কারণ সত্যি সত্যি গৃহযুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র নিশোই তা থামাতে পারবে।

: তার মানে কি এই যে, জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুদণ্ড দিতে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

: হ্যাঁ, পাচ্ছি। জেনারেল ডোফা এই পৃথিবীতে দুটি মানুষকে ভয় পায়। প্রথমজনের নাম জুলিয়াস নিশো।

: দ্বিতীয়জন কে?

: দ্বিতীয়জনের নাম তোমার না জানলেও চলবে। আমি আবার কফি খাব, তুমি কফি দিতে বলো।

: সাড়ে ছ'টা বাজে, আপনার ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে।

: তোমাকে কফির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে, সেটা করো। আমি কোনো কথাই দ্বিতীয়বার বলা পছন্দ করি না।

ফোর্টনকের যে সেলটিতে জুলিয়াস নিশোকে রাখা হয়েছে তার একটি বিশেষ নাম আছে—'না-ফেরা ঘর'। এ ঘর থেকে কেউ কখনো ফেরে না। মোরান্ডার খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষ এ ঘরে ঢুকেছেন, কেউ বেরুতে পারেন নি। জুলিয়াস নিশোর ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম আছে। তিনি দশ বছর আগে একবার ঢুকেছিলেন। পঞ্চাশ দিনে গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেলো, সপ্তম দিনে জুলিয়াস নিশোকে ঘর থেকে বের করে আনতে হলো গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্যে। এর মধ্যেই মাউ উপজাতির এক-পঞ্চমাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত সাহসী মানুষ। মোরান্ডা সেনাবাহিনীর ওপর তারা বড় রকমের আঘাত করেই মারা গেলো। সে সময় মাউ উপজাতীয়দের মধ্যে বিদ্যুতের মতো যে কথাটি ছড়িয়েছিল তা হচ্ছে—"নিশোর জন্যে একটি প্রাণ দিন। তিনি আবার তা ফিরিয়ে দেবেন।" দশ বছর অনেক দীর্ঘ সময়। এই সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়। নিশোও বদলেছেন। সে সময় তাঁর মাথাভর্তি চুল, চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। এখন মাথায় এক গাছিও চুল নেই। ভারী চশমা ছাড়া দশ হাত দূরের মানুষটিকে চিনতে পারেন না। তবু কিছু কিছু জিনিস আছে যা সময়ের সঙ্গে বদলায় না। যেমন স্বভাব। নিশো ঠিক আগেরবারের মতোই হাসিমুখে বললেন—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

কারাধ্যক্ষ মাওয়া শুকনো মুখে তাকালো।

: তোমার নাম খুব সম্ভব মাওয়া? ঠিক না?

মাওয়া মাথা নাড়লো।

: এতো বিমর্ষ হয়ে আছো কেন? দশ বছর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পুরানো পরিচয়ের সূত্রেও একটু হাসো।

মাওয়া হাসির মতো ভঙ্গি করলো। নিশো বললেন—তোমারও দেখি বয়স হচ্ছে। নিচের পাটির দাঁত পড়ে গেছে আমার ধারণা শুধু আমার একারই বয়স হচ্ছে হা হা হা।

মাওয়া শান্ত স্বরে বললো—আমার দুর্ভাগ্য স্যার, আবার আপনাকে এমতাবস্থায় দেখলাম।

নিশো মাওয়ার কথার কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। সহজভাবেই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাইলেন। শুধু মুখে চাওয়া নয়, লিখিতভাবে চাওয়া। গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন—

- খবরের কাগজ
- ট্রেনজিস্টার রেডিও (মান্টিব্যান্ড)
- লেখার কাগজ
- চুরুট (ভালো চুরুট)
- কফি (ইন্সট্যান্ট কফি নয়)
- জন স্টেইনবেকের সুইট থার্ডডে উপন্যাস।
- এ্যারেন পাউলের—কালো মানুষদের কবিতা।

মাওয়া বিব্রত ভঙ্গিতে বললো—লেখার কাগজ, চুরুট এবং কফি ছাড়া অন্য কিছুই দেয়া যাবে না। আপনি স্যার কিছু মনে করবেন না।

: আমি কখনো কিছু মনে করি না। বই দুটি কি দেয়া যাবে?

: এই জঙ্গলে বই কোথায় পাব?

: ঠিক আছে।

: আপনার সেবার জন্যেও কউকে দেয়া যাচ্ছে না। একমাত্র আমিই আসবো আপনার কাছে। দিনে একবার আসবো।

: ভালো, তবে এমন গোমড়ামুখে আসবে না। হাসিমুখে আসবে। আমাদের এমনিতেই অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে। এর মধ্যে গোমড়া মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না।

যদিও মাওয়া বলেছিলেন খবরের কাগজ ট্রেনজিস্টার রেডিও এসব কিছুই দেওয়া হবে না, তবুও মাওয়া মধ্যাহ্নকালীন খাবারের কিছু আগে একটি ছোট ট্রেনজিস্টার নিয়ে নিশোর কাছে গেলো—ভয়ার্ত স্বরে বললো—আপনার প্রসঙ্গে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে সকাল এগারোটায়। এখনও বোধহয় আবার বলবে। নিশো মুচকি হেসে বললেন—মজার খবর নাকি? মাওয়া কোনো জবাব দিলো না।

নিশো মোরান্ডা বেতারের খবর শুনলেন শান্ত ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে চুরুটে টান দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উত্তেজনা তাঁর আচার-আচরণে প্রকাশ পেল না।

'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি — মোরান্ডার প্রিয় মানুষ জুলিয়াস লিম্বানি নিশো আজ ভোর চার ঘটিকায় আলজেরিয়াতে হৃদয়ন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। জেনারেল ডোকা পরলোকগত জননেতার শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে এক শোকবাণীতে জানান—জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর মৃত্যু শুধু মোরান্ডায় নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি। জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশে আগামী তিন দিন রাষ্ট্রীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। বিদেশে অবস্থিত মোরান্ডার দূতাবাসগুলিতে এই উপলক্ষে শোক বই খোলা হয়েছে। রাজধানীর প্রতিটি ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।'

জুলিয়াস নিশো হালকা স্বরে বললেন—ফোর্টনকেও কি পতাকা অর্ধনমিত? মাওয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লো। নিশো মাথা নিচু করে হাসলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ফোন বাজছে।

ফকনার বসে আছে পাশেই, কিন্তু রিসিভার তুলছে না। কানের পাশে ফোন বাজা একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু লোকটি বিরক্ত হচ্ছে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে। মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকাচ্ছে যা থেকে মনে হতে পারে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সে চিন্তিত।

হার্ভি ফকনার হচ্ছে সেই জাতীয় লোক যাদের বয়স বোঝা যায় না। এর জুলফির সমস্ত চুল পাকা। বয়স চল্লিশ থেকে পাঁচ পঞ্চাশের মধ্যে হতে পারে। মাঝারি আকৃতির মানুষ। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। চোখ দু'টি অস্বাভাবিক ছোট। বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বলে। সমস্ত মুখাবয়বে একটি ছেলেমানুষি ভাব আছে। তীক্ষ্ণ চোখের কারণে যা কখনো স্পষ্ট হয় না।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। ফকনার রিসিভার একবার তুলেই নামিয়ে রাখলো। যদি ওপক্ষের প্রয়োজন খুব বেশি হয় আবার করবে।

প্রয়োজন বেশি আছে মনে হচ্ছে। আবার টেলিফোন বাজছে। ফকনার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রিসিভার তুললো।

: হ্যালো।

: হার্ভি ফকনার?

: কথা বলছি।

: আমি কি আপনার সঙ্গে একটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারি?

: তার আগে আপনার নাম বলুন।

: নাম বললে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

: আমি অপরিচিত কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি না।

ফকনার নির্বিকার ভঙ্গিতে টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। এটা প্রায় নিশ্চিত, লোকটি আবার টেলিফোন করবে। প্লাগ খুলে রাখলে কেমন হয়? ফকনার দ্বিতীয়বার সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। দু'দিন শেভ করা হয় নি। গালভর্তি নীলচে দাড়ি। হেমিংওয়ের মতো দাড়ি রাখার একটা পরিকল্পনা ছিল। এখন মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়, গাল চুলকাচ্ছে। কিন্তু দাড়িগুলির ওপর একটি মায়া পড়ে গেছে। থাকুক না হয় কিছুদিন। তারপর দেখা যাবে। ফকনার আয়নায় নিজের ছবির দিকে তাকালো। লোকটিকে চেনা যাচ্ছে না। যেন অপরিচিত কেউ।

টেলিফোন আবার বাজতে শুরু করছে। বাজুক। তার এমন কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ নেই যারা এরকম সাতসকালে ব্যাকুল হয়ে টেলিফোন করবে। ফকনার মনে মনে বললো—"আই হ্যাপেন্ড টু বি এ লোনলী ম্যান।" কার কবিতা যেন এটা? অ্যান্থনী স্কীলম্যান?

মনে পড়ছে না। স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই। বাথরুমের বেসিনে গতরাতের অভুক্ত খাবারসুদ্ধ প্লেট পড়ে আছে। দূষিত একটা গন্ধ চারদিকে। মেঝেতে তিনটি বিয়ারের খালি ক্যান। লোনলী ম্যান হবার অনেক রকম ঝামেলা।

হেল্পিং হ্যান্ড জাতীয় কাউকে পাওয়া গেলে মন্দ হতো না। ঘর পরিষ্কার করে রাখতো। বললেই পারকুলেটর চালু করে কফি বানিয়ে আনত। কফির কথা মনে হতেই তার কফির তৃষ্ণা হলো। ক্রীম, সুগারবিহীন 'র-কফি'। ব্রাজিলিয়ান বিন্স থেকে টাটকা তৈরি। যার গন্ধেই স্নায়ু সতেজ হয়ে ওঠে।

টেলিফোন এখনও বাজছে। ফকনার বিরক্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলো—

: হ্যালো।

: আমি লিজা, লিজা ব্রাউন।

ফকনার চিনতে পারলো না। মেয়েদের নাম তার মনে থাকে না।

: তুমি কি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?

: চিনতে পারবো না কেন? কেমন আছ লিজা?

: তাহলে এমন রাগী রাগী গলায় কথা বলছো কেন?

: সকালবেলা ঘুম ভাঙলে আমার খুব মেজাজ খারাপ থাকে তো, তাই।

: রাতে খুব ড্রিংক করেছ, তাই না?

: খুব না, তিন ক্যান বিয়ার খেলে একটা মৌমাছির নেশা হয় কিন্তু আমি মৌমাছি না।

: তুমি সব সময় এমন মজার মজার কথা বল কেন?

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। হাসির শব্দটা চেনা। হাসি থেকে মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে। নর্থ এভিন্যুর পিজা পার্লারের মেয়ে। হাসি-রোগ আছে মেয়েটির। অকারণে হাসবে এবং বকবক করবে।

গত সপ্তাহে পিজা এনে দিয়ে গিয়েছিল। অন্যদের মতো প্যাকেট নামিয়ে রেখেই চলে যায় নি। হাসিমুখে বলেছে—পিজা ছাড়া তুমি কিছু খাও না? প্রায়ই তোমাকে পিজা পার্লারে দেখি। তুমি নিশ্চয়ই ইটালিয়ান নও?

: না, ইটালিয়ান নই। পিজাও খুব পছন্দ করি না। সস্তা বলে খাই। আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি।

: তোমার ঘর এতো নোংরা কেন?

ফকনার হেসে ফেললো।

: হাসছ কেন? নোংরা ঘর আমার ভালো লাগে না। গা জ্বলে।

: আমি মানুষটি খুব পরিষ্কার, কাজেই আমার ঘর নোংরা। যেসব মানুষের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার, তারা মানুষ হিসেবে নোংরা।

: কই আমি তো মানুষ হিসেবে ভালোই। কিন্তু আমার ঘর তো পরিষ্কার। ঝকঝকে।

: আমার থিওরি শুধু ছেলেদের জন্যেই। মেয়েদের জন্যে নয়। মেয়েদের বেলায় উল্টোটা।

: আপনি তো খুব চালাক মানুষ।

ফকনার মেয়েটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলো। চেহারা মনে পড়ছে না। তার মনে মনে রাখার মতো চেহারা নয়। সুন্দরী মেয়েদের চেহারা মনে থাকে। এই মেয়েটিকে নিয়ে সে কি কখনো বাইরে গিয়েছে? মনে হয় গিয়েছে। কারণ সে কথা বলছে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে। ফকনার মনে করতে চেষ্টা করলো লিজা ব্রাউন নামের কাউকে নিয়ে সে ডেটিং-এ গিয়েছে কি—না।

: হ্যালো, তুমি কথা বলছ না কেন?

: কি বলবো?

: পিজার অর্ডার দিলে দুপুরবেলা নিয়ে আসতে পারি। আনবো?

: আনতে পারো।

: তার মানে তোমার খুব-একটা ইচ্ছা নেই।

: ইচ্ছা থাকবে না কেন, ইচ্ছা আছে। সুন্দরী মেয়েদের সামনে বসিয়ে পিজা খেতে আমার ভালোই লাগে।

: আমি সুন্দরী, তোমাকে কে বলেছে?

: আমার কাছে পৃথিবীর সব মেয়েকেই সুন্দরী মনে হয়। সবাইকেই মনে হয় হেলেন অব ট্রয়।

: তুমি এতো মজার কথা বলো কেন?

: আমি মানুষটি মোটেই মজার নই, সে জন্যেই বোধহয়।

: আচ্ছা শোন, আমি কি কখনো তোমাকে নিয়ে বাইরে খেতে-টেতে গিয়েছি?

লিজা ব্রাউন অবাক হয়ে বললো—আপনার মনে নেই?

: না।

: তার মানে, আপনি অসংখ্য মেয়েকে নিয়ে ডেটিং-এ গেছেন?

ফকনার কিছু বললো না। লিজা ব্রাউন বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসব দুপুরে। ফকনার টেলিফোন নামিয়ে বাথরুমে ঢোকামাত্র কলিংবেল বাজলো। কলিংবেলের শব্দ থেকে যে এসেছে তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যেমন অল্প বয়েসী মেয়েরা খুব ঘনঘন বেল বাজাবে। বৃদ্ধরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেল টিপে ধরে থাকবে, সেই সঙ্গে কড়া নাড়বে। কিন্তু এখন যে বাজাচ্ছে তার সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না। ফকনার দরজা খুললো। নীল স্যুট পরা লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বীমা কোম্পানির এজেন্টদের মতো হিমছাম একটা ব্রীফকেস। লোকটি মেয়েলী গলায় বললো—ভেতরে আসতে পারি?

: আসুন।

: আমিই কিছুক্ষণ আগে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম। আমার নাম জন হপার।

: বসুন। কি ব্যাপার বলুন।

: আমার কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

: আপনাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হলো।

: আধঘন্টা দিন।

: ঠিক আছে, আধঘন্টা। কফি?

: হ্যাঁ, কফি খেতে পারি।

জন হপার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগলো, যেন ঘরের অবস্থা থেকে এ বাসিন্দা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে চায়।

ফকনার কফির পেয়ালা হাতে করে তার সামনে এসে বসলো। ভারি গলায় বললো—হ্যাঁ, এবার বলুন।

: আপনি নিশ্চয়ই জেনারেল ডোফাকে চেনেন?

: হ্যাঁ, ভালো পরিচয় আছে। আমি তার একটি কমান্ডো গ্রুপকে ট্রেনিং দিয়েছিলাম। গ্রুপের নাম ছিল প্যান্থার।

: জুলিয়াস নিশোর সঙ্গে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছিল?

: না। রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই।

: জেনারেল ডোফার সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ আছে?

: না, আমি হচ্ছি ভাড়াটে সৈন্য। যে টাকা দেবে তার হয়ে আমি কাজ করবো। কাজ শেষ হলে চলে আসবো। ডোফার কমান্ডো ইউনিট তৈরি হবার পর চলে এসেছি। আর কোনো যোগাযোগ হয় নি।

: আপনি কি গতকালের খবরের কাগজ পড়েছেন?

: না, খবরের কাগজ আমি পড়ি না। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই।

: তাহলে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু সংবাদ আপনি জানেন না।

: তা জানি। টিভি নিউজ দেখেছি। সিবিএস ভালো কভারেজ দিয়েছে।

: জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু কি আপনার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয় না?

: দেখুন মি. হপার, মৃত্যুর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। আপনি কি বলতে চান খোলাখুলি বলুন। আমি স্পষ্ট কথা ভালোবাসি।

: আপনি কি সাউথ আফ্রিকায় একটি মিশন পরিচালনা করতে পারবেন?

: সেটা নির্ভর করে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তার ওপর এবং মিশনটি কি ধরনের তা ওপর।

: জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনক থেকে বের করে আনা।

: মৃত একজন মানুষকে বের করে আনার প্রয়োজনটি ধরতে পারলাম না।

: জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন।

ফকনার সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিয়ে শুকনো গলায় বললো—মি. হপার, আপনি কে?

: আমি সিআইএ'র সঙ্গে আছি।

: আমার সঙ্গে কী ধরনের কথা বলার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে?

: মিশন সম্পর্কে যদি আপনি উৎসাহী হন তাহলে আপনাকে শিকাগোতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

: কখন যেতে চান?

: আমরা এখনি রওনা হতে পারি।

: যাবেন কিসে?

: আমি সেনাবাহিনীর একটি বিমান নিয়ে এসেছি। একটা টু সিটার।

: আপনি নিজেই চালাবেন?

: হ্যাঁ। আমি একজন বৈমানিক। এক সময় বিমান বাহিনীতে ছিলাম।

: বিষয়টি খুব জরুরি মনে হচ্ছে।

: খুবই জরুরি।

: টাকার ব্যাপারে সিআইএ কৃপণতা করবে না বলে আশা করতে পারি?

: টাকা কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে করি। মি. ফকনার, আপনি তৈরি হয়ে নিন।

: আমি তৈরিই আছি। শুধু একটা নোট লিখে দরজায় রেখে যাব।

লিজা ব্রাউন পিজার প্যাকেট নিয়ে এসে দরজায় আটকানো নোটটি পড়লো। 'লিজা, তুমি খাবারের প্যাকেটটি দরজার বাইরে রেখে যাও। দেখা হলো না বলে দুঃখিত। তারপর বলো তুমি কেমন আছ? ফকনার।

পুনশ্চ: খাবারের বিল আমি এসে মিটিয়ে দেবো।'

লিজা ব্রাউন বেশ খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটির বয়স খুবই অল্প। সাদামাটা চেহারা। মাথার চুল ছেলেদের মতো কাটা হয়তো সমস্ত চেহারায় এক ধরনের মায়াকাড়া ভাব আছে। সে কি কিছুটা হতাশ হয়েছে? হয়তো বা। অল্পবয়সী মেয়েরা সহজেই হতাশ হয়।

ফকনার ক্রমেই বিরক্ত হচ্ছিল।

তাকে এক ঘন্টার ওপর এন্ট্রি রুমে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এন্ট্রি রুমটি ছোট। আলো-বাতাস নেই। বসার জন্যে চামড়ার গদিওয়ালা চেয়ারগুলি নোংরা। সমস্ত মেঝেতে সিগারেটের ছাই। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এন্ট্রি রুমের এই অবস্থা কেন? নাকি ইচ্ছা করেই এরকম রাখা হয়েছে মনের ওপর চাপ ফেলবার জন্য?

দেড় ঘন্টার মাথায় তাকে একজন কে এসে এক কাপ কফি দিয়ে গেল। ইন্সট্যান্ট কফি—এমন একটা গন্ধ, নাকে গেলেই বমি বমি ভাব হয়।

জেনারেল সিমসনের অফিসের দরজা খুললো। অল্পবয়েসী একটি তরুণ (সম্ভবত জেনারেলের পিএ) এসে বললো—মি. ফকনার, আপনি আসুন। সে ফকনারকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে যে ছোটখাট মানুষটি বসে আছে তাকে ফকনারের মোটেই পছন্দ হলো না। জেনারেল সিমসনের বয়স ষাটের কোঠায়। শরীর অশক্ত। মাথায় একগাছিও চুল নেই। মাথা নিচু করে বসে থাকা মানুষটিকে দেখেই মনে হয় অনেক ধরনের রোগ-ব্যাধি একে ধরে আছে। পিঙল বর্ণের চোখ। তাকানোর ভঙ্গিতে এক ধরনের অবহেলা আছে যা অন্যদের মনে হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দেয়। জেনারেল সিমসন ভারী স্বরে বললেন—

: আপনিই ফকনার? কর্নেল ফকনার?

: হ্যাঁ।

: বসুন।

ফকনার বসলো সে আশা করেছিল জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করবেন। তিনি তা করলেন না। যেন ফকনার একজন ছোট পদের অধস্তন কর্মচারী। তার সঙ্গে বাড়তি সৌজন্যবোধ দেখানোর প্রয়োজন নেই।

জেনারেল সিমসন কিছুক্ষণের জন্যে একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। টেলিফোনে কাকে যেন কি সব বললেন। এও এক ধরনের চাল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো—তুমি অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি। বসে থাক চুপচাপ। আমার কাজ শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে।

: সেনাবাহিনী থেকে আপনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল?

: হ্যাঁ।

: কেন?

ফকনার ঠাণ্ডা স্বরে বললো—কেন করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। যে প্রশ্নের উত্তর জানেন তার উত্তর আবার শোনার কারণ দেখি না।

ফকনার সিগারেট ধরালো। সে তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারছিল না। জেনারেল সিমসন বললেন—আমি নন-স্মোকার, তামাকের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। দয়া করে সিগারেটটি ফেলে দিন।

: আমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসি। ইতোমধ্যে আপনার যা বলার ঠিকঠাক করে রাখুন। লম্বা ধরনের আলাপ-পরিচয় আমার পছন্দ নয়।

: মি. ফকনার, লম্বা আলাপ আমারও পছন্দ নয়। আপনি সিগারেট নিয়েই বসুন। আপনাকে কি জন্যে ডাকা হয়েছে আপনি তা জানেন, আশা করতে পারি।

: কিছু জানি।

: জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনকে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে এ মাসের ২৬ কিংবা ২৭ তারিখে হত্যা করা হবে।

: তার আগে নয় কেন?

: এ মাস হচ্ছে জেনারেল ডোফার জন্ম মাস। জন্ম মাসে আফ্রিনরা হত্যার মতো বড় অপরাধ করে না, ওদের অনেক রকম কুসংস্কার আছে।

: মাস তো শেষ হবে ত্রিশ তারিখে। ২৬/২৭ বলছেন কেন?

: চন্দ্র মাসের কথা বলছি। আফ্রিকানরা চন্দ্র মাস মেনে চলে।

: আপনি নিশ্চিত যে, ২৬/২৭ তারিখের আগে নিশোকে হত্যা করা হবে না।

: নব্বুই ভাগ নিশ্চিত। দশ ভাগ আনসারটিনিটি সব সময়ই থাকে। এখন আপনিই বলুন, জুলিয়াস নিশোকে এই সময়ের ভেতর কি উদ্ধার করা সম্ভব?

: জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

: এটা একটা ছেলেমানুষি কথা, পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব। আমার সঙ্গে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমাকে বলুন, এই মিশন গ্রহণ করতে আপনি রাজি আছেন?

ফকনার লোকটিকে পছন্দ করতে শুরু করলো। এ কাজের লোক। কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এবং এর সঙ্গে কথাবার্তা হওয়া উচিত সরাসরি। কথার মারপ্যাঁচ না দেখালেও চলবে।

: বলুন রাজি আছেন?

: হ্যাঁ বলবার আগে সব ভালোমতো জানতে চাই।

: আপনি সব কিছুই জানবেন। আপনার জন্য কয়েকটি ফাইল তৈরি করা হয়েছে। এগুলি ভালো করে পড়ুন। কাল ভোর ন'টায় আপনি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবেন।

: ঠিক আছে তা বলবো।

: অবশ্যি আপনি হ্যাঁ বললেই যে আমার মিশনটি আপনার হাতে দেবো তেমন কোনো কথা নেই। আমরা অন্য লোকজনদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলছি।

: ভালো। বাজার যাচাই করে নেয়াই ভালো।

: কর্নেল ফকনার, আপনাকে একটা কথা বলা ...

: আমাকে কর্নেল বলবেন না। সেনাবাহিনী আমি অনেক আগে ছেড়ে এসেছি।

: মি. ফকনার, আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে ...।

: ফাইলগুলো পড়ার আগে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না।

: ঠিক আছে।

: আমি এখন তাহলে উঠি।

: বেশ। দেখা হবে কাল ন'টায়।

ফকনার ঘর থেকে বেরুবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। শান্ত স্বরে বললে, সিআইএ জুলিয়াস নিশোকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে কেন?

: উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

: বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার মতো কোনো মহৎ আদর্শ তাদের আছে বলে আমরা জানা নেই।

: আমরা জেনারেল ডোফার পতন দেখতে চাই। মোরাভার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কের প্রয়োজন আছে।

: কি প্রয়োজন আছে?

: মোরাভায় কপারের এবং মলিবডিনামের খনি আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মলিবডিনাম আসে মোরাভা থেকে। আমরা চাই না সেই মলিবডিনাম আমাদের হাতছাড়া হয়ে অন্য ব্লকে চলে যাক।

: আপনার ধারণা, জুলিয়াস নিশো ক্ষমতায় থাকলে মলিবডিনাম বা কপার ভিন্ন ব্লকে যাবে না?

: সম্ভবত না। যদি যায় তাদের তাকেও সরানো হবে। কাউকে সরানো তেমন কঠিন কিছু নয়।

ফকনার তাকিয়ে রইলো। তার বেশ মজা লাগছে। আরেকটি সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছে না। এইবার হয়তো সে চেঁচিয়ে উঠবে।

: সাধারণত আমরা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলি। এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ, জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনী তার খুবই অনুরক্ত। যে কারণে নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের বাইরের সাহায্য নিতে হচ্ছে। ভালো কি মন্দ, সেটা আপনার দেখার কথা নয়। আপনি দেখবেন আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে কি-না।

: তাও ঠিক। আমি কি এখন যেতে পারি?

: পারেন। এন্ট্রি রুমে অপেক্ষ করুন, আপনাকে ফাইলপত্র দেয়া হবে। গুড ডে মি. ফকনার।

: গুড ডে।

জেনারেল সিমসন নন-স্মোকার। সিগারেটের গন্ধ তার সহ্য হয় না—কথাটা ঠিক নয়। ফকনার চলে যাবার পরপরই তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

তাঁর হাতে লাল মলাটের একটি ফাইল। ফকনারের ওপর সিক্রেট সার্ভিসের তৈরি একটি গোপন রিপোর্ট। লাল মলাটের ফাইলের অর্থ হচ্ছে, এ একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সিক্রেট সার্ভিস তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। জেনারেল সিমসন চশমার কাঁচ পরিষ্কার করলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন—

এস ফকনার জুনিয়র

- জন্ম : ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩০। সেইন্ট জোসেফ হসপিটাল। ফার্গো নর্থ ডাকোটা।
  [বাবা-মা'র সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এস ফকনার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত খবরা-খবর ফাইল নং কগ ৩০২/৩১১ ল প ৩৩-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443026-A2]
- ব্লাড গ্রুপ : O পজিটিভ RH পজিটিভ।
- সেনাবাহিনী থেকে ডিসর্চাজ করা হয় ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৪। [ডিসর্চাজের কারণ সম্পর্কিত খবরাখবরের মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443026-A2]
- সাউথ আফ্রিকায় সিআইএ'র পক্ষে দুটি মিশন পরিচালনা করেন। [মিশন দুটির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ফাইল নাম্বার কগ ৩০২/৩১১ বস ৩২-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2] কোনো রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই তবে কিছু উগ্র বামপন্থী বন্ধু-বান্ধব আছে। [তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ওপর একটি রিপোর্ট ফাইল নাম্বার কগ ৩০২/৩১১বস ৩৪-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2]
- মোরাভায় জেনারেল ডোফার সৈন্য বাহিনীর একজন ট্রেনার হিসেবে কিছুদিন ছিলেন। [এই প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হয় নি। সংগৃহীত তথ্যাবলি মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2-তে সংরক্ষিত আছে। তথ্যাবলি খুব নির্ভরযোগ্য নয়]
- জুয়া খেলতে পছন্দ করেন। মদ্যপান করেন। মেয়েমানুষ ও অর্থের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। [তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443030-A2-তে সংরক্ষিত আছে]

জেনারেল সিমসনের চুরুট নিভে গিয়েছিল। তিনি অনেকটা সময় নিয়ে চুরুট ধরালেন এবং ফকনার প্রসঙ্গে যে ক'টি রিপোর্ট তৈরি আছে তার সব

ক'টি আনতে বললেন। তাঁর পিএ বললো—কফি বা অন্য কিছু কি খাবেন? তিনি তার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

: ফকনারকে কেমন লাগলো তোমার?

: তার সম্পর্কে আমি জানি। উনি একজন ভয়ানক মানুষ।

জেনারেল সিমসন মৃদু হাসলেন, যার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

ফকনারকে দুটি ফাইল দেয়া হয়েছে। ফাইল দু'টি যে নিয়ে এসেছে তার বয়স খুবই অল্প। লাজুক স্বভাবের একজন। সে বললো—আপনি যদি চান আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

: কেন?

: ফাইলের অনেক রেফারেন্স হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। সেগুলি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমার সমস্তই ভালো করে পড়া আছে।

: আমি চেষ্টা করবো নিজে নিজে বুঝতে।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। তরুণ অফিসারটি অবাক হয়ে বললো—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

: কোনো একটি হোটেলে। সস্তায় হোটেল কোথায় পাওয়া যাবে, আছে আশেপাশে?

: আছে। কিন্তু আপনি তো কোনো হোটেলে যেতে পারবেন না।

: কেন?

: আপার সঙ্গে যে দু'টি ফাইল আছে সে দু'টি এই ভবনের বাইরে নেয়া যাবে না।

: তার মানে আজ রাতে আমাকে এখানে থাকতে হবে?

: হ্যাঁ। আপনার কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আমাদের গেস্টরুমটি চমৎকার।

: আর আমি যদি ফাইল পড়তে না চাই? যদি এই মিশন সম্পর্কে উৎসাহী না হই, তাহলে?

: তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনি যাবেন না। কারণ আপনি ইদানিং খুব অর্থকষ্টে আছেন।

ফকনার ক্লান্ত স্বরে বললো—নিয়ে চলুন আপনার গেস্টরুমে। প্রচুর হুইস্কির ব্যবস্থা রাখবেন। মাঝে মাঝে মাতাল হতে আমার ভালো লাগে।

: আপনার জন্যে হার্ড ড্রিংকস-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনার যদি বিশেষ ধরনের কোনো হুইস্কির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে তা বলতে পারেন, ব্যবস্থা করবো।

: কারোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। পৃথিবীর সমস্ত মদ এবং সমস্ত নারী আমার কাছে এক ধরনের মনে হয়।

জুলিয়াস নিশোর ঘুম ভাঙলো ভোর পাঁচটায়। তিনি অবশ্যি তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ি ছাড়া এখানে সময় বোঝার অন্য কোনো উপায় নেই। মাথার অনেক ওপরে ছোট্ট একটি ভেন্টিলেটর আছে। সেখান থেকে তেমন কোনো আলো আসে না। এলেও তা ধরা যায় না, কারণ ঘরে দিন-রাত্রি দু'শ পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলে। তিনি বাতিটি দিনের বেলা নিভিয়ে দেবার জন্যে মাওয়াকে বলেছিলেন। মাওয়া বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে, কাল থেকে বাতি রাতের বেলা জ্বলবে না। কিন্তু ঠিকই জ্বলেছে। একই অনুরোধ দ্বিতীয়বার করতে তাঁর ইচ্ছা হয় নি।

মাওয়াকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তিনি যা বলেন, সে তাতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়—কিন্তু রাজি হওয়া পর্যন্তই। একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন, মাওয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, কাল আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। তিনি বলেছিলেন—আজ দেয়া যায় না?

: ঠিক আছে স্যার, নিয়ে আসছি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসবো।

তিনি অপেক্ষ করেছেন। সে আসে নি। মানুষ পশু নয়। তার চরিত্র এমন হবে কেন? ঘড়ি সে দেবে না, এটা স্পষ্ট করে প্রথমবারেই কি বলে দেয়া যেতো না?

জুলিয়াস নিশো ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এখন ঠাণ্ডা লাগছে। সূর্য ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাপ বাড়তে থাকবে। বাতাস থাকবে না। অসহনীয় উত্তাপ। তারপর রাতের বেলা আবার শীত নামতে শুরু করবে। সেই শীতও অসনীয়। আসলে বয়স হয়েছে, এই বয়সে শরীর অশক্ত হয়ে পড়ে। সামান্য শীতও শরীরের হাড়ে গিয়ে বিঁধে।

নিশো বিছানা থেকে নামলেন। মাওয়াকে ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে, কারণ সে একটি কাজ করেছে। লেখার জন্যে টেবিল-চেয়ার দিয়েছে। সময় কাটানোর জন্যে তিনি একটি লেখায় হাত দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন—কালো মানুষ ঃ সাদা মানুষ। নামটি প্রথম দিন ভালো লেগেছিল, দ্বিতীয় দিনে লাগে নি। দ্বিতীয় দিনে নাম দিলেন—এক কালো মানুষ। সেই নামও এখন পছন্দ হচ্ছে না। তিনি আজ সেই নাম কেটে লিখলেন—কালো মানুষ। ছোট নামই ভালো কিন্তু লেখা এগুচ্ছে না। তিনি ভেবে রেখেছেন, খুব হালকা ধরনের একটি লেখা লিখবেন। নানান রকম রসিকতার মধ্য দিয়ে কালো মানুষের দুঃখ তুলে আনবেন। কিন্তু লেখা ভারিক্কি ধরনের হয়ে যাচ্ছে।

নিশো কলম হাতে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তাঁর ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। মাওয়া কখন আসবে কে জানে। গরম এক কাপ কফি খেলে হতো।

মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাও হচ্ছে। চোখের সামনে দু'শ পাওয়ারের বাল্ব নিয়ে ঘুমানো মুশকিল। আজ আরেকবার অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয়।

ফোর্টনকের মাঠে সম্ভবত পিটি হচ্ছে। তালে তালে হাত-পা ফেলার শব্দ হচ্ছে। এই শব্দগুলি শুনতে ভালো লাগে। তিনি দীর্ঘ সময় মন দিয়ে শব্দগুলি শুনলেন। মনে মনে সৈন্যদের তালে তালে হাত-পা ফেলার দৃশ্যটি দেখতে চেষ্টা করলেন। সারি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে খাকি হাফ শার্ট। গায়ে ধবধবে সাদা গেঞ্জি। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের ঘামে ভেজা চকচকে কালো মুখে। কালো রঙের মতো সুন্দর কি কিছু আছে?

তাঁর মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। তিনি আবার এসে বিছানায় শুলেন। হাত বাড়িয়ে একটি মোটা বই নিলেন। পড়বার জন্যে মাওয়া দিয়ে গিয়েছে। নিতান্তই বাজে বই। একটি কালো ছেলের প্রেমে পড়েছে সাদা মেয়ে। মেয়েটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে। মেয়ের বাবা তাকে ধরবার জন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বন ঘিরে ফেলেছে। অসম্ভব সব ব্যাপার। পাতায় পাতায় রগরগে সমস্ত বর্ণনা। মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু না খেয়ে সেকেন্ডও থাকতে পারছে না। এবং চুমু খাবার সময় ছেলেটির হাত চলে যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়।

নিশো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এ জাতীয় বই পড়বার বয়স তাঁর নেই। শারীরিক বর্ণনায় তিনি এখন আর উত্তেজনা বোধ করেন না।

মাওয়া যখন ঘরে ঢুকলো তখন নিশো ঘুমুচ্ছেন। তাঁর গা ঈষৎ উষ্ণ। রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বরজারি হতে পারে। তালা খোলার শব্দে তিনি জেগে উঠে স্বভাবসুলভ সতেজ গলায় বললেন—মাওয়া, সুপ্রভাত।

: সুপ্রভাত মি. নিশো। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?

: এই অবস্থাতে ভালোই বলা চলে। অবশ্যি শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছি। আরেকটি গরম কম্বলের ব্যবস্থা করা যাবে?

: নিশ্চয়ই যাবে। আমি আজ বিকেলেই নিয়ে আসবো।

জুলিয়াস নিশো সামান্য হেসে বললেন—তুমি পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বলো। অনেক কিছুই নিয়ে আসার কথা বলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আসে না।

মাওয়া গম্ভীর গলায় বললো—কম্বল, বিকেলের মধ্যেই পাবেন।

: মাথার ওপরের এই বাতি, এটা কি নিভিয়ে রাখা রাখা যায়?

: এই বাতি রাত ন'টায় পর থেকে জ্বলবে না।

মাওয়া খাবারের প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। ফ্লাস্কে কফিও আছে। ভালো কফি। খাবারগুলি যত্ন করে তৈরি করা। সৈন্য বা কয়েদিদের সাধারণ খাবার নয়।

: মাওয়া, এই খাবারগুলি কে রান্না করে?

: আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে।

: চমৎকার রান্না। তাদের আমার ধন্যবাদ দিয়ো।

: ধন্যবাদ দেয়া যাবে না। কারণ আপনি যে এখানে আছেন, এটা তাদের জানানো যাবে না।

: যখন আমি এখানে থাকবো না কিংবা এই পৃথিবীতেই থাকবো না, তখন দিয়ো। তাদের বলবে, আমি সারা জীবন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কষ্ট করেছি কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে খুব ভালো খানাপিনা করেছি।

: আমি বলবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওয়া ওঠার উপক্রম করলো। নিশো বললেন—বাইরের কি খবর? আমার মৃত্যুসংবাদ দেশবাসী কিভাবে নিয়েছে?

আমি জানি না কিভাবে নিয়েছে, বাইরের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ফোর্টনক শহর থেকে অনেক দূরে।

: তা অবশ্যি দূরে। তোমার স্ত্রী, কন্যা? ওরা খবরটা কিভাবে নিয়েছে?

: জানি না, মি. নিশো। আমি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করি না। রাজনীতি মেয়েদের বিষয় নয়।

: রাজনীতি কোথায়? তুমি কথা বলবে একটি মানুষের মৃত্যু নিয়ে।

: আমি কথা কম বলি।

: আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে কথা কম বলাটাই বড় মানবিক গুণ বলে ধরা হয়। অথচ আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি এমন একটি দেশের যেখানে আমরা সবাই ইচ্ছেমতো বকবক করতে পারবো।

মাওয়া আর দাঁড়ালো না। নিশো গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মাওয় কম্বল নিয়ে এলো না। দুশ পাওয়ারের বাতি জ্বলতেই থাকলো।

জেনারেল সিমসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফকনারের কাছ থেকে পাওয়া এ জবাব তিনি যেন আশা করেন নি। তিনি চশমা খুলে চশমার কাচ পরিষ্কার করলেন। টেবিলে রাখা পানির গ্লাসে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—আপনি সত্যি সত্যি মিশনটির ব্যাপারে আগ্রহী নন?

: না।

: আপনি কি সমস্ত কাগজপত্র ভালোমতো দেখেছেন?

: দেখেছি বলেই বলছি। এটা অসম্ভব। ফোর্টনকে আক্রমণ করা মাত্রই জেনারেল ডোফার প্রেসিডেন্ট ব্যাটালিয়ানে খবর পৌঁছবে। এরা হেলিকপ্টার নিয়ে দশ মিনিটের ভেতর চলে আসতে পারবে। স্থলপথে আসতে ওদের লাগবে খুব বেশি হলে দেড় ঘণ্টা। ওদের রুখতে আমার দরকার পুরোপুরি একটা সৈন্যবাহিনী। আর্টিলারী সাপোর্ট।

জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন—দেড় ঘণ্টার মধ্যেই যদি কাজ সেরে আপনারা আকাশে উড়তে পারেন তাহলে কেমন হয়?

: কিভাবে উড়বো?

: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি একটা পুরোনো রানওয়ে আছে। সেখানে দেড় ঘণ্টার ভেতর একটা বিমান পাঠাতে পারি।

: রানওয়ে ফোর্টনক থেকে কত দূরে?

: পঞ্চাশ মাইলের কম। সত্তর কিলোমিটার।

: সম্ভব নয়। ডোফা নির্বোধ নয়। প্রথমেই সে রানওয়ে দখল করবার জন্যে সৈন্য পাঠাবে।

জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন—আপনাকে আমি যথেষ্ট সাহসী ভেবেছিলাম।

: আমি সাহসী। সাহসী মানেই কিন্তু নির্বোধ নয়। আচ্ছা আমি উঠি।

: একটু বসুন। এক মিনিট।

ফকনার বসলো। বিরক্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালো।

সিমসন কিছুই বলছেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলার কারণ ধরা যাচ্ছে না।

: এক মিনিট হয়ে গেছে, মি. সিমসন।

সিমসন নড়েচড়ে বসলেন। ভারি গলায় বললেন—মিশনটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আপনি না করলে অন্য কাউকে দিয়ে করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই, আপনি এটি পরিচালনা করুন। আপনার যতো রকম সাহায্য-সহযোগিতা দরকার আপনি সব পাবেন।

: আমরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গী-সাথীকে রাতের বেলা ফোর্টনকের পাঁচ মাইলের ভেতর নামিয়ে দেবো এবং বেরিয়ে আসবার জন্যে পুরোনো রানওয়েতে বিমান থাকবে। যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও আপনার প্রাপ্য টাকার পুরোটাই আপনাকে অগ্রিম দেয়া হবে। টাকার পরিমাণ শুনলে আপনার ভালো লাগবে।

: কতো টাকা?

: এক মিলিয়ন ইউএস ডলার। অনেক টাকা।

: এক মিলিয়ন ইউএস ডলার আমি একাই নেবো। আমার সঙ্গী-সাথীরা কি পাবে?

: ক'জন থাকবে আপনার দলে?

: তিনজন অফিসার। পাঁচজন এনসিও এবং পঞ্চাশজন কমান্ডো।

: এদের জন্যে কতো চান আপনি?

: দু'মিলিয়ন ইউএস ডলার।

: আমি রাজি আছি।

: আমি যে তিনজন অফিসার নেবো তাদের একজনের নাম জনাথন। এন্ড্রু জনাথন। সে শিকাগোতে আত্মগোপন করে আছে। আপনারা তাকে খুঁজে বের করবেন। এবং আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

সিমসন তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

: আমার দ্বিতীয় অফিসার ইউটার জেলে বন্দী। তাকেও আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

: তা কি করে সম্ভব। একজন কয়েদিকে বের করে আপনার সঙ্গে দেয়া চলে না। আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন।

: আমি আমার শর্তগুলির কথা বলছি। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার দলের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা আছে এমন একটি জায়গা দরকার। গামাল হাসিম নামে আরো একজন ব্যবসায়ী আমার প্রয়োজন। এবং...

: আপনার সব প্রয়োজনের কথাই আমি শুনতে রাজি আছি কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত এক কয়েদিকে এর জন্যে বের করে আনা যায় না।

: সিআইএ অনেক কিছু করতে পারে বলে শুনেছি।

: আপনি ভুল শুনেছেন।

: মোরাণ্ডায় আমি আমার দলবল নিয়ে এখনি নামতে পারি, যখন আমি জানবো ঐ কয়েদি আমার পাশে আছে।

: তার নাম কি?

: বেন ওয়াটসন।

: বেন ওয়াটসন জুনিয়র?

: হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রটি কি?

: এই প্রশ্ন কি অবান্তর নয় জেনারেল?

: হ্যাঁ, অবান্তর। একজন কয়েদিকে মিশনে পাঠানো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। শীতল স্বরে বললো—আমাকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন ঠিক সেভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করবেন, এটা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই?

: নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন।

জেনারেল সিমসন বেল টিপলেন। এবং যান্ত্রিক স্বরে বললেন—আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিদায়ের সময় জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কোমল স্বরে বললেন—ভালো থাকবেন মি. ফকনার।

প্লেনে ওঠার আগে আগে জেনারেল সিমসনের এডিসি তাঁর হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বললো—জেনারেল আপনাকে দিয়েছেন।

: কী আছে এর মধ্যে?

: আমি জানি না। জেনারেল বলেছেন কাগজপত্রগুলি মন দিয়ে পড়তে।

কাগজপত্র বিশেষ কিছু না। একটি চেক। যেখানে টাকার অঙ্ক লেখা নেই। এবং দুলাইনের একটি নোট।

"আমি বেন ওয়াটসনের ব্যাপারে চেষ্টা করছি।"

এন্ড্রু জনাথন

বয়স	: ৩৪
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি
ওজন	: একশ' পনেরো পাউণ্ড
চোখ	: নীল বর্ণ
চুল	: পিঙ্গল
জন্মস্থান	: ক্যানসাস সিটি

জনাথন লোকটি ছোটখাট। ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া তার চেহারায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাকে দেখলেই মনে হয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। দুর্বল এবং অসুস্থ একটি ভাব আছে তার মধ্যে। ইদানিং সে ডান পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। আর্থরাইটিসের প্রথম ইশারা হতে পারে। তাদের পরিবারের আর্থরাইটিসের ইতিহাস আছে।

লোকটি কথা বলে কম। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না। থাকে ওয়াশিংটনের পশ্চিমের একটা হোটেলে। মাসে একবার সিটি ব্যাংক থেকে পাঁচশ ত্রিশ ডলার নিয়ে এসে হোটেলের বিল মেটায়। মাসে দু'বার যায় সিঙ্গেলস ক্লাবে, উদ্দেশ্য—কোনো মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যায় কি-না। উদ্দেশ্য

সফল হয় না কোনো সময়ই। মেয়েরা তেতাল্লিশ বছরের কোনো মানুষের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করে না। তার চেয়েও বড় কথা—জনাথন নাচ জানে না। কাজেই কোনো মেয়েকে গিয়ে বলতে পারে না—তুমি কি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ নাচবে?

অবশ্যি তার সময় সে জন্যে যে খুব খারাপ কাটে তা নয়। সমুদ্রের পাড়ে প্রতিদিনই সে বেশ কিছুটা সময় কাটায়। কয়েকটা বিয়ার খায়। কোনো কোনো দিন মুভি দেখে তারপর ফিরে আসে নিজের ঘরে। প্রতি রাতেই তার ভালো ঘুম হয়। জীবন থেকে অবসর নেয়া একজন মানুষ। যার জীবনে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। উত্তেজনার প্রয়োজনও নেই।

একদিন দুপুর আড়াইটার দিকে এই লোকটি হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তার স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিলো। হোটেলের মালিক অবাক হয়ে বললো—অসময়ে চলে যাচ্ছেন?

জনাথন হাসলো।

: আবার আসবেন।

: আসবো। নিশ্চয় আসবো।

জনাথনের গায়ে একটি সামার কোট। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপী। হাতে রেক্সিনের একটি হ্যাণ্ডব্যাগ। সে হেঁটে হেঁটে গেল গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনে। স্যুটকেস বুক করলো নিউ অরলিংটনের ঠিকানায়।

ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে গেল ফ্লাওয়ার শপে। ফুলের দোকানের ছোট্ট মেয়েটিকে বললো — টকটকে লাল রঙের তিন ডজন গোলাপ দিতে পারো? সবচেয়ে বড় সাইজ। মেয়েটি হেসে বললো—বিশেষ কোনো উৎসব বুঝি?

: হ্যাঁ, খুব বড় উৎসব।

: তোড়া বানিয়ে দেবো?

: দাও।

: দাম কিন্তু অনেক পড়বে। এগুলি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।

: আমি ক্যাশ পেমেন্ট করবো। দামের জন্যে অসুবিধা নেই।

: তুমি নিজেই নিয়ে যাবে?

: হ্যাঁ, আমি নিজেই নিয়ে যাবো।

জনাথন কয়েক মুহূর্তে চুপ থেকে বললো—ফুলের সঙ্গে আর কি দেয়া যায় বল তো?

: কাকে দিচ্ছো?

: তা বলা যাবে না।

: আমার মনে হয় ফুলগুলিই যথেষ্ট। চমৎকার ফুল। আমাকে কেউ কোনোদিন এতগুলি ফুল একসঙ্গে দেয় নি।

জনাথন চলে গেল ফলের দোকানে। এক ঝুড়ি আপেল কিনলো। টকটকে লাল রঙের আপেল। বড় সুন্দর।

ফুল এবং ফলের ঝুড়ি হাতে সে বেলা চারটার দিকে সমুদ্রের পাড়ে উপস্থিত হলো। এই জায়গাটি তার খুব ভালো চেনা। গত ছ'মাসে প্রতিদিন একবার করে এখানে এসেছে। চষে বেড়িয়েছে চারদিক। এটা কি উদ্দেশ্যমূলক ছিল? হয়তো বা। জনাথনের চোখে-মুখে এখন আর আগের আলস্য নেই। চোখ ঝকঝক করছে। ঈগল পাখির দৃষ্টি। সে এগিয়ে গেলো সাউথ পয়েন্ট টার্মিনালে। বেশ কয়েকটি শখের প্রমোদ তরী ভিড় করে আছে। সুন্দর সুন্দর নাম—সুইট সিক্সটিন, দি ড্রিম, দি রেড রিবন। এরা সন্ধ্যার আগে আগে ছেড়ে যাবে। রাত দশটা-এগারোটার দিকে ফিরে আসবে।

জনাথন যে প্রমোদ তরীটির কাছে এসে দাঁড়ালো তার নাম—দি ফার ইস্ট। চমৎকার দোতলা একটি ছিমছাম জলযান। ধবধবে সাদা রঙ। নীল জলের সঙ্গে এতো চমৎকার মানিয়েছে!

: এখানে কি পল ভিন্তানি আছেন?

: কেন?

: আমার একটু প্রয়োজন ছিল।

: কি প্রয়োজন?

: আমি তার জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছিলাম।

জনাথন তার উপহার দেখালো এবং বিনীত ভঙ্গিতে হাসলো। মৃদুস্বরে বললো—এক সময় তাঁর উপহার পেয়েছিলাম, সেই জন্যে আসা।

: উপহার আমার কাছে দাও, নিয়ে যাচ্ছি। নাম কি বল? পল ভিন্তানিকে বলবো।

: আমি একজন অভাজন ব্যক্তি। নাম বললে চিনতে পারবেন না। দেখলে হয়তো চিনতে পারতেন।

: না, তুমি যেতে পারবে না। নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে।

: আপনি আমাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখুন।

: দেখাদেখির দরকার নেই। দাও, উপহারগুলি দাও। কি নাম বলবো?

: নাম বলতে হবে না। বলবেন, একজন দরিদ্র ভক্ত।

লোকটি ফুল এবং আপেল নিয়ে চলে গেল। জনাথন হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো নিচে। তার মনে ক্ষীণ আসা—এক্ষুনি তার ডাক পড়বে। এতগুলি চমৎকার ফুল কে দিয়েছে, কি জন্যে দিয়েছে, এটা জানার আগ্রহ সবারই হবে। পল ভিন্তানিরও হওয়া উচিত।

এবং তাই হলো, জনাথনকে ভেতরে যেতে বলা হলো।

পল ভিন্তানির বয়স ত্রিশের কম। কিন্তু দেখাচ্ছে চল্লিশের মতো। তার কোমর জড়িয়ে যে মেয়েটি বসে আছে, তার বয়স সতেরোর বেশি হবে না। এমন একজন রূপসী মেয়েকে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। পল ভিন্তানি প্রচুর মদ্যপানের কারণে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। কথা বললো মেয়েটি, এতো চমৎকার গোলাপগুরি তুমি পলকে দিয়েছ? জনাথন বিনয়ে মাথা নিচু করে ফেললো।

: এতো সুন্দর ফুল দিতে হয় প্রেমিকাকে। তোমার বোধহয় প্রেমিকা নেই।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। সেও মনে হয় নেশাগ্রস্ত।

ভিন্তানি থেমে থেমে বললো—তোমাকে চিনতে পারছি না।

: আমার নাম জনাথন।

: জনাথন ফুলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন যেতে পারো। আর তোমার যদি কোনো আবদার থাকে পরে এসে বলবে। কিছু একটা তোমার মনে আছে। বিনা কারণে কেউ ফুল দেয় না। হা-হা-হা-।

ভিন্তানি হাতের ইশারা করে জনাথনকে চলে যেতে বললো। জনাথন একটু পিছিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিলো।

: ভিন্তানি, আমাকে তোমার চেনার কথা। আমার নাম এণ্ড্রু জনাথন। জার্মানিতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে এতো সহজে ভুলে যাওয়া ঠিক না।

ভিন্তানির নেশা কেটে যেতে শুরু করলো। মেয়েটি তাকাচ্ছে অবাক হয়ে। সে উঠে দাঁড়াবে কি দাঁড়বে না ঠিক করে উঠতে পারছে না। জনাথন মেয়েটিকে ঠাণ্ডা গলায় বললো—নড়াচড়া করবে না। কোনো রকম সাড়াশব্দও করবে না। আমার সঙ্গে একটি লুগার থারটি সিক্স পিস্তল আছে। পিস্তল চালনায় আমার দক্ষতা তোমার বন্ধু মি. ভিন্তানি ভালোই জানেন। তাই না মি. ভিন্তানি? ভিন্তানি শুকনো গলায় বললো—তুমি কি চাও?

: তেমন কিছু চাই না। আমি কিছু কোকেন এনেছি তোমার জন্যে। এইটি তুমি আমার সামনে খাবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। এটা আমার অনেক দিনের শখ।

ভিন্তানির নেশা পুরোপুরি কেটে গেল। তার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। জনাথন তার সামার কোটের পকেট থেকে পিস্তলটি বের করলো। ছোট্ট ছিমছাম একটি জিনিস।

ভিন্তানি টেনে টেনে বললো—জনাথন, তুমি জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের হতে পারবে না।

: তোমার মতো জীবনের প্রতি আমার মোহ নেই। বের হতে না পারলেও ক্ষতি নেই। খেতে শুরু করো। পিস্তলের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কোকেন খেয়ে মরা ভালো। এতে কষ্ট কম হয় বলে আমার ধারণা।

জনাথন তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। যেন কিছুই হয় নি। ভিন্তানি খেতে শুরু করলো। তার চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসছে। চাপা একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে মুখ থেকে।

মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জনাথনের দিকে। অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি সে নিজের চোখের সামনেই দেখছে তবু স্বীকার করতে পারছে না।

জনাথন বললো—তোমার মতো এমন রূপসী একটি মেয়ের তো খুব ভালো ছেলেবন্ধু পাওয়ার কথা। এর সঙ্গে লেপ্টে আছ কেন?

মেয়েটি জবাব দিলো না। জনাথন বললো—কি নাম তোমার?

: এলেনা।

: এলেনা! তোমার বন্ধুর মৃত্যু হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। তবু একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হওয়া ভালো।

এলেনা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো। জনাথন বললো—শুভ সন্ধ্যা, এলেনা।

জনাথন নির্বিঘ্নে নিচে নেমে এলো। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না। সে মুখে একটি বিনীত হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

তাঁর খোঁজ পড়লো পঁত্রিশ মিনিট পর। ওয়েস্ট কোস্টের মাফিয়া বস এত্তেনার বড় ছেলে পল ভিন্তানি মারা গেছে। খবর ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মতো।

এণ্ড্রু জনাথন মিলিয়ে গেছে হাওয়ার মতো। এত্তেনা ঠাণ্ডা গলায় বললো, বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একে আমি চাই। সে এ শহরেই আছে। এবং সে কোনো জাদুমন্ত্র জানে না।

এত্তেনা মাফিয়াদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখবার ব্যবস্থা করলো। তারা নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শহর থেকে বের হবার সমস্ত পথ সিল করে দিলো। মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘের গুহায় ঢুকে কেউ বাঘের বাচ্চা মেরে যেতে পারে না। বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে গেলো। এণ্ড্রু জনাথন ধরা পড়লো না। শিকাগো মাফিয়াদের একটি প্রধান শাখা থেকে বিপুল সাহায্য এসে উপস্থিত হলো। শহরকে বন্ধ করা হবে। চিরুনির মতো এলাকটিতে আঁচড়ানো হবে। একটি মাছিও যেন যেতে না পারে। জনাথন তো একজন জলজ্যান্ত মানুষ।

শহরকে ঘিরে একটি কাল্পনিক বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। সেই বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু জনাথনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চম দিনে এত্তেনা একটি টেলিফোন কল পেলো। জেনারেল সিমসন লং ডিসটেন্স কল করেছেন। তাদের কথাবার্তা হলো এরকম—

সিমসন : আমাকে চিনতে পারছেন তো?

এত্তেনা : পারছি। বয়স হয়েছে, স্মৃতি দুর্বল। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি।

সিমসন : আপনার পারিবারিক দুঃসংবাদের খবরে দুঃখিত হলাম।

এত্তেনা : ধন্যবাদ। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিমসন : শুনলাম, এণ্ড্রু জনাথন এখনো ধরা পড়ে নি।

এত্তেনা : না। তবে ধরা পড়বে। সময় হয়ে এসেছে। আপনি শিকাগো শহরে একটি সূঁচ ফেলে রাখুন, আমি খুঁজে বের করে দেবো। সেই ক্ষমতা আমার আছে। আশা করি স্বীকার করবেন।

সিমসন : আমি একটি বিশেষ কারণে আপনাকে টেলিফোন করেছি।

এত্তেনা : কারণ ছাড়া আপনাদের মতো মানুষ আমাদের খোঁজ করবেন না, তা আমি জানি। কারণটি বলুন।

সিমসন : এণ্ড্রু জনাথনকে আমাদের প্রয়োজন। অত্যন্ত প্রয়োজন।

এত্তেন : (নীরব)

সিমসন : আপনি আপনার দলের সবাইকে উঠিয়ে নেবেন।

এত্তেনা : (নীরব)

সিমসন : এণ্ড্রু জনাথনকে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আপনার কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চাই।

এত্তেনা : তা সম্ভব নয়।

সিমসন : আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বলে জানতাম।

এত্তেনা : (নীরব)

সিমসন : আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাকে জানাবেন। হ্যাঁ কিংবা না।

জেনারেল সিমসন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। এবং এক ঘন্টা পর ফকনারকে টেলিফোনে জানালেন, এণ্ড্রু জনাথনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাকে আগামীকাল ভোরে পৌঁছে দেয়া হবে।

: খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় নি তো?

: না, তেমন হয় নি।

: বেন ওয়াটসন জুনিয়রকে কবে পাবো?

: বলতে পারছি না।

: পাবো তো?

সিমসন জবাব দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে বেন ওয়াটসনকে ডেকে তোলা হলো। কারারক্ষী বললো—জেল ওয়ার্ডেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বিশেষ প্রয়োজন। বেন ওয়াটসন গম্ভীর হয়ে রইলো, কিছু বললো না।

: আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

: তাঁর সঙ্গে আমার এমন কোনো জরুরি কথা থাকতে পারে না যে আমাকে রাতদুপুরে তাঁর কাছে যেতে হবে।

: আপনাকে যেতে হবে দয়া করে তর্ক করবেন না।

বেনা ওয়াটসন উঠে পড়লো। প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটি মানুষ। আড়াইশ'-তিনশ' পাউণ্ড ওজন—যে কারণে তাকে রোগা দেখায়। এর চোখ দুটি বড় বড় এবং আশ্চর্য রকমের কালো। চোখের দিকে তাকালে এই মানুষটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তারা এই ভুল করে না।

: মিঃ বেন ওয়াটসন!

: হ্যাঁ।

: কফি খাবেন?

: দুপুর রাতে আমি কফি খাই না।

: লম্বা একটি জার্নি করবেন। গরম কফির কথা সে জন্যেই বলছি।

ওয়াটসন তাকিয়ে রইলো।

: আপনি রওনা হবেন খুব শিগগিরই।

: কোথায়?

: মিসিসিপি পেনিটেনশিয়ারী।

: কারণ?

: আমি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদেশে এ কাজ করছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্তাব্যক্তি আছে। এদের একজন আপনার সঙ্গে যাবেন।

: আমি এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা জানা ছিল না।

: আমার নিজেরও জানা ছিল না। সিগারেট নিন।

: আমি সিগারেট খাই না।

: কফি? কফির কথা বলবো?

: একবার তো বলেছি, রাতদুপুরে আমি কফি খাই না।

ওয়ার্ডেন সিগারেট ধরালেন। তাঁর চোখ কৌতূহলে চিকমিক করছে।

: মিঃ ওয়াটসন!

: বলুন।

: আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে আর্মার্ড গাড়িতে। মাঝপথে গাড়ি ভেঙে আপনি পালাবেন।

: তার মানে?

: মানে খুব সহজ, মি. ওয়াটসন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট চাচ্ছে আপনি পালিয়ে একটি বিশেষ মানুষের কাছে যাবেন। কাজেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে যাতে আপনি তা করতে পারেন।

: স্টেট ডিপার্টমেন্টের হাতে এতোটা ক্ষমতা আমার জানা ছিল না।

: আমার নিজেরও জানা ছিল না মি. ওয়াটসন।

বেন চুপ করে রইলো। সে কথাবার্তা খুব কম বলে। তার ওপর তার ঘুম পাচ্ছে। ওয়ার্ডেন নিচু গলায় বললো, যে লোকটির সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে তার নাম তো জানতে চাইলেন না।

: নাম অনুমান করতে পারছি—ফকনার। একমাত্র ফকনারের মাথায়ই এ জাতীয় পরিকল্পনা খেলে।

: উনি কি আপনার বন্ধু?

: আমাদের দুজনারই কোনো বন্ধু নেই। তিনটা বাজছে, এখন কি রওনা হবো?

: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পেনিটেনশিয়ারীর আর্মার্ড ভেহিকেল ছুটে চলেছে হাইওয়ে ফিফটি নাইন দিয়ে। অন্ধকারে বেন ওয়াটসন বসে আছে চুপচাপ। একজন অল্পবয়স্ক নার্ভাস ধরনের যুবক পরিকল্পনাটি তাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে। বেন ওয়াটসনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না সে কিছু শুনছে। তরুণটি মৃদুস্বরে বললো—আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

: না।

: আমি কি আবার গোড়া থেকে বলবো?

: না। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন ঘুমুবো। সময় হলে আমাকে ডেকে তুলবেন। তরুণটি চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন ওয়াটসন নাক ডাকতে লাগলো। তরুণটি বিড়বিড় করে নিজের মনে কি যেন বললো। একা একা বসে থাকতে তার কেমন জানি ভয় করছে। গাড়ির ভেতরটা বড় অন্ধকার। এখান থেকে বাইরে কি হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। তার চেয়েও বড় কথা—অদ্ভুত এক মানুষ তার সহযাত্রী। সে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তরুণটি খুকখুক করে কাশতে লাগল।

এ ধরনের একটি বাড়ি ফকনার আশা করে নি। টিলার ওপর চমৎকার বাংলো। টালীর ছাদ। পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় ফুলের বাগান করা হয়েছে। বিচিত্র বর্ণের কসমস ফুটেছে বাগানে। একটি বগেনভিলিয়া উঠে গেছে টালীর ছাদে। তার পাতা নীলচে। সবকিছু মিলিয়ে একটি অদেখা স্বপ্ন।

ঠিকানা ভুল হয় নি তো? ফকনার ঠিকানা যাচাই করবার জন্যে একটি নোটবই খুললো—একটি ছেলে বেরিয়ে এলো তখন। ছ'-সাত বছর বয়স। অত্যন্ত রুগ্ন। এরকম একটি রুগ্ন শিশুকে এ বাড়িতে মানায় না। ফকনার বললো—হ্যালো।

ছেলেটি তার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেললো। এর মানে এ বাড়িতে লোকজন বিশেষ আসে না। সে কারণেই অচেনা মানুষ দেখে ছেলেটি হাসছে। ফকনার ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বললো—কেমন আছো তুমি?

: ভালো আছি।

: এরকম চমৎকার একটি সকালে খারাপ থাকা খুব মুশকিল, তাই না?

: হ্যাঁ।

: নাম কি তোমার?

: রবার্ট।

: হ্যালো রবার্ট।

: হ্যালো।

: আমি কি আসতে পারি তোমাদের বাগানে?

: হ্যাঁ, পারো।

: আমার নাম ফকনার।

ফকনার ভেতরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে দিলো—ছেলেটি এগিয়ে দিলো তার ছোট্ট হাত।

: এখন থেকে আমরা দুজন বন্ধু হলাম, কি বল রবার্ট?

: হ্যাঁ, বন্ধু হলাম।

: এখন বলো, মি. রবিনসন তোমার কে হন?

: আমার দাদা।

: আমি সেরকমই ভাবছিলাম। রবিনসন কি আছে?

: আছে।

: কি করছে?

: ব্যায়াম করছে।

ফকনার স্বস্তিবোধ করলো। ব্যায়াম-ট্যায়াম করছে যখন তখন ধরে নেয়া যেতে পারে শরীরের প্রতি নজর আছে।

: দাদাকে ডেকে দেবো?

: আমার এমন কিছু তাড়া নেই। আমি বরং তোমার সঙ্গেই কিছুক্ষণ গল্প করি। এ বাড়িতে তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে থাকে?

: আমরা দু'জনই শুধু থাকি।

: তোমার বাবা-মা?

: বাবা মারা গেছেন। মা'র বিয়ে হয়ে গেছে। থ্যাংকস গিভিংয়ের সময় আমি মা'র কাছে যাই।

: বাহ্, চমৎকার। খুব মজা হয়?

: হয়, এবার ক্রীসমাসে মা আমাদের এখানে আসবে। মা'র সঙ্গে আসবে পলিন।

: পলিন কে?

: পলিন আমার সৎবোন। ভীষণ পাজি।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। আর খুব মিথ্যাবাদী।

: বল কি!

: হ্যাঁ।

: যতি আসে তাহলে তো বড্ড মুশকিল হবে।

: না, হবে না। ও আমার খুব ভালো বন্ধু।

: আচ্ছা।

: পলিন খুব ভালো মেয়ে।

: কি, একটু আগে বলেছো সে পাজি?

: পাজি, কিন্তু ভালো মেয়ে। মাঝে মাঝে পাজিরাও ভালো হয়।

ফকনার শব্দ করে হেসে উঠলো। বহুদিন এমন প্রাণ খুলে হাসে নি।

হাসি থামাতেই চোখে পড়ল বারান্দায় গম্ভীর মুখে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে। রোগা লম্বা একটি মানুষ। চোখে স্টীল রীমের চশমা। সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক।

ক্লাসে ফিলসফি বা সমাজতত্ত্ব পড়ান। ফকনার হাত নাড়লো। রবিনসন তার কোনো উত্তর দিলো না। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। যেন সে কিছু আশঙ্কা করছে।

: কেমন আছো রবিনসন?

: ভালো।

: তোমার নাতির সঙ্গে কথা বলছিলাম, চমৎকার ছেলে। তোমার নাতি আছে জানতাম না।

রবিনসন জবাব দিলো না।

: এই বাড়িটি নিজের না-কি?

: হ্যাঁ।

: নগদ পয়সায় কিনেছ না মর্টগেজড?

: মর্টগেজড।

: এমন গম্ভীর হয়ে আছো কেন? মনে হচ্ছে আমাকে দেখে খুশি হও নি।

: না, হই নি।

: পুরানো দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে একটু সহজ হতে পারো।

: তোমার সঙ্গে আমার কখনো বন্ধুত্ব ছিল না।

: চশমা নিয়েছো দেখছি।

: বয়স হচ্ছে। ইন্দ্রিয় দুর্বল হচ্ছে।

: হতাশাগ্রস্থের মতো কথা বলছো রবিনসন।

: হতাশাগ্রস্থের মতো না। স্বাভাবিক একজন মানুষের মতোই কথা বলছি।

: শরীর কিন্তু ভালোই আছে। এবং তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না, সাদা চুলে তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আইনস্টাইনের মতো লাগছে।

: ধন্যবাদ।

: আমি কি নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বললে পারি?

: পারো।

: ব্রেকফাস্ট করে আসি নি। ব্যবস্থা করা যাবে?

: যাবে।

ফকনার শিস্ দিতে লাগলো। সে শিসের ভেতর কোনো একটা গানের সুর ভাঁজবার চেষ্টা করছে এবং লক্ষ্য করছে রবার্টকে। ছেলেটি নিজের মনে কথা বলছে এবং একা একা হাঁটছে। হাঁটছে দুর্বলভাবে, যেন পায়ে তেমন জোর নেই। পলিও না-কি? ফকনার সিগারেট ধরালো। সিগারেট খুব বেশি

খাওয়া হচ্ছে। রবিনসন গিয়েছে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে। এতো সময় লাগাচ্ছে কেন? রাজকীয় কোন ব্যবস্থা না—কি?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ফকনার হালকা গলায় বললো—এই বাড়ি কতো টাকায় মর্টগেজড?

: ত্রিশ হাজার ডলার।

: কতো বছরে দিতে হবে?

: কুড়ি বছর।

: তোমার রোজগারপাতি কি?

: তেমন কিছু না।

: কিছু করছো না?

: করছি।

: বছরে কতো আসে?

: খুবই সামান্য। বলার মতো কিছু না।

: দুঃসময় যাচ্ছে?

রবিনসন জবাব দিলো না। ফকনার তার স্বভাবসুলভ সহজ ভঙ্গিতে বললো—আমি তোমার জন্যে একটি চেক নিয়ে এসেছি। এ দিয়ে মর্টগেজের পুরো টাকাটা দেয়া যাবে এবং কাজ শেষ হলে তুমি সমান পরিমাণ টাকা পাবে। বাকি জীবন হেসে-খেয়ে চলে যাবার কথা।

রবিনসন চুপ করে রইলো।

: কাজটা কি জানতে চাও না?

: না। কারণ আমি অবসর নিয়েছি। বাকি যে ক'টা দিন বাঁচবো রবার্টের সঙ্গে থাকতে চাই।

: বেঁচে থাকার জন্যেই তো টাকার প্রয়োজন। তুমি আমার জন্যে যে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলে তা দেখে মনে হয় তোমার ঝুড়ি ফুটো হয়ে গেছে।

: ফকনার, আমি অবসর নিয়েছি।

: মানুষ অবসর নেয় একবারই—যখন মারা যায়। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

: কিন্তু আমার তোমাকে দরকার নেই। আমার দরকার রবার্টকে। ওর কেউ নেই। আমি ওর অভিভাবক।

ফকনার হেসে উঠল।

: হাসছো কেন?

: তোমার কথা শুনে। তুমি বললে, তুমি তার অভিভাবক। কপর্দকহীন একজন অভিভাবকের ওর কোনো প্রয়োজন নেই। ওর প্রয়োজন ডলারের। ডলারের মতো বড় অভিভাবক এখনো তৈরি হয় নি।

: আমি তোমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে যেতে চাচ্ছি না।

: চাচ্ছ না, কারণ তোমার কাছে তেমন কোনো যুক্তি নেই।

: ফকনার, তুমি এখন যেতে পারো।

ফকনার উঠলো না। নরম গলায় বললো—রবিনসন, আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। এই মিশনটির ওপর আমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। প্ল্যানটি তোমাকে করে দিতে হবে। প্লীজ।

: অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলো ফকনার। গান-বাজনায় তোমার কি এখনো আগের উৎসাহ আছে?

ফকনার দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলো। ছোট্ট ছেলেটি দিব্যি নিজের মনে ঘুরছে। বকবক করছে। কি বলছে সে? ফকনারের ইচ্ছা হলো ছেলেটির কথা শুনতে।

: ফকনার, আমার একটু কাজ আছে।

: উঠতে বলছো?

: হ্যাঁ।

: আমি একটি খসড়া পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটা একটু দেখবে?

: না। আমি দুঃখিত ফকনার।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট ছেলেটি বললো, চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

: আর আসবে না?

: খুব সম্ভব না?

রবিনসন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ফকনার বললো, তোমার নাতিটি চমৎকার।

: ও ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি ছাড়া ওরও কেউ নেই।

ফকনার হাসলো। হালকা স্বরে বললো—একমাত্র আমারই কোনো পিছুটান নেই। একেকবার মনে হয়, এরকম একটা পিছুটান থাকলে বোধহয় ভালোই হতো। আচ্ছা, চললাম।

রবিনসন দেখলো, লম্বা লম্বা পা ফেলে ফকনার নেমে যাচ্ছে। ক্লান্ত মানুষের হাঁটার ভঙ্গি। হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। এর সত্যি কোনো পিছুটান নেই। মায়া-মমতাও বোধহয় নেই। না-কি আছে?

প্রায় দশ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো। ব্রাজিলে বড় ধরনের একটা অপারেশন। হার্ভি ফকনার দলপতি। ঠিক করা হলো, আহতদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আহতদের ফেলে আসা হবে। উপায় নেই এ

ছাড়া। কিন্তু হার্ভি ফকনার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। আহত রবিনসনকে পিঠে ঝুলিয়ে একুশ কিলোমিটার দৌড়ে ফিরে এলো মূল ঘাঁটিতে।

রবিনসন আজ সারাক্ষণ ভাবছিল, ফকনার পুরোনো ঘটনাটি তুলে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। কিন্তু সে তা করে নি।

রবিনসন দেখলো, ফকনার বড় রাস্তায় নেমে গেছে। এবং দীর্ঘ সময়ে একবারও পেছনে ফেরে নি। আশ্চর্য লোক। রবিনসন উঁচু গলায় ডাকলো—ফকনার, ফকনার।

ফকনার ফিরে তাকালো।

: তোমার খসড়া পরিকল্পনা দেখতে চাই। ফকনার দাঁড়িয়ে আছে, যেন রবিনসনের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

রবিনসনের হঠাৎ দারুণ মন খারাপ হলো। সে নিশ্চিত জানে, এই মিশন থেকে সবাই বেঁচে ফিরে আসবে, শুধু সে ফিরবে না। এসব জিনিস টের পাওয়া যায়। মৃত্যু খুবই গোপনে রক্তের সঙ্গে কথা বলে। ফকনার পাহাড়ী ছাগলের মতো তরতর করে উঠে আসছে। রবার্ট অবাক হয়ে দেখছে। এক সময় সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। শিশুরা মাঝে মাঝে অকারণেই উল্লসিত হয়।

গামাল হাসিম লোকটি স্বল্পভাষী।

দুর্বল এবং কাহিল এক মানুষ। এই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে দেখে মনেই হয় না তিনি কোনো কাজ ঠিকভাবে শেষ করতে পারবেন।

বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। কানে ভালো শুনতে না পাওয়ার জন্যে ইদানিং তাঁকে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতে হচ্ছে। দু'মাস আগে বাঁ চোখে ক্যাটারেক্ট অপারেশন হয়েছে। অপারেশন ঠিকমতো হয় নি কিংবা কিছু একটা হয়েছে যার জন্যে এখন তিনি বাঁ চোখে কিছুই দেখেন না। দু'তিন সপ্তাহ ধরে ডান চোখে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সারাক্ষণই চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

তাঁর কথাবার্তা অবশ্যি খুবই পরিষ্কার। নিখুঁত আমেরিকান একসেন্টে ইংরেজি বলেন। অস্ত্রের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানও চমৎকার।

ফকনার বললো—আমাকে চিনতে পারছেন তো? আগে একবার আপনি অস্ত্র দিয়েছিলেন। এগারোটি ফরাসি সাব-মেশিনগান আপনার কাছ থেকে কিনেছিলাম। এস এল টুয়েন্টি। আমার নাম ফকনার। হার্ভি ফকনার।

: আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার কাউকে দেখলে সাধারণত ভুলি না। এখন বলুন, কি করতে পারি আমি।

: পঞ্চাশজন কমাণ্ডোর একটি দলকে আপনি অস্ত্র সরবরাহ করবেন।

: মিশনটি কি ধরনের?

: ছোট মিশন, কিন্তু বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা সামনে রেখেই আমাদের তৈরি হতে হবে।

: আপনি ঠিক কি চান পরিষ্কার করে বলুন।

: আমার দলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে দশজন কমাণ্ডো। এরা সবাই নামবে প্যারাসুটের সাহায্যে। এদেরকে সাতদিন টিকে থাকার মতো সাজসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে।

: বলুন, আমি শুনছি। থামবেন না।

: প্রতিটি ভাগে থাকবে দুটি লাইট মেশিনগান, সাতটি রাইফেল এবং একটি অ্যাসল্ট উইপন। গ্রেনেড, পিস্তলও থাকবে সবার সঙ্গে।

গামাল হাসিম চোখ মিটমিট করে একবার তাকালেন। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

: আমাদের অস্ত্রগুলি যেমন ধরুন A-K7.62 হলে ভালো হয়।

গামাল হাসিম শীতল গলায় বললেন—A.K-7.62 এবং RPD লাইট মেশিনগান এ দুয়ের মিলন ভালোই হবে। এদের সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে—দু'টিতে একই গুলী ব্যবহার করা যায়।

: ঠিক আছে, তাই করুন।

: অ্যামুনিশান কি পরিমাণ চাই?

: যাদের কাছে থাকবে A.K-7.62 তারা প্রত্যেকেই দশটি করে ম্যাগাজিন পাবে। এছাড়াও থাকবে বাড়তি একশ' রাউণ্ড গুলী। সেগুলি থাকবে বেনডোলিয়ায় বেল্টে।

: বেশ, এবার বলুন RPD লাইট মেশিনগানের জন্যে কি পরিমাণ গুলী চান?

: প্রতিটি সাব-মেশিনগানের সঙ্গে পাঁচ রাউণ্ডের চারটি কনটেইনার। এ ছাড়া তিনজন কমাণ্ডো যে পরিমাণ গুলীর বেল্ট নিতে পারে সে পরিমাণ বেল্ট।

: আমার মনে হয় আপনার দলে অন্তত কয়েকটি রকেট লঞ্চার থাকা দরকার।

: ঠিকই বলেছেন। তিনটি RPG-2 রকেট লঞ্চার। প্রতিটির সঙ্গে চারটি রকেটের একটি প্যাকেট।

: গ্রেনেড কি পরিমাণ চান?

: সবার সঙ্গে থাকবে চারটি করে গ্রেনেড। এবং আটচল্লিশ ঘন্টার রসদ। আমেরিকান হেলমেট। আমেরিকান T-10 প্যারাসুট। দেয়া যাবে?

: নিশ্চয়ই দেয়া যাবে। আমার মনে হয় অন্তত একটি ভারী অস্ত্র আপনাদের থাকা উচিত। যেমন ধরুন জার্মানির তৈরি PINTER-301, চমৎকার জিনিস। কিংবা ফ্রেঞ্চদের তৈরি ম্যাট মাইন মিলিমিটার।

: ভারী কিছুই নেয় যাবে না।

: এটা ভারী নয়, ওজন বারো পাউণ্ড। বিপদে কাজে লাগবে। দুটি অন্তত নিন।

: ঠিক আছে, দুটি PINTER-301.

: আরেকটি মডেল আছে PINTER-308. এর থ্রাস্ট খুব বেশি, তবে ওজনও বেশি।

: আপনি 301-ই দিন।

: ঠিক আছে।

ফকনার সিগারেট ধরালো। মৃদুস্বরে বললো—আপনি ধূমপান করবেন কি?

: না।

: কোনো রকম পানীয়? ভালো হুইস্কি আছে।

: আমি মদ্যপান করি না। আপনার আর কি প্রয়োজন বলুন।

: আমার কিছু ক্যামিকেল উইপনস দরকার।

: কি জাতীয়?

: যেমন ধরুন, এমন কোনো বাষ্প যা অল্প জায়গায় কাজ করে। কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বা ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

: এনিথল জাতীয় বোমা দেয়া যাবে।

: বোমা ফাটার পর কাজ শুরু হতে কতক্ষণ লাগবে?

: পাঁচ থেকে দশ মিনিট।

: এতো সময় নেই আমার হাতে। আরো দ্রুত কাজ এমন কিছু বলুন।

: সেসব ক্যামিকেল উইপনস ভয়াবহ হবে। নার্ভাস সিস্টেম কাজ করবে। ঘুম পাড়িয়ে দেবে কিন্তু সে ঘুম ভাঙবে না। রাজি আছেন?

: রাজি আছি।

ফকনার বললো—কাগজে লিখে নিলে হতো না? আপনার হয়তো মনে থাকবে না।

গামাল হাসিম মৃদুস্বরে বললেন—আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখতে চান?

: না। আমি বিশ্বাস করছি।

ফকনার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলো। গামাল হাসিম বললেন—এখন বলুন কতদিনের ভেতর চান?

: দশ দিন।

: কি বললেন?

: দশ দিন। অস্ত্রগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে। ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

: দশ দিনে দেয়া সম্ভব নয়। আমার কোনো গুদাম ঘর নেই। আমাকে সব জিনিস যোগাড় করতে হয়।

: কতো দিনের ভেতর দিতে পারবেন?

: আমাকে দু'মাস সময় দিতে হবে। এর কমে সম্ভব নয়। আমি তো জাদুকর নই মি. ফকনার।

ফকনার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। গামাল হাসিম বললেন—আমি কি উঠতে পারি? ফকনার বললো—অস্ত্রের জন্যে আপনার যে টাকা পাওনা হবে, আমি তার তিনগুণ টাকা দেবো।

: তিনগুণ কেন, দশগুণ দিলেও লাভ হবে না। আমি তো আপনাকে বলেছি মি. ফকনার, আমি জাদুকর নই। আমি এখন উঠবো।

: এক মিনিট দাঁড়ান। আপনি কি জেনারেল সিমসনকে চেনেন?

: ব্যক্তিগত পরিচয় নেই কিন্তু তাঁকে না চেনার কোনো কারণ নেই। তাঁকে ভালোই চিনি।

: তিনি যদি আপনাকে বলেন, দশ দিনের ভেতর মালামাল পৌঁছে দিতে, আপনি কি করবেন? না বলবেন?

গামাল হাসিম চুপ করে থাকলেন। ফকনার বললেন—জেনারেল সিমসন আজ রাতের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

গামাল হাসিম শীতল স্বরে বললো—আপনাদের কবে দরকার?

: দশ দিনের ভেতর দরকার। আগে বেশ কয়েকবার বলেছি।

: ঠিক আছে, পৌঁছানো হবে। তিনগুণ দাম দিতে হবে। পৌঁছানোর খরচ দিতে হবে।

: দেয়া হবে।

: সব টাকাই দিতে হবে অগ্রিম।

: দেয়া হবে।

: কাল ভোরে কি আপনি একবার আসতে পারবেন?

: ক'টায়?

: ভোর ছ'টায়। অস্ত্রের তালিকাটি সম্পূর্ণ করবো। আপনাকে রাশিয়ান ব্যানানা রাইফেলের নমুনা দেখাবো।

: ঠিক আছে, দেখা হবে ভোর ছ'টায়।

: শুভরাত্রি।

: শুভরাত্রি।

পঞ্চাশজনকে রিক্রুট করার দায় পড়েছে বেন ওয়াটসনের ওপর। ঘোষণা দেয়া হয়েছিল—পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর হতে হবে। কিন্তু উৎসাহীদের বয়সের সীমা দেখা গেল সতেরো থেকে ষাটের মধ্যে এবং অনেকেরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। মাত্র একুশ দিনে এদের তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব। জগতের অসম্ভব কাজগুলির প্রতি বেন ওয়াটসনের একটা ঝোঁক আছে।

রিক্রুটমেন্ট শুরু হলো সকাল থেকে। একেকজন এসে ঢোকে আর বেন তার দিকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন কিছুই নয়। শুধু তাকিয়ে থাকা। যাদের পছন্দ হয় তাদেরকে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় এবং ড্রিল হয়। দ্বিতীয় বাছাই পর্বটি হয় সেখানে। সেটিই চূড়ান্ত বাছাই। নমুনা দেয়া যাক।

: কি নাম?

: রিক ব্রেগার।

: বয়স?

: তেত্রিশ।

: মিশনে কেন যেতে চাও?

: টাকার জন্যে।

: শুধুই টাকার জন্যে?

: হ্যাঁ।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট। লেফট রাইট, লেফট। লেফট রাইট, লেফট। কুইক মার্চ। লেফট রাইট, লেফট। লেফট, লেফট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন। স্ট্যান্ড এট ইজি। শুধুই টাকার জন্যে যেতে চাও?

: হ্যাঁ।

: টাকার এতো প্রয়োজন কেন?

: ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। পছন্দমতো কাজকর্ম পাচ্ছি না। নগদ কিছু টাকা হলে ভালো হবে।

: গুড। কোন্ সেকশন?

: আর্টিলারী।

: সিলেক্টেড। রাত আটটার মধ্যে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিপোর্ট করবে।

: ঠিক আছে, স্যার।

: যাবার আগে কন্ট্রাক্ট ফরম সই করবে। মারা গেলে টাকা কে পাবে সে দলিল দরকার।

: ঠিক আছে, স্যার।

: ওকে, ক্লিয়ার আউট। নেক্সট।

: কি জন্যে যেতে চাও?

: অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে।

: শুধুই অ্যাডভেঞ্চার?

: হ্যাঁ।

: বয়স কতো?

: একুশ।

: হবে না, তুমি যেতে পারো। এটা শিশুদের কোনো ব্যাপার নয়।

: আমাকে শিশু বলবেন না।

বেন ওয়াটসন প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দিলো। ছেলেটি প্রায় চার ফুট দূরে উল্টে পড়লো। বেন গম্ভীর গলায় বলল—বিদায় হও, কুইক।

: তুমি কি আমেরিকান?

: না, আমি আমেরিকান নই।

: কেন যেতে চাও?

: (উত্তর নাই)

: কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে?

: নেই।

: আমরা তো বলে দিয়েছি, পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে—এমন সব প্রার্থীদেরই আমরা চাই।

: আমি দ্রুত শিখতে পারি।

: কি করবে টাকা দিয়ে?

: ব্যবসা করবো।

: তুমি যেতে পারো। তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষ সাহসী হয় না।

: আমি সাহসী।

: তা ঠিক। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাহসী। কিন্তু বিপদের সময় তোমার সাহস থাকবে না। ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়বে। তুমি যেতে পার। নেক্সট।

: লেফট রাইট। লেফট রাইট। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার ফিরে এসো। কুইক মার্চ। ডাবল। ভেরী গুড। মার্চ এগেইন লং স্টেপ। লং স্টেপ। হল্ট। বয়স কতো?

: চল্লিশ।

: মিশনে যেতে চাও কেন?

: টাকার জন্যে।

: কি করবে টাকা দিয়ে?

: জানি না স্যার। এখানো ভাবি নি।

: ঘরে কে আছে?

: স্ত্রী আছে।

: মিশনে তুমি মারা যেতে পারো। জান তো?

: জানি।

: তোমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়তে রাজি হবে?

: তার সঙ্গে আমার বনিবনা নেই।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট রাইট। অ্যাবাউট টার্ন। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার এসো। আমি তোমার দম দেখতে চাই। ওকে। হল্ট। দম ভালোই আছে। আগে কোথায় ছিলে?

: ইউএস ম্যারিন।

: তোমার দেশের নাম কি?

: মালদ্বীপ।

: মালদ্বীপ।

: নাম শুনি নি।

: আপনি না শুনলে কিছু যায় আসে না।

: কুইক মার্চ। হল্ট। লেফট রাইট লেফট। হল্ট। ডবল মার্চ। লেফট লেফট, লেফট। হল্ট।

: তোমার কি নাম?

: আবদুল জলিল।

: মি. জলিল, তোমার একেবারেই দম নেই।

: আমাকে একটা সুযোগ দিন।

: কেন, সুযোগ দেবো কেন? টাকার দরকার?

: হ্যাঁ।

: নিজের জন্যে?

: না, নিজের জন্যে নয়।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট লেফট। লেফট রাইট লেফট। হল্ট। তুমি কি সাহসী?

: হ্যাঁ।

: কি করে বুঝলে?

: (নিশ্চুপ)

: কখনো মানুষ খুন করেছো?

: না।

: খুন করতে পারবে?

: (নিশ্চুপ)

: টাকাটা দিয়ে কি করবে, বলতে চাও না?

: না।

: ঠিক আছে, তোমাকে রিক্রুট করা হলো। সঙ্কে আটটার ভেতর রিপোর্ট করবে।

যাও।

পঞ্চাশজনকে নেবার কথা। বাছাই করা হলো সত্তরজনকে। বেন ওয়াটসনের ধারণা, ট্রেনিং পর্বে কিছু বাদ পড়বে। আঘাতজনিত কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে অনেককে বাদ দিতে হবে। কয়েকটি মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

রাত আটটা। সত্তরজন সদস্যের চুক্তিপত্রে সই করা হয়ে গেছে। এরা বসে আছে মস্ত একটি হল ঘরে। সমস্ত দিনের ধকলে সবাই কিছুটা ক্লান্ত এবং উত্তেজিত। অনিশ্চয়তার একটি ব্যাপার আছে। অনিশ্চয়তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

হার্ভি ফকনার ঘরে ঢুকলো ন'টা পনেরোয়। এর চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখলে ভরসা পাওয়া যায়।

: হ্যালো, আমি ফকনার। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাকে চেনো কি, চেনো না?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একজন রিক্রুট শুধু দাঁত বের করে হাসলো। সম্ভবত সে চেনে।

: আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেবো। কারণ বক্তৃতার ব্যাপারটি আমার পছন্দ নয়। তোমাদেরও সম্ভবত নয়। এটা অসল মানুষদের একটা শখের ব্যাপার।

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। নড়েচড়ে বসলো অনেকেই।

: আগামীকাল সকাল দশটায় আমরা চলে যাব ট্রেনিং গ্রাউণ্ডে। সেই ট্রেনিং গ্রাউণ্ডটি কোথায় তা জানার দরকার নেই। যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে, ট্রেনিং দেবে কে? যিনি ট্রেনিং দেবেন তাঁর নাম এন্ড্রু জনাথন। কমাণ্ডো ট্রেনিং-এ তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তোমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারবে। ট্রেনিংয়ের দ্বিতীয় পর্যায় পরিচালনা করবেন রবিনসন। তাঁর ট্রেনিং এন্ড্রু জনাথনের ট্রেনিংয়ের মতো ভয়াবহ হবার কথা নয়।

সবাই নড়েচড়ে বসলো।

: আমার এরচে' বেশি কিছু বলার নেই। তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? একজন উঠে দাঁড়ালো।

: বলো, কি জানতে চাও।

: মিশনটি সম্পর্কে জানতে চাই।

: সে সম্পর্কে যথাসময়ে জানা যাবে। জানার সময় এখনো হয় নি। আর কিছু?

: পারিশ্রমিকের অর্ধেক শুরুতেই দেবার কথা বলা হয়েছিল।

: শুরুতেই দেয়া হবে। যারা ট্রেনিং শেষ করতে পারবে তাদেরকে পারিশ্রমিকের টাকার অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে। এখন নয়। আর কিছু বলার আছে?

সবাই চুপ করে রইলো।

: আজ রাতটা তোমার নিজেদের মতো কাটাতে পারো। এ শহরে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে। রাত কাটানোর জন্যে এদের সঙ্গিনী হিসেবে পাবার চেষ্টা করতে পার। কিছু ভালো নাইট ক্লাব আছে। অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেখানে। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবে—এখানে রিপোর্ট করতে হবে আগামীকাল সকাল আটটায়।

একজন উঠে দাঁড়ালো। বেশ উঁচু স্বরে বললো—যাদের আমোদ-প্রমোদে যাবার মতো টাকা নেই তারা কি করবে? বেন ওয়াটসন শান্ত স্বরে বললো—সবার জন্যে আজ একটি বিশেষ অ্যালাউন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ রাতের জন্যে সবাইকে নগদ দু'শ ডলার করে দেয়া হবে। প্রচণ্ড তালি পড়লো। কয়েকজন একসঙ্গে শিস দিতে শুরু করল।

যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা এতক্ষণ চাপা ছিল তা কেটে যেতে শুরু করেছে। ফকনার মৃদু হাসলো। ক'জন এদের ভেতর থেকে ফিরে আসবে? মনে করা যাক, সব ঘড়ির কাঁটার মতো হবে। ফোর্টনক থেকে বের করে

আনা হবে নিশোকে। যথাসময়ে ওদের নেবার জন্যে আসবে ট্রান্সপোর্ট প্লেন। তবুও ক'জন ফিরবে? আজ রাতটি কি অনেকের জন্যেই শেষ স্বাধীন রাত নয়? এটা হয়তো তারও শেষ রাত! ফকনার উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালো।

: হ্যালো। লিজা ব্রাউন?

: কে?

: চিনতে পারছ না?

লিজা ইতস্তত করে বললো—ফকনার?

: হ্যাঁ, ফকনার। লিজা, পার্লারে কতক্ষণ থাকবে?

: রাত এগারোটায় বন্ধ হবে।

: তুমি কি ডিনার খেয়ে নিয়েছো?

: না, কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবো।

: একটা কাজ করলে কেমন হয় লিজা। কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যদি আমরা ডিনার খাই তাহলে কেমন হয়?

লিজা কিছু বললো না। ফকনার বললো—আজ আমার জন্মদিন।

: তাই না-কি?

: হ্যাঁ।

লিজা হেসে ফেললো।

: হাসছো কেন?

: প্রথম যেদিন তুমি আমাকে বাইরে খেতে বললে সেদিনও বলেছিলে—আজ আমার জন্মদিন।

: তাই বুঝি?

: হ্যাঁ। অবশ্যি আমি সেদিনই বুঝেছিলাম এটা মিথ্যা কথা।

: বুঝতে পেরেছিলে?

: হ্যাঁ। মেয়েরা অনেক জিনিস বুঝতে পারে।

: আর কি বুঝতে পেরেছিলে?

: বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমাকে বাইরে খাওয়াতে চাচ্ছ ঠিকই, কিন্তু তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই। কাজেই তুমি আমাকে নিয়ে যাবে খুব সস্তা ধরনের কোনো জায়গায়। এবং মেনু দেখে খুব সস্তা কোনো খাবারের অর্ডার দেবে।

: তাই দিয়েছিলাম না?

: হ্যাঁ।

: আজও কি সেরকম হবে?

ফকনার হেসে ফেললো—তোমার বুঝি খুব ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছে করে?

: হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা করে ফারপোকে ডিনার খেতে। সেখানে ডিনারের মাঝখানে আর্কেস্ট্রা বাজাবে আমার প্রিয় গান—ব্লু দানিয়ুব।

: আর কি?

: এই, আর কিছু না।

: তুমি তৈরি থাক, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।

ফকনার ফারপোতে দুটি সিট রিজার্ভ করলো। আর্কেস্ট্রাকে বললো—ব্লু দানিয়ুব এই গানটি বাজাতে হবে। ফ্লাওয়ার শপে টেলিফোন করে বললো—আগামী এক মাস প্রতিদিন দুটি করে লাল গোলাপ লিজা ব্রাউনের নামে পাঠাতে হবে। কে পাঠাচ্ছে সেসব কিছুই বলা যাবে না। ঠিকানা হচ্ছে, ফার্গো পিজা পার্লার নর্থ এভিন্যু। লিজার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে ভালো হতো। ফকনারের ঠিকানা জানা নেই।

ট্রেনিং ক্যাম্প
লরেনকো মারকুইস
মোজাম্বিক, আফ্রিকা
১৫ই ডিসেম্বর। মঙ্গলবার
ভোর ৫-৩০

বাহাত্তরজন সদস্য খোলা মাঠে অপেক্ষা করছে। সূর্য ওঠার অপেক্ষা। হার্ভি ফকনার তাদের প্রথম কিছু বলবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন জাতীয় কিছু হয়তো। দলের সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। তারা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে। এদের দাঁড় করানো হয়েছে পাঁচটি ভাগে। বারজনের একটি রিজার্ভ দলও আছে।

তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটি খোলা মাঠের মাঝামাঝি জায়গায়। মাঠটির চারপাশে ঘন বন। পূর্বদিক থেকে হাড়-কাঁপানো শীতল হাওয়া বইছে। সূর্য উঠে গেছে। বনের আড়ালে থাকায় তার আলো এসে এখনো পৌঁছাচ্ছে না।

দলের সবাই নড়েচড়ে উঠলো। তাঁবুর ভেতর থেকে হার্ভি ফকনার বের হয়ে আসছে। তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপী। রঙিন একটি হাওয়াই শার্ট। গলায় লাল রঙের স্কার্ফ জাতীয় কিছু।

: কি, কেমন আছো তোমরা?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

: শীতের প্রকোপটা মনে হয় একটু বেশি। আফ্রিকা একটি অদ্ভুত জায়গা। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম, রাতে শীত, তাই না?

: ঠিক বলেছেন স্যার।

: আমি সবসময় ঠিকই বলি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। তোমাদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে যে আছে তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। তার নাম এডু জনাথন। জনাথন, একটু এদিকে এসো। তোমার হাসিমুখ ওদের দেখিয়ে দাও।

জনাথন এগিয়ে এলো। তার মুখ হাসিমুখ নয়।

: এই ছোটখাট মানুষটি নাম এডু জনাথন। এর সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। তোমরা নিজেরা আজ দিনের মধ্যেই তার সম্পর্কে জানবে। হা হা হা। আমার নিজের ট্রেনিংও এই লোকের কাছে। সে ছিল ইউএস ম্যারিনের RSM এখানে যারা পুরানো লোক আছে তারা তাকে চিনবে। আমরা তাকে ডাকতাম ইয়েলো জাওয়ার।

দলটির মধ্যে চাপা ধরনের কথাবার্তা বাড়তেই থাকলো। ফকনার সেদিকে কোনো কান না দিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলো, লাঞ্চের আগ পর্যন্ত হবে ড্রিল। লাঞ্চের পর অস্ত্রের ট্রেনিং। ঠিক আছে? এখন পাঁচটা চল্লিশ। এই ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ ভোর পাঁচটা চল্লিশে আমি তোমাদের তুলে দিচ্ছি জনাথনের হাতে। যথাসময়ে আমি আবার নিজের হাতে তোমাদের নেবো। গুড লাক।

ফকনার এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো, দু'-একটা ছোটখাট প্রশ্নও করলো, যেমন—কি, চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম ভালো হয় নি? বাহ্ তোমার হাত দেখি মেয়েমানুষদের মতো নরম। এতো নরম হাতে কি রাইফেল মানায়? তোমার হাতে থাকা উচিত ফুল। কি, ঠিক বললাম না?

ফকনারের সঙ্গে সঙ্গে বেন ওয়াটসন এবং রবিনসনও মাঠ ছেড়ে গেল। সূর্য উঠে এসেছে। এডু জনাথন শুধু দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের কোমরে একটি লুগার টুয়েন্টি ওয়ান পিস্তল। গায়ে গলাকাটা গেঞ্জি। গলায় ফুটবল রেফারীদের বাঁশি। সে বাঁশিতে তীব্র ফুঁ দিয়ে আচমকা সবাইকে চমকে দিলো।

: অ্যাটেশন। তোমাদের অনেকেরই দেখি দাড়ি-গোঁফ এবং লম্বা লম্বা চুল। আজ দিনের মধ্যেই এসব বাড়তি ঝামেলা থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। তোমাদের কারো কারো মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখতে পাচ্ছি।

কারণ তোমরা নিজেদের খুব শক্ত মানুষ ভাবছো এবং চোখের সামনে ছোটখাট মানুষকে দেখছো। তবে সুখের কথা, তোমরা অনেকেই আমাকে চেনো। আগে পরিচয় হয়েছে। যারা চেনো না তাদের বলছি, একজন মানুষকে একটি রাইফেলের চেয়ে বড় হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার কেউ যদি আমার কথার অবাধ্যতা করো আমি তৎক্ষণাৎ গুলী করে পথের কুকুরের মতো মারবো। আমার কোমরে যে বস্তুটি দেখছো তার নাম লুগার টুয়েন্টি ওয়ান। মানুষের মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে না। তোমাদের চেয়েও অনেক অনেক ভালো মানুষকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখেছি। কাজেই আমি যখন বলবো লাফ দাও, লাফ দেবে। তোমার সামনে খাদ আছে কি নেই সে সব দেখবে না। পরিষ্কার হয়েছে?

কেউ কোনো জবাব দিলো না।

: গুলী করে মারার কথাটা আমার মনে হয় অনেকেই বিশ্বাস করছো না। তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এখানে আইন-আদালত বলে কিছু নেই। আমি এণ্ড্রু জনাথন। আমিই আইন। আমার এই ছোট পিস্তলটি হচ্ছে আদালত।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

: কারোর কিছু বলার আছে?

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

: এসো, এখন আমি দেখবো তোমাদের শারীরিক ফিটনেস কোন্ পর্যায়ে আছে। আমি বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দশ কদম হাঁটবে, তারপর পঞ্চাশ কদম দৌড়াবে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। দৌড়াবে। আবার শুবে। যতক্ষণ না আমি থামতে বলবো, এটা চলতে থাকবে। শুরু করা যাক।

তীক্ষ্ণ শব্দে হুইসেল বাজলো।

সাড়ে ছ'টার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করলো। শুয়ে পড়বার পর উঠতে সময় লাগতে লাগলো। পঞ্চাশ কদম দৌড়ে যাবার কথা। অনেকেই অল্প কিছুদূর গিয়েই বসে পড়তে শুরু করলো। সবাই ঘামছে। চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ঠোঁট গেছে শুকিয়ে।

জনাথন এগিয়ে গেল। কড়া গলায় বললো—এই যে নীল শার্ট, তুমি শুয়ে আছো কেন? উঠে দাঁড়াও।

: আমার ওঠার ক্ষমতা নেই, স্যার।

: উঠে দাঁড়াও, নয়তো লাথি বসিয়ে উঠাবো।

: স্যার, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

: দেখা যাক, সম্ভব কি সম্ভব নয়।

জনাথন অতিদ্রুত দুটি গুলী করলো। শুয়ে থাকা নীল শার্ট পরা লোকটির মাথার চুল ঘেঁষে গেল একটি, অন্যটি তার চেয়ে এক ইঞ্চি উপরে। সে লাফিয়ে উঠলো।

: গুড। দৌড়াও। শুয়ে পড়। আবার উঠে দাঁড়াও। হাঁট দশ কদম। দৌড়াও।

সকাল আটটার দিকে অনেকেই বমি করতে শুরু করলো। দৌড়ানোর ক্ষমতা রইলো না অনেকেরই। জনাথন শীতল স্বরে বললো—স্কোয়াড হল্ট। নাশতার জন্যে আধঘণ্টার ব্রেক দেয়া হলো। আধঘণ্টা পর শুরু হবে ফুট ড্রিল। ডিসমিস। আধঘণ্টা পর সবাইকে এখানে চাই।

ফুট ড্রিলের ব্যাপারে জনাথনের বরাবরই দুর্বলতা আছে। সে মনে করে, দশ মিনিট ফুট ড্রিল দেখেই বলে দেয়া যায় কে সত্যিকার সৈনিক, কে নয়। তাছাড়া ফুট ড্রিল সৈনিকদের হুকুম তামিল করতে শেখায়। এবং একসময় তাদের রক্তে মিশে যায়—যা করতে বলা হবে তা করতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

: অ্যাটেনশন। স্ট্যাণ্ড এট ইজ। রাইট টার্ন। স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট। লেফট টার্ন। স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট।

আধঘণ্টা ফুট ড্রিলের পর ছ'টি দলকে তাদের নিজেদের এনসিও'র হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। এরা তার নিজের নিজের দলকে দুপুর বারটা পর্যন্ত ফুট ড্রিল করাবে। জনাথন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। মাঝে মাঝেই অবশ্যি জনাথনের উচ্চ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—এই যে, তোমার নাম কি?

: পিটার স্যার।

: শোনো পিটার, তোমার বাম হাত যদি ডান পা'র সঙ্গে সামনভাবে ওঠানামা না করে তাহলে বাম হাতটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। অবাধ্য হাতের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছো?

: পিটার স্যার।'

: এই যে তুমি, সাদা গেঞ্জি, ঠিকমতো পা ফেলো। তুমি নিশ্চয়ই চাও না তোমার পা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। নাকি চাও?

জনাথন আকাশের দিকে তাকালো। রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে বাজছে মাত্র সাড়ে দশটা। রোদ আরো বাড়বে। সে এনসিওদের ডেকে আনলো।

: এখন আমরা যাবো বনে। গাছপালার ভেতর কিভাবে নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটা যায় সেটো শিখবো। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং। রোজ খানিকক্ষণ এই ট্রেনিং হবে। এখন সবাই দৌড়াও আমার সঙ্গে। স্কোয়াড কুইক মার্চ।

হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে শুরু করলো সবাই। আকাশে গনগনে সূর্য। দেখে মনে হচ্ছে, ক্লান্ত মানুষগুলো যে কোনো সময় একে অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়বে।

দৌড়াও, দৌড়াও। বড় বড় স্টেপ ফেল। এতে পরিশ্রম হবে কম। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাক। বাই দা লেফট। বাই দা লেফট।

বিকেল চারটায় সবাই এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এণ্ডু জনাথনের হাতে একটি রাইফেল। তার সামনে একটি টেবিলে একটি সাব-মেশিনগান। এণ্ডু জনাথন রাইফেল হাতে এগিয়ে এলো কয়েক পা। দলের সবাই খানিকটা পিছিয়ে গেল।

: যে রাইফেল তোমাদের দেয়া হয়েছে তার নাম কালাসনিকভ অ্যাসল্ট উইপন। সংক্ষেপে AK. 7.62. সবাই একে আদর করে ডাকে কলা রাইফেল। তার কারণ এর ম্যাগজিনগুলি হচ্ছে কলার মতো বাঁকানো। তোমার তোমাদের স্ত্রীকে যেভাবে চেন এই রাইফেলটিকে তার চেয়েও ভালোভাবে চিনবে। এর রেঞ্জ কম। কিন্তু দু'শ গজ পর্যন্ত এটি অত্যন্ত নিখুঁত। এ দিয়ে একটি একটি গুলী করা যায়, আবার প্রয়োজনে প্রতি মিনিটে দু'শ রাউণ্ড করেও গুলী করা যায়। এটা হচ্ছে একটা ডিফেনসিভ উইপন।

এখন সবাই মন দিয়ে আমার এই উপদেশ শোন। যারা পুরানো সৈন্য তাদের এ উপদেশ জানা আছে, যারা নতুন তাদের জানা নেই। তবে এ উপদেশ সবার জন্যেই। এখন থেকে রাইফেলটি থাকবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। বাথরুমে যাও, গোসলখানায় যাও বা ঘুমোতে যাও রাইফেল থাকবে তোমার সঙ্গে, যতক্ষণ না এটা তোমাদের একটি বাড়তি হাতের মতো হয়।

তোমরা নিজেদের শরীরের যেমন যত্ন নাও রাইফেলটিকেও তেমনি যত্ন করবে। এখন তোমাদের দেখাচ্ছি এটা কি করে খুলতে হয় এবং ফিট করতে হয়।

রাতের খাওয়া সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। সাড়ে সাতটায় মেসের হল ঘরে জনাথন দেখালো RPD লাইট মেশিনগান।

: তোমরা সবাই অস্ত্রটি ভালো করে চিনে রাখ, এর নাম RPD লাইট মেশিনগান। এটিও তৈরি হয়েছে শক্তিশালী একটি দেশে। তবে সেখানে

এখন আর এর ব্যবহার নেই। পৃথিবীতে যে ক'টি হালকা মেশিনগান আছে এটি হচ্ছে তার মধ্যে একটি। ওজন মাত্র ১৯.৩ পাউন্ড। ব্যানানা রাইফেলে যে গুলী ব্যবহার করা হয় এতেও সেই গুলীই ব্যবহার হয়। প্রতি মিনিটে এর সাহায্যে দুশ পঞ্চাশ রাউণ্ড করে গুলী ছোঁড়া যায়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় একটি অস্ত্র। এবং চমৎকার একটি জিনিস। আমাদের যে পাঁচটি দল আছে তাদের সঙ্গে দু'টি করে থাকবে। অর্থাৎ সর্বমোট দশটি অস্ত্র থাকবে। তবে সবাইকে এই অস্ত্র চালানো শিখতে হবে।

রাত আটটায় মেস ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। শেষ হলো প্রথম দিনের ট্রেনিং।

হঠাৎ করে জুলিয়াস নিশোর শরীর খুব খারাপ গয়ে পড়েছে। পুরোনো সব অসুখ নতুন করে দেখা দিতে শুরু করেছে। শ্বাসকষ্ট তার একটি। কাল রাতে খুব কষ্ট হলো। এতো বাতাস পৃথিবীতে অথচ তিনি তাঁর ফুসফুস ভরাবার জন্যে যথেষ্ট বাতাস যেন পাচ্ছেন না। আশেপাশে কেউ নেই যে ডেকে বলবেন—পাশে এসে বস। হাত রাখ আমার বুকে।

শেষ রাতের দিকে তাঁর মনে হলো, মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনলেন। নিজেকে তিনি সাহসী মানুষ বলেই এতদিন জেনে এসেছেন। কাল সে ভুল ভাঙলো। কাল মনে হলো, তিনি সাহসী নন। মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারছেন না। ভয় লাগছে। তীব্র ভয়, যা মানুষকে অভিভূত করে দেয়। মাওয়া সকালে খাবার নিয়ে এসে ভীত স্বরে বললেন—আপনার শরীর বেশ খারাপ মনে হচ্ছে।

নিশো দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন।

: রাতে ভালো ঘুম হয় নি?

: না।

: রাতের খাবারও মনে হয় খান নি?

: না, খাই নি।

মাওয়া চিন্তিতবোধ করলো। এই লোকটিকে বিনা চিকিৎসায় থাকতে দেয়া যায় না। অথচ ডাক্তার আনা মানেই বাইরের একজনকে জানানো—'নিশো বেঁচে আছেন।'

: ভালো কফি এনেছি, খাবেন?

: না।

: একটু খান, ভালো লাগবে।

মাওয়া কাপে কফি ঢাললো। নিশো বললেন—পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে প্রতীক্ষা করা। মনে কর, একটি অচেনা স্টেশনে তুমি অপেক্ষা করছো ট্রেনের জন্যে। ট্রেন আসছে না। কখন আসবে তুমি জান না। নাও আসতে পারে কিংবা কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়তে পারে। কেমন লাগবে তখন, মাওয়া?

মাওয়া জবাব দিলো না।

: আমার ঠিক সেরকম লাগছে।

: কফি নিন।

নিশো কফির পেয়ালা হাতে নিলেন কিন্তু চুমুক দিলেন না। হালকা গলায় বললেন—অনেকদিন পর কাল রাতে একটা কবিতা লিখলাম। দীর্ঘ কবিতা। কবিতা তোমার কেমন লাগে?

: ভালো লাগে না। সাহিত্যে আমার কোন উৎসাহ নেই।

: আমার ইচ্ছা করছে কবিতাটি কউকে শোনাই। তুমি শুনবে?

মাওয়া জবাব দিলো না। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলো। নিশো হাত বাড়িয়ে কবিতার খাতা নিলেন। মাওয়া লক্ষ্য করলো, খাতা নেবার মতো সামান্য কাজেও তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। খাতাটি নেয়ার সময় তাঁর হাত সামান্য কাঁপছিল।

নিশো ভরাট গলায় পড়লেন—

'জোছনার ছাদ ভেঙে পাখিরা যাচ্ছে উড়ে যাক বাতাসে, বারুদ গন্ধ থাক অনুভবে।'

কবিতাটি দীর্ঘ। সেখানে বারবার বারুদের গন্ধের কথা আছে। মাওয়া কিছুই বুঝলো না, বোঝবার চেষ্টাও করলো না।

: কেমন লাগলো?

: ভালো।

: মাওয়া, আমি সম্ভবত একমাত্র কবি যে কখনো প্রেমের কবিতা লেখে নি। প্রেমের মতো একটি বড় ব্যাপারকে আমি অগ্রাহ্য করেছি।

: আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি কথা বলাটা ঠিক হবে না।

: এখন কেন যেন শুধু প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কয়েকদিন ধরেই ভাবছি, একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখবো। প্রথম লাইনটিও ভেবে রেখেছি—আমার ভোরের ট্রেন। মা বললেন—ঘুমো, তোকে ডেকে দেবো ফজরের আগে। লাইনটি কেমন?

: ভালো।

: ছেলেটি শুয়ে থাকবে কিন্তু ঘুমুতে পারবে না। পাশের বাড়ির কিশোরী মেয়েটির কথা শুধু ভাববে।

: আপনি শুয়ে থাকুন, আমি সন্ধ্যাবেলা একবার আসব। চেষ্টা করব একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে।

: সেই ডাক্তার একজন মৃত মানুষকে বসে থাকতে দেখে অবাক হবে না তো?

মাওয়া কিছু বললো না। নিশো বললেন—আমরা খুব একটা খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। একজন জীবিত মানুষকে মৃত বানিয়ে রেখেছি। জেনারেল ডোফা যথেষ্ট বুদ্ধিমান কিন্তু এই একটি কাঁচা কাজ সে করেছে।

মাওয়া তাকিয়ে রইলো।

: ঘটনাটি প্রকাশ হবে। তুমি নিজেই একদিন বলবে। তুমি না বললেও কেউ না কেউ বলবে—বলবে না?

: হয়তো বলবে।

: একজন মানুষকে মেরে ফেলা এক কথা কিন্তু একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

: আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সন্ধ্যাবেলা আসবো।

: আমার মনে হয় না তুমি সন্ধ্যাবেলা আসবে। তুমি হচ্ছ একজন রাজনীতিবিদ। যারা কথা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। তুমি অনেকবার বলেছিলে রাতে আমার মুখের ওপর এই বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবে না, কিন্তু বাতি ঠিকই জ্বলছে।

মাওয়া ঘর ছেড়ে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে ঠিকই এলো না, তবে প্রথমবারের মতো মুখের ওপরের বাতি নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ভয়ানক অন্ধকার। নিশোর মনে হলো, বাতি থাকলেই যেন ভালো হতো।

ট্রেনিং ক্যাম্প। লরেনকো মারকুইস।
২৩ ডিসেম্বর। মঙ্গলবার।
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।

ট্রেনিংয়ের ধরন পাল্টেছে। এণ্ড জনাথনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রবিনসন। তার ট্রেনিং জনাথনের মতো ভয়াবহ নয়। রবিনসন কথা বলে নিচু গলায় এবং হাসিমুখে। কমাণ্ডোদের জন্যে এটা একটা বড় পাওয়া। জনাথনকে তারা ভয় করে। ভালোবাসে রবিনসনকে।

মঙ্গলবারের ভোরবেলায় রবিনসন সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তারা প্রায় চল্লিশ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের বেলায় তা হতো না। এই চল্লিশ মিনিট সে কাটাতো ফুট ড্রিল করিয়ে।

রবিনসনের চোখে সানগ্লাস। মাথার ধবধবে সাদা চুল বাতাসে উড়ছে। তার হাতে একটা কফির মগ। সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং একজন একজন করে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই।

: কমাণ্ডোরা, এবার আমরা ট্রেনিংয়ের মূল পর্যায়ে এসে গেছি। তোমরা তোমাদের সামনে হার্ডবোর্ডের যে জিনিসগুলি দেখছো এটা হচ্ছে ফোর্টনকের আদলে তৈরি। ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই মোটামুটি নিখুঁত বলা চলে। যেসব জায়গায় সেন্ট্রি থাকে সেসব জায়গায় ডামি রাখা হয়েছে। রাস্তা দেখানো হয়েছে চকের গুঁড়ো দিয়ে। যেসব জায়গায় ডাবল লাইন দেখছো সেসব রাস্তা একটু উঁচু। ট্রিপল মানে আরো উঁচু।

লক্ষ্য করছো নিশ্চয়ই, ফোর্টনক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তবে সুখের বিষয়, কাঁটাতারের সঙ্গে কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। কাজেই আমরা সহজেই কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢুকতে পারবো। আমাদের হাতে চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান আছে। প্রতিটি প্ল্যানই আমরা পরীক্ষা করবো। কোন্ প্ল্যান নেয়া হবে সেটা ঐ মুহূর্তেই ঠিক করা হবে। হয়তো এমনও হতে পারে সবক'টি প্ল্যান বাতিল করে আমাদের নতুন কিছু ভাবতে হবে।

যেমন ধরো, আমরা জানি ফোর্টনকে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা তিনশ' পঞ্চাশ। গিয়ে দেখলাম, রাতারাতি সেখানে এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তখন নিশ্চয়ই আমাদের তৈরি প্ল্যান খাটবে না। কি বলো?

: স্যার, সে রকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

: থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। কেন, ভয় লাগছে?

কমাণ্ডোদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উঁচু গলায় হেসে উঠলো। এমন করাটা জনাথনের সঙ্গে সম্ভব ছিল না।

: প্রথম পরিকল্পনাটি এরকম—আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আসবো—এই যে দেখো, একদিক থেকে আটজন সেন্ট্রিকে শেষ করবার দায়িত্ব থাকবে আটজনের ওপর। কাজটি করতে হবে বেয়োনেটের সাহায্যে, কোনোক্রমেই গুলী করা যাবে না। ঠিক একই সময় দু'জন চলে যাবে কারারক্ষী মাওয়ার বাসভবনে। মাওয়া থাকে এইখানে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে

কোনো দরজা নেই। মাওয়ার বাড়ির সামনে থাকে একজন সেন্ট্রি। তাকে সামলানোর পর এরা ঢুকবে মাওয়ার ঘরে এবং চাবি নিয়ে দ্রুত চলে আসবে এই জায়গায়। এখানে আছেন জুলিয়াস নিশো। তারা চাবি নিয়ে এখানে এসেই দেখবে, আমি সেলের সামনে অপেক্ষা করছি।

: স্যার, যদি চাবি না পাওয়া যায়?

: না পাওয়া গেলেও কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের সঙ্গে তালা ভাঙার যন্ত্র আছে। তবে আমি সেটা ব্যবহার করতে চাই না। এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমাদের হাতে এতো সময় নেই।

এবার আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়—ব্যারাকেই সব সৈন্যরা থাকবে। খুব সম্ভব ঘুমিয়ে থাকবে। আমাদের পনেরজনের একটি দলের ওপর দায়িত্ব থাকবে ব্যারাক সামলানোর।

: কিভাবে সামলানো হবে?

: ভালোভাবেই সামলাতে হবে। আমরা পেছনে কিছু রেখে যাবো না। এখন পর্যন্ত পঁচিশজন কমাণ্ডো ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের হাতে আছে আরো পঁচিশজন। ঠিক না?

: জ্বি স্যার।

: এই পঁচিশজনের দশজন থাকবে রিজার্ভে। এদের দায়িত্ব হচ্ছে নিশোকে ঠিকমত বের করে নিয়ে আসা।

: বাকি পনেরজনের?

: বাকি পনেরজনের দায়িত্ব ফোর্টনকে নয়, তারা সরাসরি চলে যাবে এয়ারপোর্টে। সেটা তারা দখল করবে এবং আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। তাদের দায়িত্বে থাকবে এমন একজন লোক যার ওপর ভরসা করা চলে। বেন ওয়াটসন। বেন ওয়াটসন হচ্ছে একাই একটি ব্রিগেড। তোমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করবে তারাই সেটা টের পাবে। ফোর্টনকের জন্যে যেমন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, এয়ারপোর্টের জন্যে সেরকম কিছু তৈরি করা হয় নি। তার কারণ বেন ওয়ার্টসন কোনোরকম প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নন। একেক জনের কর্মপদ্ধতি একেক রকম।

এখন আমরা এ জায়গা থেকে পঁচিশ গজ দূরে চলে যাবো। সবাইকে আমি কাজ ভাগ করে দেবো। আমি দেখবো, কি করে আসতে হবে—কোন দিক দিয়ে আসতে হবে। এবং আমরা চেষ্টা করবো কতো কম সময়ে কাজটা শেষ করতে পারি সেটা দেখতে। তোমাদের একটা কথা মনে

রাখতে হবে—আমাদের হাতে সময় খুব কম, এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট। এর মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করে প্লেনে উঠতে হবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

: কাঁটাতারের বেড়া কে বাটবে?

রবিনসন হেসে ফেললো এবং হাসতে হাসতে বললো—আমি। ঐ কাজটি আমি খুব ভালো করতে পারি। এসো এখন শুরু করা যাক। প্রথম প্ল্যানটি আমরা এখন দেখবো। স্কোয়াড অ্যাটেনশন। টু দা লেফট, কুইক মার্চ।

মোরাণ্ডা
২৪ ডিসেম্বর। বুধবার। ভোর ৯টা

জেনারেল ডোফা গার্ড রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এসেছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তার সঙ্গী-সাথীরা এর কারণ বুঝতে পারছিল না। তারা শঙ্কিত বোধ করছিল।

জেনারেল ডোফা পরিদর্শনের কাজ সারলেন। প্রথাগত বক্তৃতা দিলেন—সৈন্যদের কাজ হচ্ছে দেশের আদর্শকে সামনে রাখা। দেশের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিদর্শনের শেষে চা-চক্রের ব্যবস্থা ছিল। ডোফা চা-চক্রে রাজি হলেন না। আগের চেয়েও গম্ভীর মুখে প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে রওনা হলেন।

আজ ক্রিসমাস ইভ। ক্রিসমাস ইভের প্রাক্কালে তিনি সব সময়ই একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণ প্রচার হয় বেতার ও টিভিতে। আজকের ভাষণটি তৈরি হয়েছে এবং তাঁর কাছে কপি এসেছে। ভাষণ তাঁর পছন্দ হয় নি। বক্তৃতা লেখককে কিছু কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। নতুন একটি ভাষণ তৈরি করে আনার কথা।

নতুন ভাষণটি আগেরটির চেয়েও বাজে হয়েছে। ডোফা ধমকে উঠলেন — এক জিনিসই তো আপনি লিখে এনেছেন। দু' একটা শব্দ এদিক-ওদিক হয়েছে। এর বেশি কিছুই তো করা হয় নি। নতুন কিছু লিখুন। বক্তৃতা লেখক বিনীতভাবে বললেন—কি লিখবো, যদি একটু বলে দেন।

: জুলিয়াস নিশোর কথা তো বক্তৃতায় কিছুই নেই। তাঁর কথা থাকা উচিত। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কি কি করা হবে তা বলা দরকার।

: কি কি করবেন, স্যার?

: সংগ্রহশালা করা যায়। এই জাতীয় কিছু লিখে আনেন। সব কি আমিই বলে দেব নাকি? মাউ উপজাতিদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা উচিত। যান, নতুন করে লিখুন। আমার প্রতিটি বক্তৃতায় একই জিনিস থাকে।

বিকেলে তিনি গেলেন প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্ট পরিদর্শনে। এটা তাঁর হঠাৎ পরিদর্শন। আগে কিছুই ঠিক করা ছিল না। তাঁর মুখ আগের মতোই গম্ভীর। প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্টের জেনারেল র‍্যাবি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। কোথাও কোনো ঝামেলা হয়েছে কি? হবার তো কথা নয়। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট কি মাউ উপজাতিদের নিয়ে চিন্তিত? চিন্তিত হবার মতো তেমন কোনো কারণ কি সত্যি সত্যি আছে?

মাউদের কোনো অস্ত্রবল নেই। বর্শা এবং তীর-ধনুকের কাল অনেক আগেই শেষ হয়েছে। সাহসের এ যুগে আর দাম নেই। পরিদর্শন পর্ব ভালোভাবেই শেষ হলো। জেনারেল ডোফা সৈন্যদের আনুগত্য ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের রেজিমেন্ট যে পৃথিবীর যে কোনো সৈন্যবাহিনীর আদর্শস্থানীয় হতে পারে সে কথাও বললেন।

পরিদর্শন শেষে জেনারেল র‍্যাবির সঙ্গে তাঁর একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসলো। সেখানেও তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। সাধারণত এ জাতীয় বৈঠকগুলিতে তিনি মজার মজার কথা বলে আবহাওয়া হালকা করে রাখেন। আজ সেরকম হচ্ছে না। র‍্যাবি বললো—স্যার, আপনার শরীর কি ভালো আছে?

: শরীর ভালোই।

: আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

: না, চিন্তিত নই। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সে জন্যেই আমার আসা।

: স্যার, বলুন।

: ফোর্টনকে একশ'জন কমাণ্ডোর একটি দল পাঠাতে হবে।

: কখন?

: আজই।

জেনারেল র‍্যাবি কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। ডোফা বললেন—তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও।

: না স্যার, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। এক ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে করে কমাণ্ডো পাঠানো হবে। ওদের ওপর কি কোনো নির্দেশ থাকবে?

: না, কোন নির্দেশ নয়।

: আপনি যদি চান আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারি।

: না, আপনি রাজধানীতেই থাকুন।

জেনারেল র‍্যাবি ইতস্তত করে বললেন—ঠিক কি কারণে আপনি এটা চাচ্ছেন তা জানতে পারলে আমি সেভাবে ওদের নির্দেশ দিয়ে দিতাম।

ডোফা দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন—তোমাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে। আমি একটি খারাপ ধরনের স্বপ্ন দেখেছি।

: কি দেখেছেন স্বপ্নে?

: আমার মধ্যে কিছু কুসংস্কার আছে।

: সে তো আমাদের সবার মধ্যেই আছে। আইনস্টাইনের মধ্যেও ছিল বলে শুনেছি।

ডোফা থেমে থেমে বললেন—স্বপ্নটা দেখলাম ভোররাত্রে। যেন ফোর্টনক থেকে জুলিয়াস নিশো বের হয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাউ উপজাতীয়। তারা ছুটে আসছে রাজধানীর দিকে।

ডোফা কপালের ঘাম মুছলেন।

: জুলিয়াস নিশোকে নিয়ে আপনি চিন্তিত, সে কারণেই এরকম স্বপ্ন দেখেছেন। অন্য কোনো কারণ নেই। আমি কি স্যার আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি?

: হ্যাঁ, পারো।

: নিশোর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখবেন না। চুকিয়ে দিন। স্বপ্নের ব্যাপারটাও ভুলে যান।

: এরকম বাস্তব স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি। ভোররাত্রের স্বপ্ন, তাছাড়া এটা আমার জন্মমাস।

: আমি স্যার ঠিক এই মুহূর্তে ফোর্টনকে কমোণ্ডো পাঠানো সমর্থন করি না। কমাণ্ডো পাঠানো মানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে—কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কাজ সারা। তবে আপনি চাইলে এক ঘন্টার ভেতর আমি এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাতে পারি। স্যার পাঠাবো?

ডোফা উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন—দরকার নেই। সন্ধ্যায় তিনি একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। সেই ভাষণে জুলিয়াস নিশোর কথা এলো—

আজ আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি প্রয়াত নেতা জুলিয়াস নিশোকে, যাঁর চিন্তায় ও কর্মে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। যাঁর রচনাবলী আমাকে দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। যে জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির, যে জীবন আশা ও আনন্দের।

আমি তাঁর স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখার জন্যে জুলিয়াস নিশো সংগ্রহশালা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর রচনাবলী যাতে সর্বসাধারণের কাছে পৌছতে পারে সে জন্যে সরকারি পর্যায়ে রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের হাতে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস, তারা সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন।"

রাতে গোয়েন্দা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুসালকের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় কাটালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো—

ডোফা : মাউরা কি জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করেছে?

নুসালকে : করেছে স্যার। এরা সরল প্রকৃতির মানুষ। সবকিছুই বিশ্বাস করে।

ডোফা : বিশ্বাস যদি করেই থাকে তাহলে এরকম ভয়াবহ একটি গুজব ছড়ালো কিভাবে? কেন তাদের ধারণা হলো—জুলিয়াস নিশো আবার ফিরে আসবে?

নুসালকে : স্যার, মাউ হচ্ছে একটি কুসংস্কার-আচ্ছন্ন উপজাতি।

ডোফা : অন্ধকার উপজাতি হোক আর যাই হোক, এরকম একটি গুজবের পেছনে কোনো একটা ভিত্তি তো থাকবে?

নুসালকে : আমি এ নিয়ে প্রচুর খোঁজখবর করেছি এবং এখনো করছি। গুজবের কোনো ভিত্তি পাই নি। এটা মুখে মুখে ছড়িয়েছে। প্রচারটা হয়েছে এভাবে—মাউ জাতির চরম দুর্দিনে জুলিয়াস নিশো ফিরে আসবেন এবং জাতিকে পথ দেখাবেন। সে দিনটি হবে মাউদের চরম সৌভাগ্যের দিন। অনেকটা পথপ্রদর্শকের মতো।

ডোফা : তাই দেখছি। এরা তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে?

নুসালকে : জ্বি স্যার, করে।

ডোফা : এই বিশ্বাস ভাঙানোর জন্যে আমাদের কি করা উচিত?

নুসালকে : এই বিশ্বাস ভাঙানোর কোনোরকম চেষ্টা না করাই উচিত।

ডোফা : কেন?

নুসালকে : যতদিন এই বিশ্বাস থাকবে ততদিন তারা চুপ করে থাকবে। তারা অপেক্ষা করবে জুলিয়াস নিশোর জন্যে।

ডোফা : ভালোই বলেছো। তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

রাত এগারোটার দিকে তিনি ফোর্টনকের কারাধ্যক্ষ মাওয়ার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বললেন।

: কেমন আছ, মাওয়া?

: জ্বি স্যার, ভালো। আপনার শরীর কেমন?

: আমি ভালোই আছি।

: আপনার বক্তৃতা শুনলাম স্যার। চমৎকার।

: ধন্যবাদ। তোমাদের ওখানকার সব ঠিক তো?

: সব ঠিক আছে।

: আমাদের বন্দীর খবর কি?

: খবর ভালো, স্যার। একটু অসুস্থ, তবে তেমন কিছু না।

ডোফা টেলিফোন রেখে দিলেন। সেই রাতেও তাঁর ভালো ঘুম হলো না।

ট্রেনিং ক্যাম্প।
লরেনকো মারকুইস।
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।
২৪ ডিসেম্বর। বুধবার।
সন্ধ্যা ৭টা।

মেস ঘরে ঢুকে সবাই অবাক হলো। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টি বোন স্টেক, বেকড্ পটেটো লাসনিয়া এবং পর্তুগিজ রেড ওয়াইন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শেফ এসে বললো—টি বোন স্টেক প্রচুর আছে, কারো দরকার হলে তাকে জানালেই হবে। তবে রেড ওয়াইনের সাপ্লাই কম। নিম্নমানের কিছু হোয়াইট ওয়াইন আছে। প্রয়োজনে দেয়া যেতে পারে।

মেস ঘরে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেলো। সাধারণত সাড়ে সাতটার মধ্যে খাবার পর্ব শেষ হয়। আজ আটটা বেজে গেল। তবু কয়েকজনকে ব্যস্ত দেখা গেল।

শেফ এসে বলল—ডিনার শেষ হবার পর হার্ভি ফকনার কিছু বলবেন। সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে।

আগামীকাল ক্রিসমাস। সেই উপলক্ষে ছুটি এবং বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হবে হয়তো। শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। আফ্রিকান মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর একটা সুযোগ হবে। মন্দ কি।

হার্ভি ফকনার মেস ঘরে ঢুকলো হাসিমুখে। তার স্বভাবসুলভ অন্তরঙ্গ স্বরে বললো—খাবার পছন্দ হয়েছে?

: হয়েছে। হয়েছে।

: রেড ওয়াইন কেমন ছিল?

: অপূর্ব। তবে স্যার, পরিমাণ খুবই কম।

: ভালো জিনিস কমই খেতে হয়। তোমাদের জন্যে একটি জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের ওড়বার সময় হয়েছে।

হল ঘরে একটি নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেউ শ্বাস ফেললেও শোনা যাবে এমন অবস্থা।

: আমরা রাত বারোটায় এখান থেকে রওনা হবো এয়ারপোর্টের দিকে। পৌঁছতে লাগবে এক ঘণ্টা। সেখানে আমাদের জন্যে একটা ট্রেন্সপোর্ট বিমান অপেক্ষ করছে। ভোর সাড়ে তিনটায় আমরা পৌঁছে যাবো।

: কোথায়?

: কোথায় যাবো এটা বলার সময় এসেছে। আমরা যাচ্ছি মোরাঙ্গায়।

মেস ঘরে একটি মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। হার্ভি কথা বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন থেমে গেল।

: অনেকবার বলা হয়েছে, তবু আরেকবার বলছি, বিমান থেকে প্যারাসুট দিয়ে জাম্প করবার পর আমাদের হাতে সময় থাকবে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। এই সময়ের ভিতর কাজ শেষ করতে না পারলে মোরাঙ্গা থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ বের হয়ে আসতে পারবো না।

হল ঘরে কোনো শব্দ হলো না।

: একটি কথা আমি সবাইকে মনে রাখতে বলছি। সেটা হচ্ছে — আমাদের বিপক্ষে যে সেনাবাহিনী আছে তা যথেষ্টই শক্তিশালী। জেনারেল

ডোফা হচ্ছেন মোরাভার প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেল। কারো কিছু বলার আছে?

কেউ কিছু বললো না।

: তাহলে যাত্রার প্রস্তুতি নেয়া যাক। বন্ধুরা, শুভ যাত্রা। তৈরি হতে শুরু করো। রবিনসন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি চিঠি লিখলো পিটারকে। চিঠিটি তার পছন্দ হলো না, সে আবার একটি লিখল। সেটিও পছন্দ হলো না মানসিক উত্তেজনায় এটা হচ্ছে। যা লিখতে হচ্ছে তা লেখা হচ্ছে না। সে তৃতীয় চিঠিটা লিখতে শুরু করল—

প্রিয় পিটার,

তুমি কেমন আছ? আগামীকাল ক্রিসমাস। নিশ্চয়ই তোমার মা এসে গেছেন এবং তোমার দুষ্টু বোনটিও এসেছে। আমি কল্পনায় দেখছি, তোমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে শুরু করেছো। আহ, যদি থাকতে পারতাম! খুব ইচ্ছা হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এত সত্যটি তুমি যতো বড় হবে ততোই বুঝবে। তোমাকে এক সময় কথা দিয়েছিলাম, কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কিন্তু এক সময় চলে গেলাম। এবং হয়তো আর ফিরবো না। যদি এরকম কিছু হয় দুঃখ করবে না। মানুষের জীবনটাই এ রকম।

যখন বড় হবে তখন তোমার মা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন কিংবা তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। আজ আমাকে যতটা হৃদয়হীন মনে হচ্ছে সেদিন হয়তো ততটা মনে হবে না। হয়তো খানিকটা ভালোও বাসবো। এই জিনিসটির অভাব আমি সারা জীবন অনুভব করেছি।

আজকের এই ক্রিসমাস ডে'র চমৎকার রাতে প্রার্থনা করছি যেন ভালোবাসার অভাবে তোমাকে কখনো কষ্ট পেতে না হয়। চুমু নাও।

রবিনসন।

রবিনসন চিঠি খামে ভরে ঠিকানা লিখলো। এই চিঠি নিজের হাতে পোস্ট করে যেতে হবে। সবচে' কাছের পোস্টবক্স এখানে থেকে প্রায় ছ'মাইল। জীপ নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু রবিনসন ঠিক করলো হেঁটেই যাবে। হাতে এখনো প্রচুর সময়। বারটা বাজতে দেরি আছে।

ক্যাম্পের গেটে ফকনার দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল। সে ভুরু কুঁচকে বললো—কোথায় যাচ্ছ?

: চিঠি পোস্ট করতে। পিটারকে একটা চিঠি লিখেছি।

: পোস্ট করার জন্য তোমাকে যেতে হবে কেন? এখানে রেখে দাও। যথাসময়ে পোস্ট হবে।

: এটা আমি নিজেই পোস্ট করতে চাই। আমার ধারণা, পিটারের কাছে এটাই হবে আমার শেষ চিঠি।

: এ রকম মনে হবার কারণ কি?

: মৃত্যুর ব্যাপারটি মানুষ আগেই টের পায়।

: তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। তুমি ফিরে আসবে।

রবিনসন কোনো কথা বললো না। ফকনার বললো—কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। একা যেয়ো না।

: কেন? তোমার কি ধারণা আমি পালিয়ে যাবো?

ফকনার তার জবাব দিলো না। গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালো এবং হাত ইশারা করে বললো—ঐ, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তা গিয়েছে বনের ভেতর দিয়ে। নির্জন রাস্তা। শীতল হাওয়া বইছে। রবিনসন মৃদু গলায় বললো—তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে? তার সঙ্গী বললো—জ্বি না, স্যার।

: আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। নাম ধরে ডাকবে। তোমার কি নাম?

: জলিল।

: হাঁটতে ভালোই লাগছে, কি বল জলিল?

: জ্বি স্যার।

রবিনসন হঠাৎ করেই তার নাতি প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। সে কেমন একা একা কথা বলে। একদিন দেখা গেল সে একটা কমসম ফুল তুলে এদিক-সেদিক তাকিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছে—খুব সুন্দর তো, তাই খেতে ইচ্ছা করে। রবিনসন রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। তার সঙ্গীও হাসলো।

: একটিই নাতি আপনার?

: হ্যাঁ। বড় চমৎকার ছেলে।

: জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনকে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে এ মাসের ২৬ কিংবা ২৭ তারিখে হত্যা করা হবে।

: তার আগে নয় কেন?

: এ মাস হচ্ছে জেনারেল ডোফার জন্ম মাস। জন্ম মাসে আফ্রিনরা হত্যার মতো বড় অপরাধ করে না, ওদের অনেক রকম কুসংস্কার আছে।

: মাস তো শেষ হবে ত্রিশ তারিখে। ২৬/২৭ বলছেন কেন?

: চন্দ্র মাসের কথা বলছি। আফ্রিকানরা চন্দ্র মাস মেনে চলে।

: আপনি নিশ্চিত যে, ২৬/২৭ তারিখের আগে নিশোকে হত্যা করা হবে না।

: নব্বুই ভাগ নিশ্চিত। দশ ভাগ আনসারটিনিটি সব সময়ই থাকে। এখন আপনিই বলুন, জুলিয়াস নিশোকে এই সময়ের ভেতর কি উদ্ধার করা সম্ভব?

: জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

: এটা একটা ছেলেমানুষি কথা, পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব। আমার সঙ্গে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমাকে বলুন, এই মিশন গ্রহণ করতে আপনি রাজি আছেন?

ফকনার লোকটিকে পছন্দ করতে শুরু করলো। এ কাজের লোক। কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এবং এর সঙ্গে কথাবার্তা হওয়া উচিত সরাসরি। কথার মারপ্যাঁচ না দেখালেও চলবে।

: বলুন রাজি আছেন?

: হ্যাঁ বলবার আগে সব ভালোমতো জানতে চাই।

: আপনি সব কিছুই জানবেন। আপনার জন্য কয়েকটি ফাইল তৈরি করা হয়েছে। এগুলি ভালো করে পড়ুন। কাল ভোর ন'টায় আপনি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবেন।

: ঠিক আছে তা বলবো।

: অবশ্যি আপনি হ্যাঁ বললেই যে আমার মিশনটি আপনার হাতে দেবো তেমন কোনো কথা নেই। আমরা অন্য লোকজনদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলছি।

: ভালো। বাজার যাচাই করে নেয়াই ভালো।

: কর্নেল ফকনার, আপনাকে একটা কথা বলা ...

: আমাকে কর্নেল বলবেন না। সেনাবাহিনী আমি অনেক আগে ছেড়ে এসেছি।

: মি. ফকনার, আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে ...।

: ফাইলগুলো পড়ার আগে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না।

: ঠিক আছে।

: আমি এখন তাহলে উঠি।

: বেশ। দেখা হবে কাল ন'টায়।

ফকনার ঘর থেকে বেরুবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। শান্ত স্বরে বললে, সিআইএ জুলিয়াস নিশোকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে কেন?

: উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

: বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার মতো কোনো মহৎ আদর্শ তাদের আছে বলে আমরা জানা নেই।

: আমরা জেনারেল ডোফার পতন দেখতে চাই। মোরাভার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কের প্রয়োজন আছে।

: কি প্রয়োজন আছে?

: মোরাভায় কপারের এবং মলিবডিনামের খনি আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মলিবডিনাম আসে মোরাভা থেকে। আমরা চাই না সেই মলিবডিনাম আমাদের হাতছাড়া হয়ে অন্য ব্লকে চলে যাক।

: আপনার ধারণা, জুলিয়াস নিশো ক্ষমতায় থাকলে মলিবডিনাম বা কপার ভিন্ন ব্লকে যাবে না?

: সম্ভবত না। যদি যায় তাদের তাকেও সরানো হবে। কাউকে সরানো তেমন কঠিন কিছু নয়।

ফকনার তাকিয়ে রইলো। তার বেশ মজা লাগছে। আরেকটি সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছে না। এইবার হয়তো সে চেঁচিয়ে উঠবে।

: সাধারণত আমরা কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলি। এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না—কারণ, জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনী তার খুবই অনুরক্ত। যে কারণে নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের বাইরের সাহায্য নিতে হচ্ছে। ভালো কি মন্দ, সেটা আপনার দেখার কথা নয়। আপনি দেখবেন আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে কি-না।

: তাও ঠিক। আমি কি এখন যেতে পারি?

: পারেন। এন্ট্রি রুমে অপেক্ষ করুন, আপনাকে ফাইলপত্র দেয়া হবে। গুড ডে মি. ফকনার।

: গুড ডে।

জেনারেল সিমসন নন-স্মোকার। সিগারেটের গন্ধ তার সহ্য হয় না—কথাটা ঠিক নয়। ফকনার চলে যাবার পরপরই তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

তাঁর হাতে লাল মলাটের একটি ফাইল। ফকনারের ওপর সিক্রেট সার্ভিসের তৈরি একটি গোপন রিপোর্ট। লাল মলাটের ফাইলের অর্থ হচ্ছে, এ একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সিক্রেট সার্ভিস তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। জেনারেল সিমসন চশমার কাঁচ পরিষ্কার করলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন—

এস ফকনার জুনিয়র

- জন্ম : ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩০। সেইন্ট জোসেফ হসপিটাল। ফার্গো নর্থ ডাকোটা।
  [বাবা-মা'র সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এস ফকনার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত খবরা-খবর ফাইল নং কগ ৩০২/৩১১ ল প ৩৩-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443026-A2]
- ব্লাড গ্রুপ : O পজিটিভ RH পজিটিভ।
- সেনাবাহিনী থেকে ডিসর্চাজ করা হয় ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৪। [ডিসর্চাজের কারণ সম্পর্কিত খবরাখবরের মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443026-A2]
- সাউথ আফ্রিকায় সিআইএ'র পক্ষে দুটি মিশন পরিচালনা করেন। [মিশন দুটির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ফাইল নাম্বার কগ ৩০২/৩১১ বস ৩২-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2] কোনো রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই তবে কিছু উগ্র বামপন্থী বন্ধু-বান্ধব আছে। [তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের ওপর একটি রিপোর্ট ফাইল নাম্বার কগ ৩০২/৩১১বস ৩৪-এ আছে। মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2]
- মোরাভায় জেনারেল ডোফার সৈন্য বাহিনীর একজন ট্রেনার হিসেবে কিছুদিন ছিলেন। [এই প্রসঙ্গে কোনো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি হয় নি। সংগৃহীত তথ্যাবলি মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443029-A2-তে সংরক্ষিত আছে। তথ্যাবলি খুব নির্ভরযোগ্য নয়]
- জুয়া খেলতে পছন্দ করেন। মদ্যপান করেন। মেয়েমানুষ ও অর্থের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। [তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মাইক্রো ফিল্ম কোড : BCL 3443030-A2-তে সংরক্ষিত আছে]

জেনারেল সিমসনের চুরুট নিভে গিয়েছিল। তিনি অনেকটা সময় নিয়ে চুরুট ধরালেন এবং ফকনার প্রসঙ্গে যে ক'টি রিপোর্ট তৈরি আছে তার সব

ক'টি আনতে বললেন। তাঁর পিএ বললো—কফি বা অন্য কিছু কি খাবেন? তিনি তার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

: ফকনারকে কেমন লাগলো তোমার?

: তার সম্পর্কে আমি জানি। উনি একজন ভয়ানক মানুষ।

জেনারেল সিমসন মৃদু হাসলেন, যার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

ফকনারকে দুটি ফাইল দেয়া হয়েছে। ফাইল দু'টি যে নিয়ে এসেছে তার বয়স খুবই অল্প। লাজুক স্বভাবের একজন। সে বললো—আপনি যদি চান আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

: কেন?

: ফাইলের অনেক রেফারেন্স হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। সেগুলি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমার সমস্তই ভালো করে পড়া আছে।

: আমি চেষ্টা করবো নিজে নিজে বুঝতে।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। তরুণ অফিসারটি অবাক হয়ে বললো—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

: কোনো একটি হোটেলে। সস্তায় হোটেল কোথায় পাওয়া যাবে, আছে আশেপাশে?

: আছে। কিন্তু আপনি তো কোনো হোটেলে যেতে পারবেন না।

: কেন?

: আপার সঙ্গে যে দু'টি ফাইল আছে সে দু'টি এই ভবনের বাইরে নেয়া যাবে না।

: তার মানে আজ রাতে আমাকে এখানে থাকতে হবে?

: হ্যাঁ। আপনার কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আমাদের গেস্টরুমটি চমৎকার।

: আর আমি যদি ফাইল পড়তে না চাই? যদি এই মিশন সম্পর্কে উৎসাহী না হই, তাহলে?

: তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনি যাবেন না। কারণ আপনি ইদানিং খুব অর্থকষ্টে আছেন।

ফকনার ক্লান্ত স্বরে বললো—নিয়ে চলুন আপনার গেস্টরুমে। প্রচুর হুইস্কির ব্যবস্থা রাখবেন। মাঝে মাঝে মাতাল হতে আমার ভালো লাগে।

: আপনার জন্যে হার্ড ড্রিংকস-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনার যদি বিশেষ ধরনের কোনো হুইস্কির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে তা বলতে পারেন, ব্যবস্থা করবো।

: কারোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। পৃথিবীর সমস্ত মদ এবং সমস্ত নারী আমার কাছে এক ধরনের মনে হয়।

জুলিয়াস নিশোর ঘুম ভাঙলো ভোর পাঁচটায়। তিনি অবশ্যি তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ি ছাড়া এখানে সময় বোঝার অন্য কোনো উপায় নেই। মাথার অনেক ওপরে ছোট্ট একটি ভেন্টিলেটর আছে। সেখান থেকে তেমন কোনো আলো আসে না। এলেও তা ধরা যায় না, কারণ ঘরে দিন-রাত্রি দু'শ পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলে। তিনি বাতিটি দিনের বেলা নিভিয়ে দেবার জন্যে মাওয়াকে বলেছিলেন। মাওয়া বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে, কাল থেকে বাতি রাতের বেলা জ্বলবে না। কিন্তু ঠিকই জ্বলেছে। একই অনুরোধ দ্বিতীয়বার করতে তাঁর ইচ্ছা হয় নি।

মাওয়াকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তিনি যা বলেন, সে তাতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়—কিন্তু রাজি হওয়া পর্যন্তই। একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন, মাওয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, কাল আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। তিনি বলেছিলেন—আজ দেয়া যায় না?

: ঠিক আছে স্যার, নিয়ে আসছি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসবো।

তিনি অপেক্ষ করেছেন। সে আসে নি। মানুষ পশু নয়। তার চরিত্র এমন হবে কেন? ঘড়ি সে দেবে না, এটা স্পষ্ট করে প্রথমবারেই কি বলে দেয়া যেতো না?

জুলিয়াস নিশো ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এখন ঠাণ্ডা লাগছে। সূর্য ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাপ বাড়তে থাকবে। বাতাস থাকবে না। অসহনীয় উত্তাপ। তারপর রাতের বেলা আবার শীত নামতে শুরু করবে। সেই শীতও অসনীয়। আসলে বয়স হয়েছে, এই বয়সে শরীর অশক্ত হয়ে পড়ে। সামান্য শীতও শরীরের হাড়ে গিয়ে বিঁধে।

নিশো বিছানা থেকে নামলেন। মাওয়াকে ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে, কারণ সে একটি কাজ করেছে। লেখার জন্যে টেবিল-চেয়ার দিয়েছে। সময় কাটানোর জন্যে তিনি একটি লেখায় হাত দিয়েছেন। নাম দিয়েছেন—কালো মানুষ ঃ সাদা মানুষ। নামটি প্রথম দিন ভালো লেগেছিল, দ্বিতীয় দিনে লাগে নি। দ্বিতীয় দিনে নাম দিলেন—এক কালো মানুষ। সেই নামও এখন পছন্দ হচ্ছে না। তিনি আজ সেই নাম কেটে লিখলেন—কালো মানুষ। ছোট নামই ভালো কিন্তু লেখা এগুচ্ছে না। তিনি ভেবে রেখেছেন, খুব হালকা ধরনের একটি লেখা লিখবেন। নানান রকম রসিকতার মধ্য দিয়ে কালো মানুষের দুঃখ তুলে আনবেন। কিন্তু লেখা ভারিক্কি ধরনের হয়ে যাচ্ছে।

নিশো কলম হাতে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তাঁর ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। মাওয়া কখন আসবে কে জানে। গরম এক কাপ কফি খেলে হতো।

মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাও হচ্ছে। চোখের সামনে দু'শ পাওয়ারের বাল্ব নিয়ে ঘুমানো মুশকিল। আজ আরেকবার অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয়।

ফোর্টনকের মাঠে সম্ভবত পিটি হচ্ছে। তালে তালে হাত-পা ফেলার শব্দ হচ্ছে। এই শব্দগুলি শুনতে ভালো লাগে। তিনি দীর্ঘ সময় মন দিয়ে শব্দগুলি শুনলেন। মনে মনে সৈন্যদের তালে তালে হাত-পা ফেলার দৃশ্যটি দেখতে চেষ্টা করলেন। সারি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে খাকি হাফ শার্ট। গায়ে ধবধবে সাদা গেঞ্জি। সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের ঘামে ভেজা চকচকে কালো মুখে। কালো রঙের মতো সুন্দর কি কিছু আছে?

তাঁর মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। তিনি আবার এসে বিছানায় শুলেন। হাত বাড়িয়ে একটি মোটা বই নিলেন। পড়বার জন্যে মাওয়া দিয়ে গিয়েছে। নিতান্তই বাজে বই। একটি কালো ছেলের প্রেমে পড়েছে সাদা মেয়ে। মেয়েটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে। মেয়ের বাবা তাকে ধরবার জন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বন ঘিরে ফেলেছে। অসম্ভব সব ব্যাপার। পাতায় পাতায় [illegible]গে সমস্ত বর্ণনা। মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু না খেয়ে সেকেন্ডও থাকতে [illegible]ছে না। এবং চুমু খাবার সময় ছেলেটির হাত চলে যাচ্ছে [illegible] বিশেষ জায়গায়।

নিশো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এ জাতীয় বই পড়বার বয়স তাঁর নেই। শারীরিক বর্ণনায় তিনি এখন আর উত্তেজনা বোধ করেন না।

মাওয়া যখন ঘরে ঢুকলো তখন নিশো ঘুমুচ্ছেন। তাঁর গা ঈষৎ উষ্ণ। রাতে ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বরজারি হতে পারে। তালা খোলার শব্দে তিনি জেগে উঠে স্বভাবসুলভ সতেজ গলায় বললেন—মাওয়া, সুপ্রভাত।

: সুপ্রভাত মি. নিশো। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?

: এই অবস্থাতে ভালোই বলা চলে। অবশ্যি শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছি। আরেকটি গরম কম্বলের ব্যবস্থা করা যাবে?

: নিশ্চয়ই যাবে। আমি আজ বিকেলেই নিয়ে আসবো।

জুলিয়াস নিশো সামান্য হেসে বললেন—তুমি পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বলো। অনেক কিছুই নিয়ে আসার কথা বলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আসে না।

মাওয়া গম্ভীর গলায় বললো—কম্বল, বিকেলের মধ্যেই পাবেন।

: মাথার ওপরের এই বাতি, এটা কি নিভিয়ে রাখা রাখা যায়?

: এই বাতি রাত ন'টায় পর থেকে জ্বলবে না।

BDeBooks.com

মাওয়া খাবারের প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। ফ্লাস্কে কফিও আছে। ভালো কফি। খাবারগুলি যত্ন করে তৈরি করা। সৈন্য বা কয়েদিদের সাধারণ খাবার নয়।

: মাওয়া, এই খাবারগুলি কে রান্না করে?

: আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে।

: চমৎকার রান্না। তাদের আমার ধন্যবাদ দিয়ো।

: ধন্যবাদ দেয়া যাবে না। কারণ আপনি যে এখানে আছেন, এটা তাদের জানানো যাবে না।

: যখন আমি এখানে থাকবো না কিংবা এই পৃথিবীতেই থাকবো না, তখন দিয়ো। তাদের বলবে, আমি সারা জীবন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কষ্ট করেছি কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে খুব ভালো খানাপিনা করেছি।

: আমি বলবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওয়া ওঠার উপক্রম করলো। নিশো বললেন—বাইরের কি খবর? আমার মৃত্যুসংবাদ দেশবাসী কিভাবে নিয়েছে?

আমি জানি না কিভাবে নিয়েছে, বাইরের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ফোর্টনক শহর থেকে অনেক দূরে।

: তা অবশ্যি দূরে। তোমার স্ত্রী, কন্যা? ওরা খবরটা কিভাবে নিয়েছে?

: জানি না, মি. নিশো। আমি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করি না। রাজনীতি মেয়েদের বিষয় নয়।

: রাজনীতি কোথায়? তুমি কথা বলবে একটি মানুষের মৃত্যু নিয়ে।

: আমি কথা কম বলি।

: আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে কথা কম বলাটাই বড় মানবিক গুণ বলে ধরা হয়। অথচ আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি এমন একটি দেশের যেখানে আমরা সবাই ইচ্ছেমতো বকবক করতে পারবো।

মাওয়া আর দাঁড়ালো না। নিশো গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। মাওয় কম্বল নিয়ে এলো না। দুশ পাওয়ারের বাতি জ্বলতেই থাকলো।

জেনারেল সিমসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফকনারের কাছ থেকে পাওয়া এ জবাব তিনি যেন আশা করেন নি। তিনি চশমা খুলে চশমার কাচ পরিষ্কার করলেন। টেবিলে রাখা পানির গ্লাসে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—আপনি সত্যি সত্যি মিশনটির ব্যাপারে আগ্রহী নন?

: না।

: আপনি কি সমস্ত কাগজপত্র ভালোমতো দেখেছেন?

: দেখেছি বলেই বলছি। এটা অসম্ভব। ফোর্টনকে আক্রমণ করা মাত্রই জেনারেল ডোফার প্রেসিডেন্ট ব্যাটালিয়ানে খবর পৌঁছবে। এরা হেলিকপ্টার নিয়ে দশ মিনিটের ভেতর চলে আসতে পারবে। স্থলপথে আসতে ওদের লাগবে খুব বেশি হলে দেড় ঘণ্টা। ওদের রুখতে আমার দরকার পুরোপুরি একটা সৈন্যবাহিনী। আর্টিলারী সাপোর্ট।

জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন—দেড় ঘণ্টার মধ্যেই যদি কাজ সেরে আপনারা আকাশে উড়তে পারেন তাহলে কেমন হয়?

: কিভাবে উড়বো?

: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি একটা পুরোনো রানওয়ে আছে। সেখানে দেড় ঘণ্টার ভেতর একটা বিমান পাঠাতে পারি।

: রানওয়ে ফোর্টনক থেকে কত দূরে?

: পঞ্চাশ মাইলের কম। সত্তর কিলোমিটার।

: সম্ভব নয়। ডোফা নির্বোধ নয়। প্রথমেই সে রানওয়ে দখল করবার জন্যে সৈন্য পাঠাবে।

জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন—আপনাকে আমি যথেষ্ট সাহসী ভেবেছিলাম।

: আমি সাহসী। সাহসী মানেই কিন্তু নির্বোধ নয়। আচ্ছা আমি উঠি।

: একটু বসুন। এক মিনিট।

ফকনার বসলো। বিরক্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালো।

সিমসন কিছুই বলছেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলার কারণ ধরা যাচ্ছে না।

: এক মিনিট হয়ে গেছে, মি. সিমসন।

সিমসন নড়েচড়ে বসলেন। ভারি গলায় বললেন—মিশনটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আপনি না করলে অন্য কাউকে দিয়ে করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই, আপনি এটি পরিচালনা করুন। আপনার যতো রকম সাহায্য-সহযোগিতা দরকার আপনি সব পাবেন।

: আমরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গী-সাথীকে রাতের বেলা ফোর্টনকের পাঁচ মাইলের ভেতর নামিয়ে দেবো এবং বেরিয়ে আসবার জন্যে পুরোনো রানওয়েতে বিমান থাকবে। যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও আপনার প্রাপ্য টাকার পুরোটাই আপনাকে অগ্রিম দেয়া হবে। টাকার পরিমাণ শুনলে আপনার ভালো লাগবে।

: কতো টাকা?

: এক মিলিয়ন ইউএস ডলার। অনেক টাকা।

: এক মিলিয়ন ইউএস ডলার আমি একাই নেবো। আমার সঙ্গী-সাথীরা কি পাবে?

: ক'জন থাকবে আপনার দলে?

: তিনজন অফিসার। পাঁচজন এনসিও এবং পঞ্চাশজন কমান্ডো।

: এদের জন্যে কতো চান আপনি?

: দু'মিলিয়ন ইউএস ডলার।

: আমি রাজি আছি।

: আমি যে তিনজন অফিসার নেবো তাদের একজনের নাম জনাথন। এন্ড্রু জনাথন। সে শিকাগোতে আত্মগোপন করে আছে। আপনারা তাকে খুঁজে বের করবেন। এবং আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

সিমসন তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

: আমার দ্বিতীয় অফিসার ইউটার জেলে বন্দী। তাকেও আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

: তা কি করে সম্ভব। একজন কয়েদিকে বের করে আপনার সঙ্গে দেয়া চলে না। আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন।

: আমি আমার শর্তগুলির কথা বলছি। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার দলের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা আছে এমন একটি জায়গা দরকার। গামাল হাসিম নামে আরো একজন ব্যবসায়ী আমার প্রয়োজন। এবং...

: আপনার সব প্রয়োজনের কথাই আমি শুনতে রাজি আছি কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত এক কয়েদিকে এর জন্যে বের করে আনা যায় না।

: সিআইএ অনেক কিছু করতে পারে বলে শুনেছি।

: আপনি ভুল শুনেছেন।

: মোরাণ্ডায় আমি আমার দলবল নিয়ে এখনি নামতে পারি, যখন আমি জানবো ঐ কয়েদি আমার পাশে আছে।

: তার নাম কি?

: বেন ওয়াটসন।

: বেন ওয়াটসন জুনিয়র?

: হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রটি কি?

: এই প্রশ্ন কি অবান্তর নয় জেনারেল?

: হ্যাঁ, অবান্তর। একজন কয়েদিকে মিশনে পাঠানো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। শীতল স্বরে বললো—আমাকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন ঠিক সেভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করবেন, এটা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই?

: নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন।

জেনারেল সিমসন বেল টিপলেন। এবং যান্ত্রিক স্বরে বললেন—আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিদায়ের সময় জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কোমল স্বরে বললেন—ভালো থাকবেন মি. ফকনার।

প্লেনে ওঠার আগে আগে জেনারেল সিমসনের এডিসি তাঁর হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বললো—জেনারেল আপনাকে দিয়েছেন।

: কী আছে এর মধ্যে?

: আমি জানি না। জেনারেল বলেছেন কাগজপত্রগুলি মন দিয়ে পড়তে।

কাগজপত্র বিশেষ কিছু না। একটি চেক। যেখানে টাকার অঙ্ক লেখা নেই। এবং দুলাইনের একটি নোট।

"আমি বেন ওয়াটসনের ব্যাপারে চেষ্টা করছি।"

এন্ড্রু জনাথন

বয়স	: ৩৪
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি
ওজন	: একশ' পনেরো পাউণ্ড
চোখ	: নীল বর্ণ
চুল	: পিঙ্গল
জন্মস্থান	: ক্যানসাস সিটি

জনাথন লোকটি ছোটখাট। ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া তার চেহারায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তাকে দেখলেই মনে হয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। দুর্বল এবং অসুস্থ একটি ভাব আছে তার মধ্যে। ইদানিং সে ডান পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। আর্থরাইটিসের প্রথম ইশারা হতে পারে। তাদের পরিবারের আর্থরাইটিসের ইতিহাস আছে।

লোকটি কথা বলে কম। কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না। থাকে ওয়াশিংটনের পশ্চিমের একটা হোটেলে। মাসে একবার সিটি ব্যাংক থেকে পাঁচশ ত্রিশ ডলার নিয়ে এসে হোটেলের বিল মেটায়। মাসে দু'বার যায় সিঙ্গেলস ক্লাবে, উদ্দেশ্য—কোনো মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যায় কি-না। উদ্দেশ্য

সফল হয় না কোনো সময়ই। মেয়েরা তেতাল্লিশ বছরের কোনো মানুষের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করে না। তার চেয়েও বড় কথা—জনাথন নাচ জানে না। কাজেই কোনো মেয়েকে গিয়ে বলতে পারে না—তুমি কি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ নাচবে?

অবশ্যি তার সময় সে জন্যে যে খুব খারাপ কাটে তা নয়। সমুদ্রের পাড়ে প্রতিদিনই সে বেশ কিছুটা সময় কাটায়। কয়েকটা বিয়ার খায়। কোনো কোনো দিন মুভি দেখে তারপর ফিরে আসে নিজের ঘরে। প্রতি রাতেই তার ভালো ঘুম হয়। জীবন থেকে অবসর নেয়া একজন মানুষ। যার জীবনে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। উত্তেজনার প্রয়োজনও নেই।

একদিন দুপুর আড়াইটার দিকে এই লোকটি হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তার স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিলো। হোটেলের মালিক অবাক হয়ে বললো—অসময়ে চলে যাচ্ছেন?

জনাথন হাসলো।

: আবার আসবেন।

: আসবো। নিশ্চয় আসবো।

জনাথনের গায়ে একটি সামার কোট। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপী। হাতে রেক্সিনের একটি হ্যাণ্ডব্যাগ। সে হেঁটে হেঁটে গেল গ্রে হাউণ্ড বাস স্টেশনে। স্যুটকেস বুক করলো নিউ অরলিংটনের ঠিকানায়।

ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে গেল ফ্লাওয়ার শপে। ফুলের দোকানের ছোট্ট মেয়েটিকে বললো — টকটকে লাল রঙের তিন ডজন গোলাপ দিতে পারো? সবচেয়ে বড় সাইজ। মেয়েটি হেসে বললো—বিশেষ কোনো উৎসব বুঝি?

: হ্যাঁ, খুব বড় উৎসব।

: তোড়া বানিয়ে দেবো?

: দাও।

: দাম কিন্তু অনেক পড়বে। এগুলি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে।

: আমি ক্যাশ পেমেন্ট করবো। দামের জন্যে অসুবিধা নেই।

: তুমি নিজেই নিয়ে যাবে?

: হ্যাঁ, আমি নিজেই নিয়ে যাবো।

জনাথন কয়েক মুহূর্তে চুপ থেকে বললো—ফুলের সঙ্গে আর কি দেয়া যায় বল তো?

: কাকে দিচ্ছো?

: তা বলা যাবে না।

: আমার মনে হয় ফুলগুলিই যথেষ্ট। চমৎকার ফুল। আমাকে কেউ কোনোদিন এতগুলি ফুল একসঙ্গে দেয় নি।

জনাথন চলে গেল ফলের দোকানে। এক ঝুড়ি আপেল কিনলো। টকটকে লাল রঙের আপেল। বড় সুন্দর।

ফুল এবং ফলের ঝুড়ি হাতে সে বেলা চারটার দিকে সমুদ্রের পাড়ে উপস্থিত হলো। এই জায়গাটি তার খুব ভালো চেনা। গত ছ'মাসে প্রতিদিন একবার করে এখানে এসেছে। চষে বেড়িয়েছে চারদিক। এটা কি উদ্দেশ্যমূলক ছিল? হয়তো বা। জনাথনের চোখে-মুখে এখন আর আগের আলস্য নেই। চোখ ঝকঝক করছে। ঈগল পাখির দৃষ্টি। সে এগিয়ে গেলো সাউথ পয়েন্ট টার্মিনালে। বেশ কয়েকটি শখের প্রমোদ তরী ভিড় করে আছে। সুন্দর সুন্দর নাম—সুইট সিক্সটিন, দি ড্রিম, দি রেড রিবন। এরা সন্ধ্যার আগে আগে ছেড়ে যাবে। রাত দশটা-এগারোটার দিকে ফিরে আসবে।

জনাথন যে প্রমোদ তরীটির কাছে এসে দাঁড়ালো তার নাম—দি ফার ইস্ট। চমৎকার দোতলা একটি ছিমছাম জলযান। ধবধবে সাদা রঙ। নীল জলের সঙ্গে এতো চমৎকার মানিয়েছে!

: এখানে কি পল ভিন্তানি আছেন?

: কেন?

: আমার একটু প্রয়োজন ছিল।

: কি প্রয়োজন?

: আমি তার জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছিলাম।

জনাথন তার উপহার দেখালো এবং বিনীত ভঙ্গিতে হাসলো। মৃদুস্বরে বললো—এক সময় তাঁর উপহার পেয়েছিলাম, সেই জন্যে আসা।

: উপহার আমার কাছে দাও, নিয়ে যাচ্ছি। নাম কি বল? পল ভিন্তানিকে বলবো।

: আমি একজন অভাজন ব্যক্তি। নাম বললে চিনতে পারবেন না। দেখলে হয়তো চিনতে পারতেন।

: না, তুমি যেতে পারবে না। নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে।

: আপনি আমাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখুন।

: দেখাদেখির দরকার নেই। দাও, উপহারগুলি দাও। কি নাম বলবো?

: নাম বলতে হবে না। বলবেন, একজন দরিদ্র ভক্ত।

লোকটি ফুল এবং আপেল নিয়ে চলে গেল। জনাথন হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো নিচে। তার মনে ক্ষীণ আসা—এক্ষুনি তার ডাক পড়বে। এতগুলি চমৎকার ফুল কে দিয়েছে, কি জন্যে দিয়েছে, এটা জানার আগ্রহ সবারই হবে। পল ভিন্তানিরও হওয়া উচিত।

এবং তাই হলো, জনাথনকে ভেতরে যেতে বলা হলো।

পল ভিন্তানির বয়স ত্রিশের কম। কিন্তু দেখাচ্ছে চল্লিশের মতো। তার কোমর জড়িয়ে যে মেয়েটি বসে আছে, তার বয়স সতেরোর বেশি হবে না। এমন একজন রূপসী মেয়েকে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। পল ভিন্তানি প্রচুর মদ্যপানের কারণে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। কথা বললো মেয়েটি, এতো চমৎকার গোলাপগুরি তুমি পলকে দিয়েছ? জনাথন বিনয়ে মাথা নিচু করে ফেললো।

: এতো সুন্দর ফুল দিতে হয় প্রেমিকাকে। তোমার বোধহয় প্রেমিকা নেই।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। সেও মনে হয় নেশাগ্রস্ত।

ভিন্তানি থেমে থেমে বললো—তোমাকে চিনতে পারছি না।

: আমার নাম জনাথন।

: জনাথন ফুলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন যেতে পারো। আর তোমার যদি কোনো আবদার থাকে পরে এসে বলবে। কিছু একটা তোমার মনে আছে। বিনা কারণে কেউ ফুল দেয় না। হা-হা-হা-।

ভিন্তানি হাতের ইশারা করে জনাথনকে চলে যেতে বললো। জনাথন একটু পিছিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিলো।

: ভিন্তানি, আমাকে তোমার চেনার কথা। আমার নাম এণ্ড্রু জনাথন। জার্মানিতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে এতো সহজে ভুলে যাওয়া ঠিক না।

ভিন্তানির নেশা কেটে যেতে শুরু করলো। মেয়েটি তাকাচ্ছে অবাক হয়ে। সে উঠে দাঁড়াবে কি দাঁড়বে না ঠিক করে উঠতে পারছে না। জনাথন মেয়েটিকে ঠাণ্ডা গলায় বললো—নড়াচড়া করবে না। কোনো রকম সাড়াশব্দও করবে না। আমার সঙ্গে একটি লুগার থারটি সিক্স পিস্তল আছে। পিস্তল চালনায় আমার দক্ষতা তোমার বন্ধু মি. ভিন্তানি ভালোই জানেন। তাই না মি. ভিন্তানি? ভিন্তানি শুকনো গলায় বললো—তুমি কি চাও?

: তেমন কিছু চাই না। আমি কিছু কোকেন এনেছি তোমার জন্যে। এইটি তুমি আমার সামনে খাবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। এটা আমার অনেক দিনের শখ।

ভিন্তানির নেশা পুরোপুরি কেটে গেল। তার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। জনাথন তার সামার কোটের পকেট থেকে পিস্তলটি বের করলো। ছোট্ট ছিমছাম একটি জিনিস।

ভিন্তানি টেনে টেনে বললো—জনাথন, তুমি জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের হতে পারবে না।

: তোমার মতো জীবনের প্রতি আমার মোহ নেই। বের হতে না পারলেও ক্ষতি নেই। খেতে শুরু করো। পিস্তলের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কোকেন খেয়ে মরা ভালো। এতে কষ্ট কম হয় বলে আমার ধারণা।

জনাথন তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। যেন কিছুই হয় নি। ভিন্তানি খেতে শুরু করলো। তার চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসছে। চাপা একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে মুখ থেকে।

মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জনাথনের দিকে। অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি সে নিজের চোখের সামনেই দেখছে তবু স্বীকার করতে পারছে না।

জনাথন বললো—তোমার মতো এমন রূপসী একটি মেয়ের তো খুব ভালো ছেলেবন্ধু পাওয়ার কথা। এর সঙ্গে লেপ্টে আছ কেন?

মেয়েটি জবাব দিলো না। জনাথন বললো—কি নাম তোমার?

: এলেনা।

: এলেনা! তোমার বন্ধুর মৃত্যু হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। তবু একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হওয়া ভালো।

এলেনা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলো। জনাথন বললো—শুভ সন্ধ্যা, এলেনা।

জনাথন নির্বিঘ্নে নিচে নেমে এলো। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না। সে মুখে একটি বিনীত হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

তাঁর খোঁজ পড়লো পঁত্রিশ মিনিট পর। ওয়েস্ট কোস্টের মাফিয়া বস এত্তেনার বড় ছেলে পল ভিন্তানি মারা গেছে। খবর ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মতো।

এণ্ড্রু জনাথন মিলিয়ে গেছে হাওয়ার মতো। এত্তেনা ঠাণ্ডা গলায় বললো, বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একে আমি চাই। সে এ শহরেই আছে। এবং সে কোনো জাদুমন্ত্র জানে না।

এত্তেনা মাফিয়াদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখবার ব্যবস্থা করলো। তারা নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শহর থেকে বের হবার সমস্ত পথ সিল করে দিলো। মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘের গুহায় ঢুকে কেউ বাঘের বাচ্চা মেরে যেতে পারে না। বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে গেলো। এণ্ড্রু জনাথন ধরা পড়লো না। শিকাগো মাফিয়াদের একটি প্রধান শাখা থেকে বিপুল সাহায্য এসে উপস্থিত হলো। শহরকে বন্ধ করা হবে। চিরুনির মতো এলাকটিতে আঁচড়ানো হবে। একটি মাছিও যেন যেতে না পারে। জনাথন তো একজন জলজ্যান্ত মানুষ।

শহরকে ঘিরে একটি কাল্পনিক বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। সেই বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু জনাথনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চম দিনে এত্তেনা একটি টেলিফোন কল পেলো। জেনারেল সিমসন লং ডিসটেন্স কল করেছেন। তাদের কথাবার্তা হলো এরকম—

সিমসন : আমাকে চিনতে পারছেন তো?

এত্তেনা : পারছি। বয়স হয়েছে, স্মৃতি দুর্বল। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি।

সিমসন : আপনার পারিবারিক দুঃসংবাদের খবরে দুঃখিত হলাম।

এত্তেনা : ধন্যবাদ। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিমসন : শুনলাম, এণ্ড্রু জনাথন এখনো ধরা পড়ে নি।

এত্তেনা : না। তবে ধরা পড়বে। সময় হয়ে এসেছে। আপনি শিকাগো শহরে একটি সূঁচ ফেলে রাখুন, আমি খুঁজে বের করে দেবো। সেই ক্ষমতা আমার আছে। আশা করি স্বীকার করবেন।

সিমসন : আমি একটি বিশেষ কারণে আপনাকে টেলিফোন করেছি।

এত্তেনা : কারণ ছাড়া আপনাদের মতো মানুষ আমাদের খোঁজ করবেন না, তা আমি জানি। কারণটি বলুন।

সিমসন : এণ্ড্রু জনাথনকে আমাদের প্রয়োজন। অত্যন্ত প্রয়োজন।

এত্তেন : (নীরব)

সিমসন : আপনি আপনার দলের সবাইকে উঠিয়ে নেবেন।

এত্তেনা : (নীরব)

সিমসন : এণ্ড্রু জনাথনকে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আপনার কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চাই।

এত্তেনা : তা সম্ভব নয়।

সিমসন : আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বলে জানতাম।

এত্তেনা : (নীরব)

সিমসন : আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাকে জানাবেন। হ্যাঁ কিংবা না।

জেনারেল সিমসন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। এবং এক ঘন্টা পর ফকনারকে টেলিফোনে জানালেন, এণ্ড্রু জনাথনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তাকে আগামীকাল ভোরে পৌঁছে দেয়া হবে।

: খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় নি তো?

: না, তেমন হয় নি।

: বেন ওয়াটসন জুনিয়রকে কবে পাবো?

: বলতে পারছি না।

: পাবো তো?

সিমসন জবাব দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে বেন ওয়াটসনকে ডেকে তোলা হলো। কারারক্ষী বললো—জেল ওয়ার্ডেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বিশেষ প্রয়োজন। বেন ওয়াটসন গম্ভীর হয়ে রইলো, কিছু বললো না।

: আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

: তাঁর সঙ্গে আমার এমন কোনো জরুরি কথা থাকতে পারে না যে আমাকে রাতদুপুরে তাঁর কাছে যেতে হবে।

: আপনাকে যেতে হবে দয়া করে তর্ক করবেন না।

বেনা ওয়াটসন উঠে পড়লো। প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটি মানুষ। আড়াইশ'-তিনশ' পাউণ্ড ওজন—যে কারণে তাকে রোগা দেখায়। এর চোখ দুটি বড় বড় এবং আশ্চর্য রকমের কালো। চোখের দিকে তাকালে এই মানুষটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তারা এই ভুল করে না।

: মিঃ বেন ওয়াটসন!

: হ্যাঁ।

: কফি খাবেন?

: দুপুর রাতে আমি কফি খাই না।

: লম্বা একটি জার্নি করবেন। গরম কফির কথা সে জন্যেই বলছি।

ওয়াটসন তাকিয়ে রইলো।

: আপনি রওনা হবেন খুব শিগগিরই।

: কোথায়?

: মিসিসিপি পেনিটেনশিয়ারী।

: কারণ?

: আমি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদেশে এ কাজ করছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্তাব্যক্তি আছে। এদের একজন আপনার সঙ্গে যাবেন।

: আমি এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা জানা ছিল না।

: আমার নিজেরও জানা ছিল না। সিগারেট নিন।

: আমি সিগারেট খাই না।

: কফি? কফির কথা বলবো?

: একবার তো বলেছি, রাতদুপুরে আমি কফি খাই না।

ওয়ার্ডেন সিগারেট ধরালেন। তাঁর চোখ কৌতূহলে চিকমিক করছে।

: মিঃ ওয়াটসন!

: বলুন।

: আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে আর্মার্ড গাড়িতে। মাঝপথে গাড়ি ভেঙে আপনি পালাবেন।

: তার মানে?

: মানে খুব সহজ, মি. ওয়াটসন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট চাচ্ছে আপনি পালিয়ে একটি বিশেষ মানুষের কাছে যাবেন। কাজেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে যাতে আপনি তা করতে পারেন।

: স্টেট ডিপার্টমেন্টের হাতে এতোটা ক্ষমতা আমার জানা ছিল না।

: আমার নিজেরও জানা ছিল না মি. ওয়াটসন।

বেন চুপ করে রইলো। সে কথাবার্তা খুব কম বলে। তার ওপর তার ঘুম পাচ্ছে। ওয়ার্ডেন নিচু গলায় বললো, যে লোকটির সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে তার নাম তো জানতে চাইলেন না।

: নাম অনুমান করতে পারছি—ফকনার। একমাত্র ফকনারের মাথায়ই এ জাতীয় পরিকল্পনা খেলে।

: উনি কি আপনার বন্ধু?

: আমাদের দুজনারই কোনো বন্ধু নেই। তিনটা বাজছে, এখন কি রওনা হবো?

: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পেনিটেনশিয়ারীর আর্মার্ড ভেহিকেল ছুটে চলেছে হাইওয়ে ফিফটি নাইন দিয়ে। অন্ধকারে বেন ওয়াটসন বসে আছে চুপচাপ। একজন অল্পবয়স্ক নার্ভাস ধরনের যুবক পরিকল্পনাটি তাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে। বেন ওয়াটসনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না সে কিছু শুনছে। তরুণটি মৃদুস্বরে বললো—আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

: না।

: আমি কি আবার গোড়া থেকে বলবো?

: না। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন ঘুমুবো। সময় হলে আমাকে ডেকে তুলবেন। তরুণটি চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন ওয়াটসন নাক ডাকতে লাগলো। তরুণটি বিড়বিড় করে নিজের মনে কি যেন বললো। একা একা বসে থাকতে তার কেমন জানি ভয় করছে। গাড়ির ভেতরটা বড় অন্ধকার। এখান থেকে বাইরে কি হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। তার চেয়েও বড় কথা—অদ্ভুত এক মানুষ তার সহযাত্রী। সে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তরুণটি খুকখুক করে কাশতে লাগল।

এ ধরনের একটি বাড়ি ফকনার আশা করে নি। টিলার ওপর চমৎকার বাংলো। টালীর ছাদ। পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় ফুলের বাগান করা হয়েছে। বিচিত্র বর্ণের কসমস ফুটেছে বাগানে। একটি বগেনভিলিয়া উঠে গেছে টালীর ছাদে। তার পাতা নীলচে। সবকিছু মিলিয়ে একটি অদেখা স্বপ্ন।

ঠিকানা ভুল হয় নি তো? ফকনার ঠিকানা যাচাই করবার জন্যে একটি নোটবই খুললো—একটি ছেলে বেরিয়ে এলো তখন। ছ'-সাত বছর বয়স। অত্যন্ত রুগ্ন। এরকম একটি রুগ্ন শিশুকে এ বাড়িতে মানায় না। ফকনার বললো—হ্যালো।

ছেলেটি তার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেললো। এর মানে এ বাড়িতে লোকজন বিশেষ আসে না। সে কারণেই অচেনা মানুষ দেখে ছেলেটি হাসছে। ফকনার ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বললো—কেমন আছো তুমি?

: ভালো আছি।

: এরকম চমৎকার একটি সকালে খারাপ থাকা খুব মুশকিল, তাই না?

: হ্যাঁ।

: নাম কি তোমার?

: রবার্ট।

: হ্যালো রবার্ট।

: হ্যালো।

: আমি কি আসতে পারি তোমাদের বাগানে?

: হ্যাঁ, পারো।

: আমার নাম ফকনার।

ফকনার ভেতরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে দিলো—ছেলেটি এগিয়ে দিলো তার ছোট্ট হাত।

: এখন থেকে আমরা দুজন বন্ধু হলাম, কি বল রবার্ট?

: হ্যাঁ, বন্ধু হলাম।

: এখন বলো, মি. রবিনসন তোমার কে হন?

: আমার দাদা।

: আমি সেরকমই ভাবছিলাম। রবিনসন কি আছে?

: আছে।

: কি করছে?

: ব্যায়াম করছে।

ফকনার স্বস্তিবোধ করলো। ব্যায়াম-ট্যায়াম করছে যখন তখন ধরে নেয়া যেতে পারে শরীরের প্রতি নজর আছে।

: দাদাকে ডেকে দেবো?

: আমার এমন কিছু তাড়া নেই। আমি বরং তোমার সঙ্গেই কিছুক্ষণ গল্প করি। এ বাড়িতে তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে থাকে?

: আমরা দু'জনই শুধু থাকি।

: তোমার বাবা-মা?

: বাবা মারা গেছেন। মা'র বিয়ে হয়ে গেছে। থ্যাংকস গিভিংয়ের সময় আমি মা'র কাছে যাই।

: বাহ্, চমৎকার। খুব মজা হয়?

: হয়, এবার ক্রীসমাসে মা আমাদের এখানে আসবে। মা'র সঙ্গে আসবে পলিন।

: পলিন কে?

: পলিন আমার সৎবোন। ভীষণ পাজি।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ। আর খুব মিথ্যাবাদী।

: বল কি!

: হ্যাঁ।

: যতি আসে তাহলে তো বড্ড মুশকিল হবে।

: না, হবে না। ও আমার খুব ভালো বন্ধু।

: আচ্ছা।

: পলিন খুব ভালো মেয়ে।

: কি, একটু আগে বলেছো সে পাজি?

: পাজি, কিন্তু ভালো মেয়ে। মাঝে মাঝে পাজিরাও ভালো হয়।

ফকনার শব্দ করে হেসে উঠলো। বহুদিন এমন প্রাণ খুলে হাসে নি।

হাসি থামাতেই চোখে পড়ল বারান্দায় গম্ভীর মুখে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে। রোগা লম্বা একটি মানুষ। চোখে স্টীল রীমের চশমা। সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক।

ক্লাসে ফিলসফি বা সমাজতত্ত্ব পড়ান। ফকনার হাত নাড়লো। রবিনসন তার কোনো উত্তর দিলো না। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। যেন সে কিছু আশঙ্কা করছে।

: কেমন আছো রবিনসন?

: ভালো।

: তোমার নাতির সঙ্গে কথা বলছিলাম, চমৎকার ছেলে। তোমার নাতি আছে জানতাম না।

রবিনসন জবাব দিলো না।

: এই বাড়িটি নিজের না-কি?

: হ্যাঁ।

: নগদ পয়সায় কিনেছ না মর্টগেজড?

: মর্টগেজড।

: এমন গম্ভীর হয়ে আছো কেন? মনে হচ্ছে আমাকে দেখে খুশি হও নি।

: না, হই নি।

: পুরানো দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে একটু সহজ হতে পারো।

: তোমার সঙ্গে আমার কখনো বন্ধুত্ব ছিল না।

: চশমা নিয়েছো দেখছি।

: বয়স হচ্ছে। ইন্দ্রিয় দুর্বল হচ্ছে।

: হতাশাগ্রস্থের মতো কথা বলছো রবিনসন।

: হতাশাগ্রস্থের মতো না। স্বাভাবিক একজন মানুষের মতোই কথা বলছি।

: শরীর কিন্তু ভালোই আছে। এবং তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না, সাদা চুলে তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আইনস্টাইনের মতো লাগছে।

: ধন্যবাদ।

: আমি কি নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বললে পারি?

: পারো।

: ব্রেকফাস্ট করে আসি নি। ব্যবস্থা করা যাবে?

: যাবে।

ফকনার শিস্ দিতে লাগলো। সে শিসের ভেতর কোনো একটা গানের সুর ভাঁজবার চেষ্টা করছে এবং লক্ষ্য করছে রবার্টকে। ছেলেটি নিজের মনে কথা বলছে এবং একা একা হাঁটছে। হাঁটছে দুর্বলভাবে, যেন পায়ে তেমন জোর নেই। পলিও না-কি? ফকনার সিগারেট ধরালো। সিগারেট খুব বেশি

খাওয়া হচ্ছে। রবিনসন গিয়েছে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে। এতো সময় লাগাচ্ছে কেন? রাজকীয় কোন ব্যবস্থা না—কি?

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ফকনার হালকা গলায় বললো—এই বাড়ি কতো টাকায় মর্টগেজড?

: ত্রিশ হাজার ডলার।

: কতো বছরে দিতে হবে?

: কুড়ি বছর।

: তোমার রোজগারপাতি কি?

: তেমন কিছু না।

: কিছু করছো না?

: করছি।

: বছরে কতো আসে?

: খুবই সামান্য। বলার মতো কিছু না।

: দুঃসময় যাচ্ছে?

রবিনসন জবাব দিলো না। ফকনার তার স্বভাবসুলভ সহজ ভঙ্গিতে বললো—আমি তোমার জন্যে একটি চেক নিয়ে এসেছি। এ দিয়ে মর্টগেজের পুরো টাকাটা দেয়া যাবে এবং কাজ শেষ হলে তুমি সমান পরিমাণ টাকা পাবে। বাকি জীবন হেসে-খেয়ে চলে যাবার কথা।

রবিনসন চুপ করে রইলো।

: কাজটা কি জানতে চাও না?

: না। কারণ আমি অবসর নিয়েছি। বাকি যে ক'টা দিন বাঁচবো রবার্টের সঙ্গে থাকতে চাই।

: বেঁচে থাকার জন্যেই তো টাকার প্রয়োজন। তুমি আমার জন্যে যে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলে তা দেখে মনে হয় তোমার ঝুড়ি ফুটো হয়ে গেছে।

: ফকনার, আমি অবসর নিয়েছি।

: মানুষ অবসর নেয় একবারই—যখন মারা যায়। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

: কিন্তু আমার তোমাকে দরকার নেই। আমার দরকার রবার্টকে। ওর কেউ নেই। আমি ওর অভিভাবক।

ফকনার হেসে উঠল।

: হাসছো কেন?

: তোমার কথা শুনে। তুমি বললে, তুমি তার অভিভাবক। কপর্দকহীন একজন অভিভাবকের ওর কোনো প্রয়োজন নেই। ওর প্রয়োজন ডলারের। ডলারের মতো বড় অভিভাবক এখনো তৈরি হয় নি।

: আমি তোমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে যেতে চাচ্ছি না।

: চাচ্ছ না, কারণ তোমার কাছে তেমন কোনো যুক্তি নেই।

: ফকনার, তুমি এখন যেতে পারো।

ফকনার উঠলো না। নরম গলায় বললো—রবিনসন, আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। এই মিশনটির ওপর আমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। প্ল্যানটি তোমাকে করে দিতে হবে। প্লীজ।

: অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলো ফকনার। গান-বাজনায় তোমার কি এখনো আগের উৎসাহ আছে?

ফকনার দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলো। ছোট্ট ছেলেটি দিব্যি নিজের মনে ঘুরছে। বকবক করছে। কি বলছে সে? ফকনারের ইচ্ছা হলো ছেলেটির কথা শুনতে।

: ফকনার, আমার একটু কাজ আছে।

: উঠতে বলছো?

: হ্যাঁ।

: আমি একটি খসড়া পরিকল্পনা করেছিলাম, সেটা একটু দেখবে?

: না। আমি দুঃখিত ফকনার।

ফকনার উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট ছেলেটি বললো, চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

: আর আসবে না?

: খুব সম্ভব না?

রবিনসন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ফকনার বললো, তোমার নাতিটি চমৎকার।

: ও ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি ছাড়া ওরও কেউ নেই।

ফকনার হাসলো। হালকা স্বরে বললো—একমাত্র আমারই কোনো পিছুটান নেই। একেকবার মনে হয়, এরকম একটা পিছুটান থাকলে বোধহয় ভালোই হতো। আচ্ছা, চললাম।

রবিনসন দেখলো, লম্বা লম্বা পা ফেলে ফকনার নেমে যাচ্ছে। ক্লান্ত মানুষের হাঁটার ভঙ্গি। হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। এর সত্যি কোনো পিছুটান নেই। মায়া-মমতাও বোধহয় নেই। না-কি আছে?

প্রায় দশ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো। ব্রাজিলে বড় ধরনের একটা অপারেশন। হার্ভি ফকনার দলপতি। ঠিক করা হলো, আহতদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আহতদের ফেলে আসা হবে। উপায় নেই এ

ছাড়া। কিন্তু হার্ভি ফকনার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। আহত রবিনসনকে পিঠে ঝুলিয়ে একুশ কিলোমিটার দৌড়ে ফিরে এলো মূল ঘাঁটিতে।

রবিনসন আজ সারাক্ষণ ভাবছিল, ফকনার পুরোনো ঘটনাটি তুলে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। কিন্তু সে তা করে নি।

রবিনসন দেখলো, ফকনার বড় রাস্তায় নেমে গেছে। এবং দীর্ঘ সময়ে একবারও পেছনে ফেরে নি। আশ্চর্য লোক। রবিনসন উঁচু গলায় ডাকলো—ফকনার, ফকনার।

ফকনার ফিরে তাকালো।

: তোমার খসড়া পরিকল্পনা দেখতে চাই। ফকনার দাঁড়িয়ে আছে, যেন রবিনসনের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

রবিনসনের হঠাৎ দারুণ মন খারাপ হলো। সে নিশ্চিত জানে, এই মিশন থেকে সবাই বেঁচে ফিরে আসবে, শুধু সে ফিরবে না। এসব জিনিস টের পাওয়া যায়। মৃত্যু খুবই গোপনে রক্তের সঙ্গে কথা বলে। ফকনার পাহাড়ী ছাগলের মতো তরতর করে উঠে আসছে। রবার্ট অবাক হয়ে দেখছে। এক সময় সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। শিশুরা মাঝে মাঝে অকারণেই উল্লসিত হয়।

গামাল হাসিম লোকটি স্বল্পভাষী।

দুর্বল এবং কাহিল এক মানুষ। এই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে দেখে মনেই হয় না তিনি কোনো কাজ ঠিকভাবে শেষ করতে পারবেন।

বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়। কানে ভালো শুনতে না পাওয়ার জন্যে ইদানিং তাঁকে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতে হচ্ছে। দু'মাস আগে বাঁ চোখে ক্যাটারেক্ট অপারেশন হয়েছে। অপারেশন ঠিকমতো হয় নি কিংবা কিছু একটা হয়েছে যার জন্যে এখন তিনি বাঁ চোখে কিছুই দেখেন না। দু'তিন সপ্তাহ ধরে ডান চোখে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সারাক্ষণই চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

তাঁর কথাবার্তা অবশ্যি খুবই পরিষ্কার। নিখুঁত আমেরিকান একসেন্টে ইংরেজি বলেন। অস্ত্রের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানও চমৎকার।

ফকনার বললো—আমাকে চিনতে পারছেন তো? আগে একবার আপনি অস্ত্র দিয়েছিলেন। এগারোটি ফরাসি সাব-মেশিনগান আপনার কাছ থেকে কিনেছিলাম। এস এল টুয়েন্টি। আমার নাম ফকনার। হার্ভি ফকনার।

: আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার কাউকে দেখলে সাধারণত ভুলি না। এখন বলুন, কি করতে পারি আমি।

: পঞ্চাশজন কমাণ্ডোর একটি দলকে আপনি অস্ত্র সরবরাহ করবেন।

: মিশনটি কি ধরনের?

: ছোট মিশন, কিন্তু বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা সামনে রেখেই আমাদের তৈরি হতে হবে।

: আপনি ঠিক কি চান পরিষ্কার করে বলুন।

: আমার দলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে দশজন কমাণ্ডো। এরা সবাই নামবে প্যারাসুটের সাহায্যে। এদেরকে সাতদিন টিকে থাকার মতো সাজসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে।

: বলুন, আমি শুনছি। থামবেন না।

: প্রতিটি ভাগে থাকবে দুটি লাইট মেশিনগান, সাতটি রাইফেল এবং একটি অ্যাসল্ট উইপন। গ্রেনেড, পিস্তলও থাকবে সবার সঙ্গে।

গামাল হাসিম চোখ মিটমিট করে একবার তাকালেন। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

: আমাদের অস্ত্রগুলি যেমন ধরুন A-K7.62 হলে ভালো হয়।

গামাল হাসিম শীতল গলায় বললেন—A.K-7.62 এবং RPD লাইট মেশিনগান এ দুয়ের মিলন ভালোই হবে। এদের সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে—দু'টিতে একই গুলী ব্যবহার করা যায়।

: ঠিক আছে, তাই করুন।

: অ্যামুনিশান কি পরিমাণ চাই?

: যাদের কাছে থাকবে A.K-7.62 তারা প্রত্যেকেই দশটি করে ম্যাগাজিন পাবে। এছাড়াও থাকবে বাড়তি একশ' রাউণ্ড গুলী। সেগুলি থাকবে বেনডোলিয়ায় বেল্টে।

: বেশ, এবার বলুন RPD লাইট মেশিনগানের জন্যে কি পরিমাণ গুলী চান?

: প্রতিটি সাব-মেশিনগানের সঙ্গে পাঁচ রাউণ্ডের চারটি কনটেইনার। এ ছাড়া তিনজন কমাণ্ডো যে পরিমাণ গুলীর বেল্ট নিতে পারে সে পরিমাণ বেল্ট।

: আমার মনে হয় আপনার দলে অন্তত কয়েকটি রকেট লঞ্চার থাকা দরকার।

: ঠিকই বলেছেন। তিনটি RPG-2 রকেট লঞ্চার। প্রতিটির সঙ্গে চারটি রকেটের একটি প্যাকেট।

: গ্রেনেড কি পরিমাণ চান?

: সবার সঙ্গে থাকবে চারটি করে গ্রেনেড। এবং আটচল্লিশ ঘন্টার রসদ। আমেরিকান হেলমেট। আমেরিকান T-10 প্যারাসুট। দেয়া যাবে?

: নিশ্চয়ই দেয়া যাবে। আমার মনে হয় অন্তত একটি ভারী অস্ত্র আপনাদের থাকা উচিত। যেমন ধরুন জার্মানির তৈরি PINTER-301, চমৎকার জিনিস। কিংবা ফ্রেঞ্চদের তৈরি ম্যাট মাইন মিলিমিটার।

: ভারী কিছুই নেয় যাবে না।

: এটা ভারী নয়, ওজন বারো পাউণ্ড। বিপদে কাজে লাগবে। দুটি অন্তত নিন।

: ঠিক আছে, দুটি PINTER-301.

: আরেকটি মডেল আছে PINTER-308. এর থ্রাস্ট খুব বেশি, তবে ওজনও বেশি।

: আপনি 301-ই দিন।

: ঠিক আছে।

ফকনার সিগারেট ধরালো। মৃদুস্বরে বললো—আপনি ধূমপান করবেন কি?

: না।

: কোনো রকম পানীয়? ভালো হুইস্কি আছে।

: আমি মদ্যপান করি না। আপনার আর কি প্রয়োজন বলুন।

: আমার কিছু ক্যামিকেল উইপনস দরকার।

: কি জাতীয়?

: যেমন ধরুন, এমন কোনো বাষ্প যা অল্প জায়গায় কাজ করে। কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বা ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

: এনিথল জাতীয় বোমা দেয়া যাবে।

: বোমা ফাটার পর কাজ শুরু হতে কতক্ষণ লাগবে?

: পাঁচ থেকে দশ মিনিট।

: এতো সময় নেই আমার হাতে। আরো দ্রুত কাজ এমন কিছু বলুন।

: সেসব ক্যামিকেল উইপনস ভয়াবহ হবে। নার্ভাস সিস্টেম কাজ করবে। ঘুম পাড়িয়ে দেবে কিন্তু সে ঘুম ভাঙবে না। রাজি আছেন?

: রাজি আছি।

ফকনার বললো—কাগজে লিখে নিলে হতো না? আপনার হয়তো মনে থাকবে না।

গামাল হাসিম মৃদুস্বরে বললেন—আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখতে চান?

: না। আমি বিশ্বাস করছি।

ফকনার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলো। গামাল হাসিম বললেন—এখন বলুন কতদিনের ভেতর চান?

: দশ দিন।

: কি বললেন?

: দশ দিন। অস্ত্রগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে। ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

: দশ দিনে দেয়া সম্ভব নয়। আমার কোনো গুদাম ঘর নেই। আমাকে সব জিনিস যোগাড় করতে হয়।

: কতো দিনের ভেতর দিতে পারবেন?

: আমাকে দু'মাস সময় দিতে হবে। এর কমে সম্ভব নয়। আমি তো জাদুকর নই মি. ফকনার।

ফকনার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। গামাল হাসিম বললেন—আমি কি উঠতে পারি? ফকনার বললো—অস্ত্রের জন্যে আপনার যে টাকা পাওনা হবে, আমি তার তিনগুণ টাকা দেবো।

: তিনগুণ কেন, দশগুণ দিলেও লাভ হবে না। আমি তো আপনাকে বলেছি মি. ফকনার, আমি জাদুকর নই। আমি এখন উঠবো।

: এক মিনিট দাঁড়ান। আপনি কি জেনারেল সিমসনকে চেনেন?

: ব্যক্তিগত পরিচয় নেই কিন্তু তাঁকে না চেনার কোনো কারণ নেই। তাঁকে ভালোই চিনি।

: তিনি যদি আপনাকে বলেন, দশ দিনের ভেতর মালামাল পৌঁছে দিতে, আপনি কি করবেন? না বলবেন?

গামাল হাসিম চুপ করে থাকলেন। ফকনার বললেন—জেনারেল সিমসন আজ রাতের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

গামাল হাসিম শীতল স্বরে বললো—আপনাদের কবে দরকার?

: দশ দিনের ভেতর দরকার। আগে বেশ কয়েকবার বলেছি।

: ঠিক আছে, পৌঁছানো হবে। তিনগুণ দাম দিতে হবে। পৌঁছানোর খরচ দিতে হবে।

: দেয়া হবে।

: সব টাকাই দিতে হবে অগ্রিম।

: দেয়া হবে।

: কাল ভোরে কি আপনি একবার আসতে পারবেন?

: ক'টায়?

: ভোর ছ'টায়। অস্ত্রের তালিকাটি সম্পূর্ণ করবো। আপনাকে রাশিয়ান ব্যানানা রাইফেলের নমুনা দেখাবো।

: ঠিক আছে, দেখা হবে ভোর ছ'টায়।

: শুভরাত্রি।

: শুভরাত্রি।

পঞ্চাশজনকে রিক্রুট করার দায় পড়েছে বেন ওয়াটসনের ওপর। ঘোষণা দেয়া হয়েছিল—পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর হতে হবে। কিন্তু উৎসাহীদের বয়সের সীমা দেখা গেল সতেরো থেকে ষাটের মধ্যে এবং অনেকেরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। মাত্র একুশ দিনে এদের তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব। জগতের অসম্ভব কাজগুলির প্রতি বেন ওয়াটসনের একটা ঝোঁক আছে।

রিক্রুটমেন্ট শুরু হলো সকাল থেকে। একেকজন এসে ঢোকে আর বেন তার দিকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন কিছুই নয়। শুধু তাকিয়ে থাকা। যাদের পছন্দ হয় তাদেরকে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় এবং ড্রিল হয়। দ্বিতীয় বাছাই পর্বটি হয় সেখানে। সেটিই চূড়ান্ত বাছাই। নমুনা দেয়া যাক।

: কি নাম?

: রিক ব্রেগার।

: বয়স?

: তেত্রিশ।

: মিশনে কেন যেতে চাও?

: টাকার জন্যে।

: শুধুই টাকার জন্যে?

: হ্যাঁ।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট। লেফট রাইট, লেফট। লেফট রাইট, লেফট। কুইক মার্চ। লেফট রাইট, লেফট। লেফট, লেফট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন। স্ট্যান্ড এট ইজি। শুধুই টাকার জন্যে যেতে চাও?

: হ্যাঁ।

: টাকার এতো প্রয়োজন কেন?

: ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। পছন্দমতো কাজকর্ম পাচ্ছি না। নগদ কিছু টাকা হলে ভালো হবে।

: গুড। কোন্ সেকশন?

: আর্টিলারী।

: সিলেক্টেড। রাত আটটার মধ্যে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিপোর্ট করবে।

: ঠিক আছে, স্যার।

: যাবার আগে কন্ট্রাক্ট ফরম সই করবে। মারা গেলে টাকা কে পাবে সে দলিল দরকার।

: ঠিক আছে, স্যার।

: ওকে, ক্লিয়ার আউট। নেক্সট।

: কি জন্যে যেতে চাও?

: অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে।

: শুধুই অ্যাডভেঞ্চার?

: হ্যাঁ।

: বয়স কতো?

: একুশ।

: হবে না, তুমি যেতে পারো। এটা শিশুদের কোনো ব্যাপার নয়।

: আমাকে শিশু বলবেন না।

বেন ওয়াটসন প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দিলো। ছেলেটি প্রায় চার ফুট দূরে উল্টে পড়লো। বেন গম্ভীর গলায় বলল—বিদায় হও, কুইক।

: তুমি কি আমেরিকান?

: না, আমি আমেরিকান নই।

: কেন যেতে চাও?

: (উত্তর নাই)

: কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে?

: নেই।

: আমরা তো বলে দিয়েছি, পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে—এমন সব প্রার্থীদেরই আমরা চাই।

: আমি দ্রুত শিখতে পারি।

: কি করবে টাকা দিয়ে?

: ব্যবসা করবো।

: তুমি যেতে পারো। তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষ সাহসী হয় না।

: আমি সাহসী।

: তা ঠিক। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাহসী। কিন্তু বিপদের সময় তোমার সাহস থাকবে না। ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়বে। তুমি যেতে পার। নেক্সট।

: লেফট রাইট। লেফট রাইট। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার ফিরে এসো। কুইক মার্চ। ডাবল। ভেরী গুড। মার্চ এগেইন লং স্টেপ। লং স্টেপ। হল্ট। বয়স কতো?

: চল্লিশ।

: মিশনে যেতে চাও কেন?

: টাকার জন্যে।

: কি করবে টাকা দিয়ে?

: জানি না স্যার। এখানো ভাবি নি।

: ঘরে কে আছে?

: স্ত্রী আছে।

: মিশনে তুমি মারা যেতে পারো। জান তো?

: জানি।

: তোমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়তে রাজি হবে?

: তার সঙ্গে আমার বনিবনা নেই।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট, লেফট রাইট। অ্যাবাউট টার্ন। কুইক মার্চ। ঐ বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার এসো। আমি তোমার দম দেখতে চাই। ওকে। হল্ট। দম ভালোই আছে। আগে কোথায় ছিলে?

: ইউএস ম্যারিন।

: তোমার দেশের নাম কি?

: মালদ্বীপ।

: মালদ্বীপ।

: নাম শুনি নি।

: আপনি না শুনলে কিছু যায় আসে না।

: কুইক মার্চ। হল্ট। লেফট রাইট লেফট। হল্ট। ডবল মার্চ। লেফট লেফট, লেফট। হল্ট।

: তোমার কি নাম?

: আবদুল জলিল।

: মি. জলিল, তোমার একেবারেই দম নেই।

: আমাকে একটা সুযোগ দিন।

: কেন, সুযোগ দেবো কেন? টাকার দরকার?

: হ্যাঁ।

: নিজের জন্যে?

: না, নিজের জন্যে নয়।

: অ্যাটেনশন। লেফট রাইট লেফট। লেফট রাইট লেফট। হল্ট। তুমি কি সাহসী?

: হ্যাঁ।

: কি করে বুঝলে?

: (নিশ্চুপ)

: কখনো মানুষ খুন করেছো?

: না।

: খুন করতে পারবে?

: (নিশ্চুপ)

: টাকাটা দিয়ে কি করবে, বলতে চাও না?

: না।

: ঠিক আছে, তোমাকে রিক্রুট করা হলো। সঙ্কে আটটার ভেতর রিপোর্ট করবে।

যাও।

পঞ্চাশজনকে নেবার কথা। বাছাই করা হলো সত্তরজনকে। বেন ওয়াটসনের ধারণা, ট্রেনিং পর্বে কিছু বাদ পড়বে। আঘাতজনিত কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে অনেককে বাদ দিতে হবে। কয়েকটি মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

রাত আটটা। সত্তরজন সদস্যের চুক্তিপত্রে সই করা হয়ে গেছে। এরা বসে আছে মস্ত একটি হল ঘরে। সমস্ত দিনের ধকলে সবাই কিছুটা ক্লান্ত এবং উত্তেজিত। অনিশ্চয়তার একটি ব্যাপার আছে। অনিশ্চয়তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

হার্ভি ফকনার ঘরে ঢুকলো ন'টা পনেরোয়। এর চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখলে ভরসা পাওয়া যায়।

: হ্যালো, আমি ফকনার। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাকে চেনো কি, চেনো না?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একজন রিক্রুট শুধু দাঁত বের করে হাসলো। সম্ভবত সে চেনে।

: আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেবো। কারণ বক্তৃতার ব্যাপারটি আমার পছন্দ নয়। তোমাদেরও সম্ভবত নয়। এটা অসল মানুষদের একটা শখের ব্যাপার।

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। নড়েচড়ে বসলো অনেকেই।

: আগামীকাল সকাল দশটায় আমরা চলে যাব ট্রেনিং গ্রাউণ্ডে। সেই ট্রেনিং গ্রাউণ্ডটি কোথায় তা জানার দরকার নেই। যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে, ট্রেনিং দেবে কে? যিনি ট্রেনিং দেবেন তাঁর নাম এন্ড্রু জনাথন। কমাণ্ডো ট্রেনিং-এ তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তোমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারবে। ট্রেনিংয়ের দ্বিতীয় পর্যায় পরিচালনা করবেন রবিনসন। তাঁর ট্রেনিং এন্ড্রু জনাথনের ট্রেনিংয়ের মতো ভয়াবহ হবার কথা নয়।

সবাই নড়েচড়ে বসলো।

: আমার এরচে' বেশি কিছু বলার নেই। তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? একজন উঠে দাঁড়ালো।

: বলো, কি জানতে চাও।

: মিশনটি সম্পর্কে জানতে চাই।

: সে সম্পর্কে যথাসময়ে জানা যাবে। জানার সময় এখনো হয় নি। আর কিছু?

: পারিশ্রমিকের অর্ধেক শুরুতেই দেবার কথা বলা হয়েছিল।

: শুরুতেই দেয়া হবে। যারা ট্রেনিং শেষ করতে পারবে তাদেরকে পারিশ্রমিকের টাকার অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে। এখন নয়। আর কিছু বলার আছে?

সবাই চুপ করে রইলো।

: আজ রাতটা তোমার নিজেদের মতো কাটাতে পারো। এ শহরে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে। রাত কাটানোর জন্যে এদের সঙ্গিনী হিসেবে পাবার চেষ্টা করতে পার। কিছু ভালো নাইট ক্লাব আছে। অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেখানে। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবে—এখানে রিপোর্ট করতে হবে আগামীকাল সকাল আটটায়।

একজন উঠে দাঁড়ালো। বেশ উঁচু স্বরে বললো—যাদের আমোদ-প্রমোদে যাবার মতো টাকা নেই তারা কি করবে? বেন ওয়াটসন শান্ত স্বরে বললো—সবার জন্যে আজ একটি বিশেষ অ্যালাউন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ রাতের জন্যে সবাইকে নগদ দু'শ ডলার করে দেয়া হবে। প্রচণ্ড তালি পড়লো। কয়েকজন একসঙ্গে শিস দিতে শুরু করল।

যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা এতক্ষণ চাপা ছিল তা কেটে যেতে শুরু করেছে। ফকনার মৃদু হাসলো। ক'জন এদের ভেতর থেকে ফিরে আসবে? মনে করা যাক, সব ঘড়ির কাঁটার মতো হবে। ফোর্টনক থেকে বের করে

আনা হবে নিশোকে। যথাসময়ে ওদের নেবার জন্যে আসবে ট্রান্সপোর্ট প্লেন। তবুও ক'জন ফিরবে? আজ রাতটি কি অনেকের জন্যেই শেষ স্বাধীন রাত নয়? এটা হয়তো তারও শেষ রাত! ফকনার উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালো।

: হ্যালো। লিজা ব্রাউন?

: কে?

: চিনতে পারছ না?

লিজা ইতস্তত করে বললো—ফকনার?

: হ্যাঁ, ফকনার। লিজা, পার্লারে কতক্ষণ থাকবে?

: রাত এগারোটায় বন্ধ হবে।

: তুমি কি ডিনার খেয়ে নিয়েছো?

: না, কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবো।

: একটা কাজ করলে কেমন হয় লিজা। কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যদি আমরা ডিনার খাই তাহলে কেমন হয়?

লিজা কিছু বললো না। ফকনার বললো—আজ আমার জন্মদিন।

: তাই না-কি?

: হ্যাঁ।

লিজা হেসে ফেললো।

: হাসছো কেন?

: প্রথম যেদিন তুমি আমাকে বাইরে খেতে বললে সেদিনও বলেছিলে—আজ আমার জন্মদিন।

: তাই বুঝি?

: হ্যাঁ। অবশ্যি আমি সেদিনই বুঝেছিলাম এটা মিথ্যা কথা।

: বুঝতে পেরেছিলে?

: হ্যাঁ। মেয়েরা অনেক জিনিস বুঝতে পারে।

: আর কি বুঝতে পেরেছিলে?

: বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমাকে বাইরে খাওয়াতে চাচ্ছ ঠিকই, কিন্তু তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই। কাজেই তুমি আমাকে নিয়ে যাবে খুব সস্তা ধরনের কোনো জায়গায়। এবং মেনু দেখে খুব সস্তা কোনো খাবারের অর্ডার দেবে।

: তাই দিয়েছিলাম না?

: হ্যাঁ।

: আজও কি সেরকম হবে?

ফকনার হেসে ফেললো—তোমার বুঝি খুব ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছে করে?

: হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা করে ফারপোকে ডিনার খেতে। সেখানে ডিনারের মাঝখানে আর্কেস্ট্রা বাজাবে আমার প্রিয় গান—ব্লু দানিয়ুব।

: আর কি?

: এই, আর কিছু না।

: তুমি তৈরি থাক, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।

ফকনার ফারপোতে দুটি সিট রিজার্ভ করলো। আর্কেস্ট্রাকে বললো—ব্লু দানিয়ুব এই গানটি বাজাতে হবে। ফ্লাওয়ার শপে টেলিফোন করে বললো—আগামী এক মাস প্রতিদিন দুটি করে লাল গোলাপ লিজা ব্রাউনের নামে পাঠাতে হবে। কে পাঠাচ্ছে সেসব কিছুই বলা যাবে না। ঠিকানা হচ্ছে, ফার্গো পিজা পার্লার নর্থ এভিন্যু। লিজার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে ভালো হতো। ফকনারের ঠিকানা জানা নেই।

ট্রেনিং ক্যাম্প
লরেনকো মারকুইস
মোজাম্বিক, আফ্রিকা
১৫ই ডিসেম্বর। মঙ্গলবার
ভোর ৫-৩০

বাহাত্তরজন সদস্য খোলা মাঠে অপেক্ষা করছে। সূর্য ওঠার অপেক্ষা। হার্ভি ফকনার তাদের প্রথম কিছু বলবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন জাতীয় কিছু হয়তো। দলের সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। তারা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে। এদের দাঁড় করানো হয়েছে পাঁচটি ভাগে। বারজনের একটি রিজার্ভ দলও আছে।

তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটি খোলা মাঠের মাঝামাঝি জায়গায়। মাঠটির চারপাশে ঘন বন। পূর্বদিক থেকে হাড়-কাঁপানো শীতল হাওয়া বইছে। সূর্য উঠে গেছে। বনের আড়ালে থাকায় তার আলো এসে এখনো পৌঁছাচ্ছে না।

দলের সবাই নড়েচড়ে উঠলো। তাঁবুর ভেতর থেকে হার্ভি ফকনার বের হয়ে আসছে। তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপী। রঙিন একটি হাওয়াই শার্ট। গলায় লাল রঙের স্কার্ফ জাতীয় কিছু।

: কি, কেমন আছো তোমরা?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

: শীতের প্রকোপটা মনে হয় একটু বেশি। আফ্রিকা একটি অদ্ভুত জায়গা। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম, রাতে শীত, তাই না?

: ঠিক বলেছেন স্যার।

: আমি সবসময় ঠিকই বলি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। তোমাদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে যে আছে তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। তার নাম এডু জনাথন। জনাথন, একটু এদিকে এসো। তোমার হাসিমুখ ওদের দেখিয়ে দাও।

জনাথন এগিয়ে এলো। তার মুখ হাসিমুখ নয়।

: এই ছোটখাট মানুষটি নাম এডু জনাথন। এর সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। তোমরা নিজেরা আজ দিনের মধ্যেই তার সম্পর্কে জানবে। হা হা হা। আমার নিজের ট্রেনিংও এই লোকের কাছে। সে ছিল ইউএস ম্যারিনের RSM এখানে যারা পুরানো লোক আছে তারা তাকে চিনবে। আমরা তাকে ডাকতাম ইয়েলো জাওয়ার।

দলটির মধ্যে চাপা ধরনের কথাবার্তা বাড়তেই থাকলো। ফকনার সেদিকে কোনো কান না দিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলো, লাঞ্চের আগ পর্যন্ত হবে ড্রিল। লাঞ্চের পর অস্ত্রের ট্রেনিং। ঠিক আছে? এখন পাঁচটা চল্লিশ। এই ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ ভোর পাঁচটা চল্লিশে আমি তোমাদের তুলে দিচ্ছি জনাথনের হাতে। যথাসময়ে আমি আবার নিজের হাতে তোমাদের নেবো। গুড লাক।

ফকনার এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো, দু'-একটা ছোটখাট প্রশ্নও করলো, যেমন—কি, চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম ভালো হয় নি? বাহ্ তোমার হাত দেখি মেয়েমানুষদের মতো নরম। এতো নরম হাতে কি রাইফেল মানায়? তোমার হাতে থাকা উচিত ফুল। কি, ঠিক বললাম না?

ফকনারের সঙ্গে সঙ্গে বেন ওয়াটসন এবং রবিনসনও মাঠ ছেড়ে গেল। সূর্য উঠে এসেছে। এডু জনাথন শুধু দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের কোমরে একটি লুগার টুয়েন্টি ওয়ান পিস্তল। গায়ে গলাকাটা গেঞ্জি। গলায় ফুটবল রেফারীদের বাঁশি। সে বাঁশিতে তীব্র ফুঁ দিয়ে আচমকা সবাইকে চমকে দিলো।

: অ্যাটেশন। তোমাদের অনেকেরই দেখি দাড়ি-গোঁফ এবং লম্বা লম্বা চুল। আজ দিনের মধ্যেই এসব বাড়তি ঝামেলা থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। তোমাদের কারো কারো মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখতে পাচ্ছি।

কারণ তোমরা নিজেদের খুব শক্ত মানুষ ভাবছো এবং চোখের সামনে ছোটখাট মানুষকে দেখছো। তবে সুখের কথা, তোমরা অনেকেই আমাকে চেনো। আগে পরিচয় হয়েছে। যারা চেনো না তাদের বলছি, একজন মানুষকে একটি রাইফেলের চেয়ে বড় হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার কেউ যদি আমার কথার অবাধ্যতা করো আমি তৎক্ষণাৎ গুলী করে পথের কুকুরের মতো মারবো। আমার কোমরে যে বস্তুটি দেখছো তার নাম লুগার টুয়েন্টি ওয়ান। মানুষের মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে না। তোমাদের চেয়েও অনেক অনেক ভালো মানুষকে আমি চোখের সামনে মরতে দেখেছি। কাজেই আমি যখন বলবো লাফ দাও, লাফ দেবে। তোমার সামনে খাদ আছে কি নেই সে সব দেখবে না। পরিষ্কার হয়েছে?

কেউ কোনো জবাব দিলো না।

: গুলী করে মারার কথাটা আমার মনে হয় অনেকেই বিশ্বাস করছো না। তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এখানে আইন-আদালত বলে কিছু নেই। আমি এণ্ড্রু জনাথন। আমিই আইন। আমার এই ছোট পিস্তলটি হচ্ছে আদালত।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

: কারোর কিছু বলার আছে?

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

: এসো, এখন আমি দেখবো তোমাদের শারীরিক ফিটনেস কোন্ পর্যায়ে আছে। আমি বাঁশি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দশ কদম হাঁটবে, তারপর পঞ্চাশ কদম দৌড়াবে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। দৌড়াবে। আবার শুবে। যতক্ষণ না আমি থামতে বলবো, এটা চলতে থাকবে। শুরু করা যাক।

তীক্ষ্ণ শব্দে হুইসেল বাজলো।

সাড়ে ছ'টার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করলো। শুয়ে পড়বার পর উঠতে সময় লাগতে লাগলো। পঞ্চাশ কদম দৌড়ে যাবার কথা। অনেকেই অল্প কিছুদূর গিয়েই বসে পড়তে শুরু করলো। সবাই ঘামছে। চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ঠোঁট গেছে শুকিয়ে।

জনাথন এগিয়ে গেল। কড়া গলায় বললো—এই যে নীল শার্ট, তুমি শুয়ে আছো কেন? উঠে দাঁড়াও।

: আমার ওঠার ক্ষমতা নেই, স্যার।

: উঠে দাঁড়াও, নয়তো লাথি বসিয়ে উঠাবো।

: স্যার, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

: দেখা যাক, সম্ভব কি সম্ভব নয়।

জনাথন অতিদ্রুত দুটি গুলী করলো। শুয়ে থাকা নীল শার্ট পরা লোকটির মাথার চুল ঘেঁষে গেল একটি, অন্যটি তার চেয়ে এক ইঞ্চি উপরে। সে লাফিয়ে উঠলো।

: গুড। দৌড়াও। শুয়ে পড়। আবার উঠে দাঁড়াও। হাঁট দশ কদম। দৌড়াও।

সকাল আটটার দিকে অনেকেই বমি করতে শুরু করলো। দৌড়ানোর ক্ষমতা রইলো না অনেকেরই। জনাথন শীতল স্বরে বললো—স্কোয়াড হল্ট। নাশতার জন্যে আধঘণ্টার ব্রেক দেয়া হলো। আধঘণ্টা পর শুরু হবে ফুট ড্রিল। ডিসমিস। আধঘণ্টা পর সবাইকে এখানে চাই।

ফুট ড্রিলের ব্যাপারে জনাথনের বরাবরই দুর্বলতা আছে। সে মনে করে, দশ মিনিট ফুট ড্রিল দেখেই বলে দেয়া যায় কে সত্যিকার সৈনিক, কে নয়। তাছাড়া ফুট ড্রিল সৈনিকদের হুকুম তামিল করতে শেখায়। এবং একসময় তাদের রক্তে মিশে যায়—যা করতে বলা হবে তা করতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

: অ্যাটেনশন। স্ট্যাণ্ড এট ইজ। রাইট টার্ন। স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট। লেফট টার্ন। স্কোয়াড মার্চ। লেফট লেফট। লেফট লেফট। হল্ট।

আধঘণ্টা ফুট ড্রিলের পর ছ'টি দলকে তাদের নিজেদের এনসিও'র হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। এরা তার নিজের নিজের দলকে দুপুর বারটা পর্যন্ত ফুট ড্রিল করাবে। জনাথন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। কাজ ভালোই এগুচ্ছে। মাঝে মাঝেই অবশ্যি জনাথনের উচ্চ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—এই যে, তোমার নাম কি?

: পিটার স্যার।

: শোনো পিটার, তোমার বাম হাত যদি ডান পা'র সঙ্গে সামনভাবে ওঠানামা না করে তাহলে বাম হাতটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। অবাধ্য হাতের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছো?

: পিটার স্যার।'

: এই যে তুমি, সাদা গেঞ্জি, ঠিকমতো পা ফেলো। তুমি নিশ্চয়ই চাও না তোমার পা টেনে ছিঁড়ে ফেলি। নাকি চাও?

জনাথন আকাশের দিকে তাকালো। রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে বাজছে মাত্র সাড়ে দশটা। রোদ আরো বাড়বে। সে এনসিওদের ডেকে আনলো।

: এখন আমরা যাবো বনে। গাছপালার ভেতর কিভাবে নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটা যায় সেটো শিখবো। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং। রোজ খানিকক্ষণ এই ট্রেনিং হবে। এখন সবাই দৌড়াও আমার সঙ্গে। স্কোয়াড কুইক মার্চ।

হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে শুরু করলো সবাই। আকাশে গনগনে সূর্য। দেখে মনে হচ্ছে, ক্লান্ত মানুষগুলো যে কোনো সময় একে অন্যের ওপর গড়িয়ে পড়বে।

দৌড়াও, দৌড়াও। বড় বড় স্টেপ ফেল। এতে পরিশ্রম হবে কম। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাক। বাই দা লেফট। বাই দা লেফট।

বিকেল চারটায় সবাই এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এণ্ডু জনাথনের হাতে একটি রাইফেল। তার সামনে একটি টেবিলে একটি সাব-মেশিনগান। এণ্ডু জনাথন রাইফেল হাতে এগিয়ে এলো কয়েক পা। দলের সবাই খানিকটা পিছিয়ে গেল।

: যে রাইফেল তোমাদের দেয়া হয়েছে তার নাম কালাসনিকভ অ্যাসল্ট উইপন। সংক্ষেপে AK. 7.62. সবাই একে আদর করে ডাকে কলা রাইফেল। তার কারণ এর ম্যাগজিনগুলি হচ্ছে কলার মতো বাঁকানো। তোমার তোমাদের স্ত্রীকে যেভাবে চেন এই রাইফেলটিকে তার চেয়েও ভালোভাবে চিনবে। এর রেঞ্জ কম। কিন্তু দু'শ গজ পর্যন্ত এটি অত্যন্ত নিখুঁত। এ দিয়ে একটি একটি গুলী করা যায়, আবার প্রয়োজনে প্রতি মিনিটে দু'শ রাউণ্ড করেও গুলী করা যায়। এটা হচ্ছে একটা ডিফেনসিভ উইপন।

এখন সবাই মন দিয়ে আমার এই উপদেশ শোন। যারা পুরানো সৈন্য তাদের এ উপদেশ জানা আছে, যারা নতুন তাদের জানা নেই। তবে এ উপদেশ সবার জন্যেই। এখন থেকে রাইফেলটি থাকবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। বাথরুমে যাও, গোসলখানায় যাও বা ঘুমোতে যাও রাইফেল থাকবে তোমার সঙ্গে, যতক্ষণ না এটা তোমাদের একটি বাড়তি হাতের মতো হয়।

তোমরা নিজেদের শরীরের যেমন যত্ন নাও রাইফেলটিকেও তেমনি যত্ন করবে। এখন তোমাদের দেখাচ্ছি এটা কি করে খুলতে হয় এবং ফিট করতে হয়।

রাতের খাওয়া সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। সাড়ে সাতটায় মেসের হল ঘরে জনাথন দেখালো RPD লাইট মেশিনগান।

: তোমরা সবাই অস্ত্রটি ভালো করে চিনে রাখ, এর নাম RPD লাইট মেশিনগান। এটিও তৈরি হয়েছে শক্তিশালী একটি দেশে। তবে সেখানে

এখন আর এর ব্যবহার নেই। পৃথিবীতে যে ক'টি হালকা মেশিনগান আছে এটি হচ্ছে তার মধ্যে একটি। ওজন মাত্র ১৯.৩ পাউন্ড। ব্যানানা রাইফেলে যে গুলী ব্যবহার করা হয় এতেও সেই গুলীই ব্যবহার হয়। প্রতি মিনিটে এর সাহায্যে দুশ পঞ্চাশ রাউণ্ড করে গুলী ছোঁড়া যায়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় একটি অস্ত্র। এবং চমৎকার একটি জিনিস। আমাদের যে পাঁচটি দল আছে তাদের সঙ্গে দু'টি করে থাকবে। অর্থাৎ সর্বমোট দশটি অস্ত্র থাকবে। তবে সবাইকে এই অস্ত্র চালানো শিখতে হবে।

রাত আটটায় মেস ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। শেষ হলো প্রথম দিনের ট্রেনিং।

হঠাৎ করে জুলিয়াস নিশোর শরীর খুব খারাপ গয়ে পড়েছে। পুরোনো সব অসুখ নতুন করে দেখা দিতে শুরু করেছে। শ্বাসকষ্ট তার একটি। কাল রাতে খুব কষ্ট হলো। এতো বাতাস পৃথিবীতে অথচ তিনি তাঁর ফুসফুস ভরাবার জন্যে যথেষ্ট বাতাস যেন পাচ্ছেন না। আশেপাশে কেউ নেই যে ডেকে বলবেন—পাশে এসে বস। হাত রাখ আমার বুকে।

শেষ রাতের দিকে তাঁর মনে হলো, মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনলেন। নিজেকে তিনি সাহসী মানুষ বলেই এতদিন জেনে এসেছেন। কাল সে ভুল ভাঙলো। কাল মনে হলো, তিনি সাহসী নন। মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারছেন না। ভয় লাগছে। তীব্র ভয়, যা মানুষকে অভিভূত করে দেয়। মাওয়া সকালে খাবার নিয়ে এসে ভীত স্বরে বললেন—আপনার শরীর বেশ খারাপ মনে হচ্ছে।

নিশো দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন।

: রাতে ভালো ঘুম হয় নি?

: না।

: রাতের খাবারও মনে হয় খান নি?

: না, খাই নি।

মাওয়া চিন্তিতবোধ করলো। এই লোকটিকে বিনা চিকিৎসায় থাকতে দেয়া যায় না। অথচ ডাক্তার আনা মানেই বাইরের একজনকে জানানো—'নিশো বেঁচে আছেন।'

: ভালো কফি এনেছি, খাবেন?

: না।

: একটু খান, ভালো লাগবে।

মাওয়া কাপে কফি ঢাললো। নিশো বললেন—পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে প্রতীক্ষা করা। মনে কর, একটি অচেনা স্টেশনে তুমি অপেক্ষা করছো ট্রেনের জন্যে। ট্রেন আসছে না। কখন আসবে তুমি জান না। নাও আসতে পারে কিংবা কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়তে পারে। কেমন লাগবে তখন, মাওয়া?

মাওয়া জবাব দিলো না।

: আমার ঠিক সেরকম লাগছে।

: কফি নিন।

নিশো কফির পেয়ালা হাতে নিলেন কিন্তু চুমুক দিলেন না। হালকা গলায় বললেন—অনেকদিন পর কাল রাতে একটা কবিতা লিখলাম। দীর্ঘ কবিতা। কবিতা তোমার কেমন লাগে?

: ভালো লাগে না। সাহিত্যে আমার কোন উৎসাহ নেই।

: আমার ইচ্ছা করছে কবিতাটি কউকে শোনাই। তুমি শুনবে?

মাওয়া জবাব দিলো না। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলো। নিশো হাত বাড়িয়ে কবিতার খাতা নিলেন। মাওয়া লক্ষ্য করলো, খাতা নেবার মতো সামান্য কাজেও তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। খাতাটি নেয়ার সময় তাঁর হাত সামান্য কাঁপছিল।

নিশো ভরাট গলায় পড়লেন—

'জোছনার ছাদ ভেঙে পাখিরা যাচ্ছে উড়ে যাক বাতাসে, বারুদ গন্ধ থাক অনুভবে।'

কবিতাটি দীর্ঘ। সেখানে বারবার বারুদের গন্ধের কথা আছে। মাওয়া কিছুই বুঝলো না, বোঝবার চেষ্টাও করলো না।

: কেমন লাগলো?

: ভালো।

: মাওয়া, আমি সম্ভবত একমাত্র কবি যে কখনো প্রেমের কবিতা লেখে নি। প্রেমের মতো একটি বড় ব্যাপারকে আমি অগ্রাহ্য করেছি।

: আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি কথা বলাটা ঠিক হবে না।

: এখন কেন যেন শুধু প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কয়েকদিন ধরেই ভাবছি, একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখবো। প্রথম লাইনটিও ভেবে রেখেছি—আমার ভোরের ট্রেন। মা বললেন—ঘুমো, তোকে ডেকে দেবো ফজরের আগে। লাইনটি কেমন?

: ভালো।

: ছেলেটি শুয়ে থাকবে কিন্তু ঘুমুতে পারবে না। পাশের বাড়ির কিশোরী মেয়েটির কথা শুধু ভাববে।

: আপনি শুয়ে থাকুন, আমি সন্ধ্যাবেলা একবার আসব। চেষ্টা করব একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে।

: সেই ডাক্তার একজন মৃত মানুষকে বসে থাকতে দেখে অবাক হবে না তো?

মাওয়া কিছু বললো না। নিশো বললেন—আমরা খুব একটা খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। একজন জীবিত মানুষকে মৃত বানিয়ে রেখেছি। জেনারেল ডোফা যথেষ্ট বুদ্ধিমান কিন্তু এই একটি কাঁচা কাজ সে করেছে।

মাওয়া তাকিয়ে রইলো।

: ঘটনাটি প্রকাশ হবে। তুমি নিজেই একদিন বলবে। তুমি না বললেও কেউ না কেউ বলবে—বলবে না?

: হয়তো বলবে।

: একজন মানুষকে মেরে ফেলা এক কথা কিন্তু একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

: আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সন্ধ্যাবেলা আসবো।

: আমার মনে হয় না তুমি সন্ধ্যাবেলা আসবে। তুমি হচ্ছ একজন রাজনীতিবিদ। যারা কথা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। তুমি অনেকবার বলেছিলে রাতে আমার মুখের ওপর এই বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবে না, কিন্তু বাতি ঠিকই জ্বলছে।

মাওয়া ঘর ছেড়ে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে ঠিকই এলো না, তবে প্রথমবারের মতো মুখের ওপরের বাতি নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ভয়ানক অন্ধকার। নিশোর মনে হলো, বাতি থাকলেই যেন ভালো হতো।

ট্রেনিং ক্যাম্প। লরেনকো মারকুইস।
২৩ ডিসেম্বর। মঙ্গলবার।
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।

ট্রেনিংয়ের ধরন পাল্টেছে। এণ্ড জনাথনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রবিনসন। তার ট্রেনিং জনাথনের মতো ভয়াবহ নয়। রবিনসন কথা বলে নিচু গলায় এবং হাসিমুখে। কমাণ্ডোদের জন্যে এটা একটা বড় পাওয়া। জনাথনকে তারা ভয় করে। ভালোবাসে রবিনসনকে।

মঙ্গলবারের ভোরবেলায় রবিনসন সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তারা প্রায় চল্লিশ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জনাথনের বেলায় তা হতো না। এই চল্লিশ মিনিট সে কাটাতো ফুট ড্রিল করিয়ে।

রবিনসনের চোখে সানগ্লাস। মাথার ধবধবে সাদা চুল বাতাসে উড়ছে। তার হাতে একটা কফির মগ। সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং একজন একজন করে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই।

: কমাণ্ডোরা, এবার আমরা ট্রেনিংয়ের মূল পর্যায়ে এসে গেছি। তোমরা তোমাদের সামনে হার্ডবোর্ডের যে জিনিসগুলি দেখছো এটা হচ্ছে ফোর্টনকের আদলে তৈরি। ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই মোটামুটি নিখুঁত বলা চলে। যেসব জায়গায় সেন্ট্রি থাকে সেসব জায়গায় ডামি রাখা হয়েছে। রাস্তা দেখানো হয়েছে চকের গুঁড়ো দিয়ে। যেসব জায়গায় ডাবল লাইন দেখছো সেসব রাস্তা একটু উঁচু। ট্রিপল মানে আরো উঁচু।

লক্ষ্য করছো নিশ্চয়ই, ফোর্টনক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তবে সুখের বিষয়, কাঁটাতারের সঙ্গে কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। কাজেই আমরা সহজেই কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢুকতে পারবো। আমাদের হাতে চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান আছে। প্রতিটি প্ল্যানই আমরা পরীক্ষা করবো। কোন্ প্ল্যান নেয়া হবে সেটা ঐ মুহূর্তেই ঠিক করা হবে। হয়তো এমনও হতে পারে সবক'টি প্ল্যান বাতিল করে আমাদের নতুন কিছু ভাবতে হবে।

যেমন ধরো, আমরা জানি ফোর্টনকে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা তিনশ' পঞ্চাশ। গিয়ে দেখলাম, রাতারাতি সেখানে এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তখন নিশ্চয়ই আমাদের তৈরি প্ল্যান খাটবে না। কি বলো?

: স্যার, সে রকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

: থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই আছে। কেন, ভয় লাগছে?

কমাণ্ডোদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উঁচু গলায় হেসে উঠলো। এমন করাটা জনাথনের সঙ্গে সম্ভব ছিল না।

: প্রথম পরিকল্পনাটি এরকম—আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আসবো—এই যে দেখো, একদিক থেকে আটজন সেন্ট্রিকে শেষ করবার দায়িত্ব থাকবে আটজনের ওপর। কাজটি করতে হবে বেয়োনেটের সাহায্যে, কোনোক্রমেই গুলী করা যাবে না। ঠিক একই সময় দু'জন চলে যাবে কারারক্ষী মাওয়ার বাসভবনে। মাওয়া থাকে এইখানে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে

কোনো দরজা নেই। মাওয়ার বাড়ির সামনে থাকে একজন সেন্ট্রি। তাকে সামলানোর পর এরা ঢুকবে মাওয়ার ঘরে এবং চাবি নিয়ে দ্রুত চলে আসবে এই জায়গায়। এখানে আছেন জুলিয়াস নিশো। তারা চাবি নিয়ে এখানে এসেই দেখবে, আমি সেলের সামনে অপেক্ষা করছি।

: স্যার, যদি চাবি না পাওয়া যায়?

: না পাওয়া গেলেও কোনো সমস্যা হবে না। আমাদের সঙ্গে তালা ভাঙার যন্ত্র আছে। তবে আমি সেটা ব্যবহার করতে চাই না। এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমাদের হাতে এতো সময় নেই।

এবার আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়—ব্যারাকেই সব সৈন্যরা থাকবে। খুব সম্ভব ঘুমিয়ে থাকবে। আমাদের পনেরজনের একটি দলের ওপর দায়িত্ব থাকবে ব্যারাক সামলানোর।

: কিভাবে সামলানো হবে?

: ভালোভাবেই সামলাতে হবে। আমরা পেছনে কিছু রেখে যাবো না। এখন পর্যন্ত পঁচিশজন কমাণ্ডো ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের হাতে আছে আরো পঁচিশজন। ঠিক না?

: জ্বি স্যার।

: এই পঁচিশজনের দশজন থাকবে রিজার্ভে। এদের দায়িত্ব হচ্ছে নিশোকে ঠিকমত বের করে নিয়ে আসা।

: বাকি পনেরজনের?

: বাকি পনেরজনের দায়িত্ব ফোর্টনকে নয়, তারা সরাসরি চলে যাবে এয়ারপোর্টে। সেটা তারা দখল করবে এবং আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। তাদের দায়িত্বে থাকবে এমন একজন লোক যার ওপর ভরসা করা চলে। বেন ওয়াটসন। বেন ওয়াটসন হচ্ছে একাই একটি ব্রিগেড। তোমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করবে তারাই সেটা টের পাবে। ফোর্টনকের জন্যে যেমন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, এয়ারপোর্টের জন্যে সেরকম কিছু তৈরি করা হয় নি। তার কারণ বেন ওয়ার্টসন কোনোরকম প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী নন। একেক জনের কর্মপদ্ধতি একেক রকম।

এখন আমরা এ জায়গা থেকে পঁচিশ গজ দূরে চলে যাবো। সবাইকে আমি কাজ ভাগ করে দেবো। আমি দেখবো, কি করে আসতে হবে—কোন দিক দিয়ে আসতে হবে। এবং আমরা চেষ্টা করবো কতো কম সময়ে কাজটা শেষ করতে পারি সেটা দেখতে। তোমাদের একটা কথা মনে

রাখতে হবে—আমাদের হাতে সময় খুব কম, এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট। এর মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করে প্লেনে উঠতে হবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?

: কাঁটাতারের বেড়া কে বাটবে?

রবিনসন হেসে ফেললো এবং হাসতে হাসতে বললো—আমি। ঐ কাজটি আমি খুব ভালো করতে পারি। এসো এখন শুরু করা যাক। প্রথম প্ল্যানটি আমরা এখন দেখবো। স্কোয়াড অ্যাটেনশন। টু দা লেফট, কুইক মার্চ।

মোরাণ্ডা
২৪ ডিসেম্বর। বুধবার। ভোর ৯টা

জেনারেল ডোফা গার্ড রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এসেছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তার সঙ্গী-সাথীরা এর কারণ বুঝতে পারছিল না। তারা শঙ্কিত বোধ করছিল।

জেনারেল ডোফা পরিদর্শনের কাজ সারলেন। প্রথাগত বক্তৃতা দিলেন—সৈন্যদের কাজ হচ্ছে দেশের আদর্শকে সামনে রাখা। দেশের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিদর্শনের শেষে চা-চক্রের ব্যবস্থা ছিল। ডোফা চা-চক্রে রাজি হলেন না। আগের চেয়েও গম্ভীর মুখে প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে রওনা হলেন।

আজ ক্রিসমাস ইভ। ক্রিসমাস ইভের প্রাক্কালে তিনি সব সময়ই একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণ প্রচার হয় বেতার ও টিভিতে। আজকের ভাষণটি তৈরি হয়েছে এবং তাঁর কাছে কপি এসেছে। ভাষণ তাঁর পছন্দ হয় নি। বক্তৃতা লেখককে কিছু কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। নতুন একটি ভাষণ তৈরি করে আনার কথা।

নতুন ভাষণটি আগেরটির চেয়েও বাজে হয়েছে। ডোফা ধমকে উঠলেন — এক জিনিসই তো আপনি লিখে এনেছেন। দু' একটা শব্দ এদিক-ওদিক হয়েছে। এর বেশি কিছুই তো করা হয় নি। নতুন কিছু লিখুন। বক্তৃতা লেখক বিনীতভাবে বললেন—কি লিখবো, যদি একটু বলে দেন।

: জুলিয়াস নিশোর কথা তো বক্তৃতায় কিছুই নেই। তাঁর কথা থাকা উচিত। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কি কি করা হবে তা বলা দরকার।

: কি কি করবেন, স্যার?

: সংগ্রহশালা করা যায়। এই জাতীয় কিছু লিখে আনেন। সব কি আমিই বলে দেব নাকি? মাউ উপজাতিদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা উচিত। যান, নতুন করে লিখুন। আমার প্রতিটি বক্তৃতায় একই জিনিস থাকে।

বিকেলে তিনি গেলেন প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্ট পরিদর্শনে। এটা তাঁর হঠাৎ পরিদর্শন। আগে কিছুই ঠিক করা ছিল না। তাঁর মুখ আগের মতোই গম্ভীর। প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্টের জেনারেল র‍্যাবি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। কোথাও কোনো ঝামেলা হয়েছে কি? হবার তো কথা নয়। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট কি মাউ উপজাতিদের নিয়ে চিন্তিত? চিন্তিত হবার মতো তেমন কোনো কারণ কি সত্যি সত্যি আছে?

মাউদের কোনো অস্ত্রবল নেই। বর্শা এবং তীর-ধনুকের কাল অনেক আগেই শেষ হয়েছে। সাহসের এ যুগে আর দাম নেই। পরিদর্শন পর্ব ভালোভাবেই শেষ হলো। জেনারেল ডোফা সৈন্যদের আনুগত্য ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের রেজিমেন্ট যে পৃথিবীর যে কোনো সৈন্যবাহিনীর আদর্শস্থানীয় হতে পারে সে কথাও বললেন।

পরিদর্শন শেষে জেনারেল র‍্যাবির সঙ্গে তাঁর একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসলো। সেখানেও তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। সাধারণত এ জাতীয় বৈঠকগুলিতে তিনি মজার মজার কথা বলে আবহাওয়া হালকা করে রাখেন। আজ সেরকম হচ্ছে না। র‍্যাবি বললো—স্যার, আপনার শরীর কি ভালো আছে?

: শরীর ভালোই।

: আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

: না, চিন্তিত নই। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সে জন্যেই আমার আসা।

: স্যার, বলুন।

: ফোর্টনকে একশ'জন কমাণ্ডোর একটি দল পাঠাতে হবে।

: কখন?

: আজই।

জেনারেল র‍্যাবি কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। ডোফা বললেন—তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও।

: না স্যার, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। এক ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে করে কমাণ্ডো পাঠানো হবে। ওদের ওপর কি কোনো নির্দেশ থাকবে?

: না, কোন নির্দেশ নয়।

: আপনি যদি চান আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারি।

: না, আপনি রাজধানীতেই থাকুন।

জেনারেল র‍্যাবি ইতস্তত করে বললেন—ঠিক কি কারণে আপনি এটা চাচ্ছেন তা জানতে পারলে আমি সেভাবে ওদের নির্দেশ দিয়ে দিতাম।

ডোফা দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন—তোমাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে। আমি একটি খারাপ ধরনের স্বপ্ন দেখেছি।

: কি দেখেছেন স্বপ্নে?

: আমার মধ্যে কিছু কুসংস্কার আছে।

: সে তো আমাদের সবার মধ্যেই আছে। আইনস্টাইনের মধ্যেও ছিল বলে শুনেছি।

ডোফা থেমে থেমে বললেন—স্বপ্নটা দেখলাম ভোররাত্রে। যেন ফোর্টনক থেকে জুলিয়াস নিশো বের হয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাউ উপজাতীয়। তারা ছুটে আসছে রাজধানীর দিকে।

ডোফা কপালের ঘাম মুছলেন।

: জুলিয়াস নিশোকে নিয়ে আপনি চিন্তিত, সে কারণেই এরকম স্বপ্ন দেখেছেন। অন্য কোনো কারণ নেই। আমি কি স্যার আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি?

: হ্যাঁ, পারো।

: নিশোর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখবেন না। চুকিয়ে দিন। স্বপ্নের ব্যাপারটাও ভুলে যান।

: এরকম বাস্তব স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি। ভোররাত্রের স্বপ্ন, তাছাড়া এটা আমার জন্মমাস।

: আমি স্যার ঠিক এই মুহূর্তে ফোর্টনকে কমোণ্ডো পাঠানো সমর্থন করি না। কমাণ্ডো পাঠানো মানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে—কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কাজ সারা। তবে আপনি চাইলে এক ঘন্টার ভেতর আমি এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠাতে পারি। স্যার পাঠাবো?

ডোফা উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন—দরকার নেই। সন্ধ্যায় তিনি একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। সেই ভাষণে জুলিয়াস নিশোর কথা এলো—

আজ আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি প্রয়াত নেতা জুলিয়াস নিশোকে, যাঁর চিন্তায় ও কর্মে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। যাঁর রচনাবলী আমাকে দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। যে জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির, যে জীবন আশা ও আনন্দের।

আমি তাঁর স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখার জন্যে জুলিয়াস নিশো সংগ্রহশালা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর রচনাবলী যাতে সর্বসাধারণের কাছে পৌছতে পারে সে জন্যে সরকারি পর্যায়ে রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের হাতে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস, তারা সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন।"

রাতে গোয়েন্দা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুসালকের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় কাটালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো—

ডোফা : মাউরা কি জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করেছে?

নুসালকে : করেছে স্যার। এরা সরল প্রকৃতির মানুষ। সবকিছুই বিশ্বাস করে।

ডোফা : বিশ্বাস যদি করেই থাকে তাহলে এরকম ভয়াবহ একটি গুজব ছড়ালো কিভাবে? কেন তাদের ধারণা হলো—জুলিয়াস নিশো আবার ফিরে আসবে?

নুসালকে : স্যার, মাউ হচ্ছে একটি কুসংস্কার-আচ্ছন্ন উপজাতি।

ডোফা : অন্ধকার উপজাতি হোক আর যাই হোক, এরকম একটি গুজবের পেছনে কোনো একটা ভিত্তি তো থাকবে?

নুসালকে : আমি এ নিয়ে প্রচুর খোঁজখবর করেছি এবং এখনো করছি। গুজবের কোনো ভিত্তি পাই নি। এটা মুখে মুখে ছড়িয়েছে। প্রচারটা হয়েছে এভাবে—মাউ জাতির চরম দুর্দিনে জুলিয়াস নিশো ফিরে আসবেন এবং জাতিকে পথ দেখাবেন। সে দিনটি হবে মাউদের চরম সৌভাগ্যের দিন। অনেকটা পথপ্রদর্শকের মতো।

ডোফা : তাই দেখছি। এরা তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে?

নুসালকে : জ্বি স্যার, করে।

ডোফা : এই বিশ্বাস ভাঙানোর জন্যে আমাদের কি করা উচিত?

নুসালকে : এই বিশ্বাস ভাঙানোর কোনোরকম চেষ্টা না করাই উচিত।

ডোফা : কেন?

নুসালকে : যতদিন এই বিশ্বাস থাকবে ততদিন তারা চুপ করে থাকবে। তারা অপেক্ষা করবে জুলিয়াস নিশোর জন্যে।

ডোফা : ভালোই বলেছো। তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

রাত এগারোটার দিকে তিনি ফোর্টনকের কারাধ্যক্ষ মাওয়ার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বললেন।

: কেমন আছ, মাওয়া?

: জ্বি স্যার, ভালো। আপনার শরীর কেমন?

: আমি ভালোই আছি।

: আপনার বক্তৃতা শুনলাম স্যার। চমৎকার।

: ধন্যবাদ। তোমাদের ওখানকার সব ঠিক তো?

: সব ঠিক আছে।

: আমাদের বন্দীর খবর কি?

: খবর ভালো, স্যার। একটু অসুস্থ, তবে তেমন কিছু না।

ডোফা টেলিফোন রেখে দিলেন। সেই রাতেও তাঁর ভালো ঘুম হলো না।

ট্রেনিং ক্যাম্প।
লরেনকো মারকুইস।
মোজাম্বিক, আফ্রিকা।
২৪ ডিসেম্বর। বুধবার।
সন্ধ্যা ৭টা।

মেস ঘরে ঢুকে সবাই অবাক হলো। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টি বোন স্টেক, বেকড্ পটেটো লাসনিয়া এবং পর্তুগিজ রেড ওয়াইন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শেফ এসে বললো—টি বোন স্টেক প্রচুর আছে, কারো দরকার হলে তাকে জানালেই হবে। তবে রেড ওয়াইনের সাপ্লাই কম। নিম্নমানের কিছু হোয়াইট ওয়াইন আছে। প্রয়োজনে দেয়া যেতে পারে।

মেস ঘরে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেলো। সাধারণত সাড়ে সাতটার মধ্যে খাবার পর্ব শেষ হয়। আজ আটটা বেজে গেল। তবু কয়েকজনকে ব্যস্ত দেখা গেল।

শেফ এসে বলল—ডিনার শেষ হবার পর হার্ভি ফকনার কিছু বলবেন। সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে।

আগামীকাল ক্রিসমাস। সেই উপলক্ষে ছুটি এবং বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হবে হয়তো। শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। আফ্রিকান মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর একটা সুযোগ হবে। মন্দ কি।

হার্ভি ফকনার মেস ঘরে ঢুকলো হাসিমুখে। তার স্বভাবসুলভ অন্তরঙ্গ স্বরে বললো—খাবার পছন্দ হয়েছে?

: হয়েছে। হয়েছে।

: রেড ওয়াইন কেমন ছিল?

: অপূর্ব। তবে স্যার, পরিমাণ খুবই কম।

: ভালো জিনিস কমই খেতে হয়। তোমাদের জন্যে একটি জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের ওড়বার সময় হয়েছে।

হল ঘরে একটি নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেউ শ্বাস ফেললেও শোনা যাবে এমন অবস্থা।

: আমরা রাত বারোটায় এখান থেকে রওনা হবো এয়ারপোর্টের দিকে। পৌঁছতে লাগবে এক ঘণ্টা। সেখানে আমাদের জন্যে একটা ট্রেন্সপোর্ট বিমান অপেক্ষ করছে। ভোর সাড়ে তিনটায় আমরা পৌঁছে যাবো।

: কোথায়?

: কোথায় যাবো এটা বলার সময় এসেছে। আমরা যাচ্ছি মোরাঙ্গায়।

মেস ঘরে একটি মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। হার্ভি কথা বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন থেমে গেল।

: অনেকবার বলা হয়েছে, তবু আরেকবার বলছি, বিমান থেকে প্যারাসুট দিয়ে জাম্প করবার পর আমাদের হাতে সময় থাকবে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। এই সময়ের ভিতর কাজ শেষ করতে না পারলে মোরাঙ্গা থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ বের হয়ে আসতে পারবো না।

হল ঘরে কোনো শব্দ হলো না।

: একটি কথা আমি সবাইকে মনে রাখতে বলছি। সেটা হচ্ছে — আমাদের বিপক্ষে যে সেনাবাহিনী আছে তা যথেষ্টই শক্তিশালী। জেনারেল

ডোফা হচ্ছেন মোরাভার প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেল। কারো কিছু বলার আছে?

কেউ কিছু বললো না।

: তাহলে যাত্রার প্রস্তুতি নেয়া যাক। বন্ধুরা, শুভ যাত্রা। তৈরি হতে শুরু করো। রবিনসন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি চিঠি লিখলো পিটারকে। চিঠিটি তার পছন্দ হলো না, সে আবার একটি লিখল। সেটিও পছন্দ হলো না মানসিক উত্তেজনায় এটা হচ্ছে। যা লিখতে হচ্ছে তা লেখা হচ্ছে না। সে তৃতীয় চিঠিটা লিখতে শুরু করল—

প্রিয় পিটার,

তুমি কেমন আছ? আগামীকাল ক্রিসমাস। নিশ্চয়ই তোমার মা এসে গেছেন এবং তোমার দুষ্টু বোনটিও এসেছে। আমি কল্পনায় দেখছি, তোমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে শুরু করেছো। আহ, যদি থাকতে পারতাম! খুব ইচ্ছা হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এত সত্যটি তুমি যতো বড় হবে ততোই বুঝবে। তোমাকে এক সময় কথা দিয়েছিলাম, কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কিন্তু এক সময় চলে গেলাম। এবং হয়তো আর ফিরবো না। যদি এরকম কিছু হয় দুঃখ করবে না। মানুষের জীবনটাই এ রকম।

যখন বড় হবে তখন তোমার মা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন কিংবা তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। আজ আমাকে যতটা হৃদয়হীন মনে হচ্ছে সেদিন হয়তো ততটা মনে হবে না। হয়তো খানিকটা ভালোও বাসবো। এই জিনিসটির অভাব আমি সারা জীবন অনুভব করেছি।

আজকের এই ক্রিসমাস ডে'র চমৎকার রাতে প্রার্থনা করছি যেন ভালোবাসার অভাবে তোমাকে কখনো কষ্ট পেতে না হয়। চুমু নাও।

রবিনসন।

রবিনসন চিঠি খামে ভরে ঠিকানা লিখলো। এই চিঠি নিজের হাতে পোস্ট করে যেতে হবে। সবচে' কাছের পোস্টবক্স এখানে থেকে প্রায় ছ'মাইল। জীপ নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু রবিনসন ঠিক করলো হেঁটেই যাবে। হাতে এখনো প্রচুর সময়। বারটা বাজতে দেরি আছে।

ক্যাম্পের গেটে ফকনার দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল। সে ভুরু কুঁচকে বললো—কোথায় যাচ্ছ?

: চিঠি পোস্ট করতে। পিটারকে একটা চিঠি লিখেছি।

: পোস্ট করার জন্য তোমাকে যেতে হবে কেন? এখানে রেখে দাও। যথাসময়ে পোস্ট হবে।

: এটা আমি নিজেই পোস্ট করতে চাই। আমার ধারণা, পিটারের কাছে এটাই হবে আমার শেষ চিঠি।

: এ রকম মনে হবার কারণ কি?

: মৃত্যুর ব্যাপারটি মানুষ আগেই টের পায়।

: তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। তুমি ফিরে আসবে।

রবিনসন কোনো কথা বললো না। ফকনার বললো—কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। একা যেয়ো না।

: কেন? তোমার কি ধারণা আমি পালিয়ে যাবো?

ফকনার তার জবাব দিলো না। গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালো এবং হাত ইশারা করে বললো—ঐ, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তা গিয়েছে বনের ভেতর দিয়ে। নির্জন রাস্তা। শীতল হাওয়া বইছে। রবিনসন মৃদু গলায় বললো—তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে? তার সঙ্গী বললো—জ্বি না, স্যার।

: আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। নাম ধরে ডাকবে। তোমার কি নাম?

: জলিল।

: হাঁটতে ভালোই লাগছে, কি বল জলিল?

: জ্বি স্যার।

রবিনসন হঠাৎ করেই তার নাতি প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। সে কেমন একা একা কথা বলে। একদিন দেখা গেল সে একটা কমসম ফুল তুলে এদিক-সেদিক তাকিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছে—খুব সুন্দর তো, তাই খেতে ইচ্ছা করে। রবিনসন রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। তার সঙ্গীও হাসলো।

: একটিই নাতি আপনার?

: হ্যাঁ। বড় চমৎকার ছেলে।

প্লেন উড়ে চলেছে।

ইঞ্জিনের হুমহুম গর্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কেবিন রাইট জ্বলছে। কমাণ্ডোদের দেখা যাচ্ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকতে। প্রথম দিকে তারা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথাবার্তা বলছিল। এখন আর বলছে না।

সময় যতোই ঘনিয়ে আসছে উত্তেজনা ততোই বাড়ছে। সবার চেহারায় তার ছাপ পড়েছে। একমাত্র নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে বেন ওয়াটসন। এই একটি লোকের মধ্যেই কোনো রকম বিকার নেই।

কেবিন লাইটের পাশেই একটি লাল বাতি জ্বলে উঠলো। যার মানে প্লেনের ক্যাপ্টেন কথা বলতে চান। ফকনার হেডফোন কানে পরে নিলো।

: হ্যালো, ফকনার বলছি।

: আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি স্যার।

: তাই নাকি?

: কুড়ি মিনিটের মাথায় ড্রপিং জোনে চলে আসবো। আপনি সবাইকে তৈরি হতে বলুন।

: বাইরের আবহাওয়া কেমন?

: খুব ভালো বলা চলে না। শক্ত বাতাস বইছে।

ফকনার ভুরু কুঁচকালো। ক্যাপ্টেন কললো—আমি কেবিনের বাতি কমিয়ে দিচ্ছি যাতে চোখে অন্ধকার সয়ে যায়।

: ঠিক আছে।

প্লেনের গতি কমে আসছে। নিচেও নেমে এসেছে বেশ খানিকটা। দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। বাইরের প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় প্লেন এখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেবিনের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার।

ফকনার গম্ভীর গলায় বললো—অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, রসদ এবং প্যারাসুট সবাই পরীক্ষা করে নাও। তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা শেষ হলে জনাথন পরীক্ষ করে দেখবে।

বেন ওয়াটসন উঠে বসেছে। সে তাকিয়ে আছে। কেবিনে ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা। ফকনার বললো—বাইরে দমকা হাওয়া আছে—কাজেই প্যারাসুট খোলার ব্যাপারে খুব সাবধান। মাটির কাছাকাছি না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ ফিতা টানবে না, তার আগে ফিতা টানলে বাতাস ভাসিয়ে অনেকদূর নিয়ে যাবে।

সবার আগে নামবে বেন ওয়াটসন এবং তার দল। তারা নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না। দ্রুত চলে যাবে এয়ারপোর্টে।

সবার প্রথমে ঝাঁপ দিলো ওয়াটসন। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে। নিচের মাটি দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে। আকাশভর্তি তারা। বেন ওয়াটসনের একবার মনে হলো, প্যারাসুট খোলার ফিতা না টানলে কেমন হয়? এটি একটি পুরনো অনুভূতি। প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়বার পর প্রায় সবারই এটা হয় অনেকেই শেষ পর্যন্ত ফিতা খুলতে পারে না।

বেন ওয়াটসন মাটিতে নেমেই ঘড়ি দেখলো। তিনটা পঞ্চান্ন—পনের মিনিট লেট। তিনটা চল্লিশের ভেতরে সবার মাটিতে পা রাখার কথা।

সে তাকালো আকাশের দিকে। একে একে নামছে সবাই। সে গুনতে চেষ্ট করলো—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ...

২৫ ডিসেম্বর। ভোর ৪টা

চারদিকে অন্ধকার। সূর্য ওঠার এখনো এক ঘণ্টা দশ মিনিট দেরি। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। বেন ওয়াটসন তাঁর দল নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। তিরিশ কিলোমিটার। এমন কোনো দূরের পথ নয়। তারা ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। কারো মুখেই ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। কোনো শব্দও উঠছে না।

বেন ওয়াটসনের মনে হলো জনাথন এদের ভালোই ট্রেনিং দিয়েছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেন ওয়াটসনের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। একটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত জায়গা। একতলা একটি দালানে মজুর শ্রেণীর পাঁচ-ছ'জন জড়াজড়ি হয়ে ঘুমুচ্ছে। এছাড়া ত্রিসীমানায় কেউ নেই। ঘরের দরজা-জানালা ভাঙা। ভাঙা জানালায় হু-হু করে হাওয়া খেলছে।

লোকগুলি ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। বেন ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলো—কেউ ইংরেজি জানো?

কোনো উত্তর নেই। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

: কেউ ইংরেজি জানে না?

ওরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করলো। এদের দেখে মনে হয় না কেউ ইংরেজি জানে।

: কেউ জানো না?

: স্যার, আমি জানি।

: তুমি কে?

: আমি স্যার একজন কন্ট্রাক্টর। এই এয়ারপোর্ট ঠিক করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছি।

: ভালো করেছো। এখানে কোনো পাহারা থাকে না?

: জ্বি না স্যার, পাহারা থাকবে কেন?

: তাও তো কথা। রানওয়ে ঠিক আছে?

: আছে স্যার। মোটামুটি আছে। আপনারা কারা?

: আমরা কারা তা দিয়ে তোমাদের দরকার নেই। তোমরা গরম পানির ব্যবস্থা করতে পারবে?

: পারব স্যার।

: পানির ব্যবস্থা করো। আর শোনো, তোমাদের কেউ এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। যদি আমরা বুঝতে পারি তোমাদের কোনো মতলব আছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করা হবে। আমরা মানুষ ভালো নই।

: কতটুকু গরম পানি করব, স্যার?

: আমার কাছে কফি বিনস আছে। সবাই মিলে কফি খাব। কাজেই বুঝতে পারছ কতটুকু পানি লাগবে।

: জ্বি স্যার।

: পানি গরম হবার পরপর তুমি তোমার লোকজন নিয়ে রানওয়ে পরীক্ষা করতে যাবে। একটা ডেকোটা প্লেন নামবে। ঠিকমতো নামতে পারে যাতে সে ব্যবস্থা করবে। তোমাদের কাছে কিছু মাল-মশলা নিশ্চয়ই আছে।

: আছে স্যার।

: গুড, ভেরী গুড।

বেন ওয়াটসন কফির পেয়ালা হাতে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার মুখ ভাবলেশহীন। এয়ারপোর্ট দখল করতে তাকে একটি গুলীও খরচ করতে হয় নি, এটা তাকে মোটেও প্রভাবিত করে নি। তাকে দেখে মনে হয়, এ রকম হবে তা সে জানতো।

শীতের ভোরবেলায় গরম কফি চমৎকার লাগছে। বেন ঘড়ি দেখলো। ফোর্টনকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

মাওয়া জেগে উঠলো প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। শব্দ কমে আসতেই সে শুনলো এক সঙ্গে অনেকগুলি সাব-মেশিনগান থেকে কানে তালা ধরানোর মতো আওয়াজ আসছে। সে শব্দও থেমে গেল। আলাদা আলাদাভাবে গুলীর শব্দ হতে থাকলো। কি হচ্ছে এসব? আবার একটি বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। মনে হলো ফোর্টনকের সবটাই উড়ে গেছে। দরজা-জানালা সব ভেঙে গেছে নাকি! মাওয়া হতভম্ব হয়ে উঠে বসলো বিছানায়, ঠিক তখনি বন্ধ দরজা কে যেন লাথি মেরে ভাঙলো।

: তুমি মাওয়া?

মূর্তির মতো মাথা নাড়লো মাওয়া।

: আমরা নিশোকে নিতে এসেছি। তুমি চাবি নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

: কিসের চাবি?

: কোনো বাজে কথা বলবে না। একটি বাজে কথা বলবে, গুলী করে এখানেই শেষ করে দেবো।

সাব-মেশিনগান থেকে আবার শব্দ আসছে। একটিমাত্র সাব-মেশিনগান। অনবরত ক্যাট শব্দ। ভয়াবহ কিছু একটা হয়ে গেছে।

মাওয়া অনুগত ছেলের মতো চাবির গোছা হাতে নিচে নেমে এলো। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল আরেকজনকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোকটি ভারি গলায় বললো—এই কি মাওয়া?

: জ্বি স্যার।

: ভালো। মাওয়া, আমি ফকনার। তোমাদের সৈন্যবাহিনীর এমন খারাপ অবস্থা আমার ধারণা ছিল না। একদল গার্লস-গাইডও তো এরচে' ভালো ডিফেন্স দিতো। এইসব অপদার্থদের তো লাথি দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া উচিত।

সূর্য এখনো ওঠে নি। তবু আবছাভাবে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। মাওয়া ভালোমতো চারদিকে তাকানোরও সাহস পাচ্ছে না। কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না। শুধু ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মেয়েদের চেঁচিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। সৈন্যবাহিনীর ব্যারাক মোটামুটিভাবে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাওয়া সেলের তালা খুললো। সেলে ঢুকলো হার্ভি ফকনার।

: সুপ্রভাত জুলিয়াস নিশো।

নিশো কিছু বললেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

: আপনি কেমন আছেন?

: আমি ভালোই আছি। কিন্তু হচ্ছে কি?

: তেমন কিছু না। আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

: তোমরা কারা?

: আমরা হচ্ছি বুনো হাঁস। আমার মনে হয় না আপনি হাঁটতে পারবেন।

ফকনার ইশারা করতেই একজন এসে তাঁকে পিঠে তুলে নিলো। নিশো মৃদুস্বরে বললেন—অনেক কিছুর পিঠেই চড়েছি, মানুষের পিঠে কখনো চড়ি নি। ফকনার বললো—আপনাকে অল্প কিছু সময় কষ্ট করতে হবে, মি. নিশো। ভোর ছ'টা পঁচিশে আমাদের উদ্ধারকারী প্লেন আসবে। এখানে এমন কিছু কি আছে যা আপনি সঙ্গে নিতে চান?

: না, কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম, সেগুলি আমি মাওয়াকে দিয়ে যেতে চাই?

: মাওয়াকে দেয়া অর্থহীন, ওকে আমি এক্ষুনি মেরে ফেলবো।

: অসম্ভব! আমার চোখের সামনে কাউকে হত্যা করতে পারবে না।

: চোখের আড়ালেই করা হবে।

: না না। দয়া কর।

ফকনার হেসে ফেলল।

নিশো চোখ বন্ধ করে উচ্চস্বরে বললেন—ঈশ্বর, দয়া কর। বলেই খেয়াল হলো। তিনি একজন নাস্তিক। তবু তিনি আবারও ঈশ্বরের নাম নিলেন।

২৫ ডিসেম্বর। ভোর ৬-২০

এয়ারপোর্টে সবাই অপেক্ষা করছে। ফকনারের হাতে সিগারেট। তার মুখ হাসি হাসি। পঞ্চাশজন কমাণ্ডোর সবাই আছে। একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। বিশ্বাস হয়েও হতে চায় না। কিন্তু এটা স্বপ্ন। সত্যি। ঐ তো জুলিয়াস নিশো চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন।

ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে। প্লেন এসে পড়লো বোধহয়? রানওয়ে ভালো নয় তবু প্লেনের নামতে বা উঠতে অসুবিধা হবে না। ডাকোটা প্লেনগুলি ধান

ক্ষেতেও নেমে পড়তে পারে। ফকনার চেঁচিয়ে উঠলো, স্কোয়াড অ্যাটেনশন। গেট রেডি।

কমাণ্ডোদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগলো। হ্যাঁ, প্লেন দেখা যাচ্ছে। ডাকোটা প্লেন। ফকনারের নির্দেশে ওয়ারল্যাসে প্লেনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

: হ্যালো ডাকোটা। বুনো হাঁস কলিং। হ্যালো ডাকোটা, বুনো হাঁস কলিং। ওভার। হ্যালো ডাকোটা।

প্লেনের পাইলটকে শেষ পর্যন্ত ধরা গেল। ফকনার কথা বলবার জন্যে এগিয়ে এলো।

: গুড মর্নিং ডাকোটা এন্ড হ্যাপি ক্রিসমাস।

: হ্যাপি ক্রিসমাস। কর্নেল ফকনার?

: হ্যাঁ।

: তোমার জন্যে একটি বড় রকমের দুঃসংবাদ আছে।

: বলে ফেল।

: আমি তোমাদের নেবার জন্যে নামছি না। কিছুক্ষণ আগেই আমাকে জানানো হয়েছে যে, নিশোকে উদ্ধারের যে মিশন পাঠানো হয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে।

: কেন?

: জনোরেল ডোফার সঙ্গে আমেরিকান সরকারের চুক্তি হয়েছে, তারা এখন ডোফাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চায়।

: ভালো কথা। আমাদের কি হবে?

পাইলট সে কথার কোনো জবাব দিলো না। বিমানটি এয়ারপোর্টের উপর দুবার চক্কর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল।

সবাই তাকাচ্ছে। কিছু একটা শুনতে চায় ফকনারের কাছ থেকে। কি বলা যায়? ফকনার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো—বন্ধুরা, চমৎকার একটি সকাল।

রবিনসন ভুরু কুঁচকে বললো, ব্যাপারটা কি?

ফকনার জবাব দিল না। এক দলা থুথু ফেললো। পকেট থেকে সিগারেট বের করল। প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রবিনসনের দিকে। রবিনসন বিরক্ত মুখে বললো—আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।

: ক্যানসারের ভয়ে?

রবিনসন ঠাণ্ডা গলায় বললো—কেন আজেবাজে কথা বলছ? যা জানতে চাচ্ছি তা বল।

: কি জানতে চাচ্ছ?

ফকনার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললো, ব্যাপারটা তুমি যতটুকু জান আমিও ঠিক ততটুকু জানি। ওয়ারলেসে কথাবার্তা যা হয়েছে তুমি শুনেছ। তারপরেও আমাকে জিজ্ঞেস করবার অর্থ কি? এসব হচ্ছে মেয়েলী স্বভাব।

: মেয়েলী স্বভাব হোক বা না হোক, আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই—তুমি কি ভাবছ?

: এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি জানতে চাচ্ছ?

: হ্যাঁ।

: এই মুহূর্তে আমি ভাবছি, এক কাপ গরম কফি পেলে মন্দ হয় না।

: রসিকতা করছ?

: না, রসিকতা করব কেন? সত্যি সত্যি কফির পিপাসা বোধ হচ্ছে। সবার জন্যে গরম কফির ব্যবস্থা কর। সেই সঙ্গে খাবার-দাবার। শীতকালের নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত বোধ করছি।

: এর বেশি তোমার কিছু বলার নেই?

: আপাতত না।

: কফি কি আমরা এই এয়ারপোর্টেই খাব?

: মন্দ কি?

: এ রকম একটা খোলামেলা জায়গায়?

: অসুবিধা কি?

: দেখ ফকনার, তোমার বুদ্ধির উপর আমি চিরকাল আস্থা রেখেছি। তবুও বলছি, তোমার কি মনে হয় না জেনারেল ডোফা বিমান থেকে একটা আক্রমণ চালাতে পারে?

: মনে হয় না। ডোফার কথাবার্তা বোকার মত কিন্তু সে তোমার মতই বুদ্ধিমান। কাঁচা কাজ করবে না। আলাপ-আলোচনায় বসবে।

: কিসের আলোচনা?

: ডোফা আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাইবে বলে আমার ধারণা। সে আমাদের অক্ষত অবস্থায় এ দেশ থেকে চলে যেতে দেবে, তার বদলে 'নিশো'কে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। হরতনের টেক্কা আমাদের হাতে।

: তাসের কিছু কিছু খেলায় হরতনের টেক্কা মূল্যহীন।

: নিশো মূল্যহীন নয়। সেটা তুমি জান, আমি জানি, জেনারেল ডোফাও জানে। 'নিশো' যতক্ষণ আমাদের হাতে আছে ততক্ষণ ভয় নেই। ব্যাটা বেঁচে আছে তো?

: হুঁ।

: বাঁচিয়ে রাখ। 'নিশো' হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার পাসপোর্ট। ওকে ঠিকমত রাখ।

দ্রুত কফির ব্যবস্থা হল। ফকনার মগ হাতে শান্ত গলায় ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল। "বন্ধুগণ, বুঝতেই পারছ, ক্ষুদ্র একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। যারা আমাদের এই কাজে লাগিয়েছে তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। পশুদের জন্য ফাঁদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। একবার ফাঁদে আটকা পড়লে তারা বেরুতে পারে না।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা পশু নই, মানুষ এবং বুদ্ধিমান মানুষ। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসব। আপাতত আমরা যা করব তা হচ্ছে—কভার নেব, যাতে অনুসন্ধানী বিমান আমাদের দেখতে না পায়। কারো কি এই প্রসঙ্গে বলার আছে?"

একজন হাত তুললো। ফকনার বললো—কি বলার আছে?

: আমাদের মধ্যে যাদের যাদের বাথরুম পেয়েছে তারা কি বাথরুমের কাজটা এয়ারপোর্টে সারতে পারি? এদের এখানে ভাল বাথরুম আছে।

সবাই হা হা করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। ফকনার আরেকটি সিগারেট বের করতে করতে মনে মনে বললো—দলটা ভাল। এদের বিশ্বাস করা যায়। এদের উপর ভরসা করা যায়।

: বাথরুম সারবার জন্যে দশ মিনিট সময় দেয়া হল। ডিসমিস।

কভার নেবার জন্য আফ্রিকার মত দেশ হয় না। ঘন বনের দেশ। পুরো এক ডিভিশন সৈন্য ছোট্ট বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে। বিমান থেকে তাদের খোঁজা অসম্ভব। জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ। গিরিখাত! আদর্শ কভার।

ফকনারের দল এয়ারপোর্টের উত্তরের বনে ঢুকে পড়লো। দলের কাউকেই তেমন চিন্তিত মনে হলো না। অনেকেই পছন্দসই জায়গা বেছে ঘুমুবার আয়োজন করছে। দুজনের একটা দল তাস নিয়ে বসেছে। আলো ভালমত

ফুটে নি। তাস দেখা যাচ্ছে না। তাতে খেলায় অসুবিধা হচ্ছে না। হাই স্টেকের খেলা। দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে টাকার হিসাব রাখা হচ্ছে। সকলের ইন্দ্রিয় তাসে কেন্দ্রীভূত।

এ রকম পরিস্থিতিতে যে জাতীয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণত থাকে তার কিছুই নেই। সবই কেমন যেন আলগা ধরনের। সবার মধ্যে কেমন ঢিলেঢালা ভাব। যেন আফ্রিকার বনে তারা সাপ্তাহিক বনভোজনে এসেছে। কারোর চেহারায় উদ্বেগের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। শুধু বেন ওয়াটসনকে খানিকটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

সে বিশাল এক পিপুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। নিশো আছেন তার পাশে। নিশোর হতভম্ব ভাব এখনো কাটে নি। এখন পর্যন্ত তিনি একটি কথাও বলেন নি। কফি দেয় হয়েছিলে। খান নি, ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শরীর খুবই খারাপ লাগছে। কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। যে-ভাবে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন। এখনি হয়ত হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, কয়েকবার হেঁচকি তুলে সব রকম সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এ নিয়েও বেন ওয়াটসনের মাথাব্যথা নেই। সে একটা লম্বা ঘাস দাঁত দিয়ে কাটছে এবং কিছুক্ষণ পরপর কাটা ঘাসের টুকরো থু করে দূরে দূরে ফেলছে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তার মূল প্রচেষ্টা ঘাসের টুকরোটা কত দূরে ফেলা যায়।

নিশো একটা কাতর শব্দ করলো।

বেন বিরক্ত মুখে বললো—কোঁ-কোঁ করবেন না। কোঁ-কোঁ শব্দটা আমার খুবই অপছন্দ।

নিশো বললেন—আনন্দের কোন শব্দ করতে পারলে খুশি হতাম। তা পারছি না।

: যখন পারছ না তখন চুপ করে থাক।

নিশো হেসে ফেললেন।

বেন কড়া গলায় বললো—হাসছ কেন?

: মানুষের হাসি শুনে কেউ বিরক্ত হয় না। তুমি হচ্ছ কেন?

বেন উঠে চলে গেলো। নিশো কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন। অসম্ভব সাহসী একদল মানুষের সঙ্গে তিনি আছেন। সাহস একটি দুর্লভ জিনিস। সেই দুর্লভ জিনিস এদের আছে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে আদর্শের চমৎকার মিলটি এদের হয় নি। যে কারণে তাদের এই সাহস অর্থহীন। থাকাও যা না থাকাও তা।

তিনি জানেন এরা ভাড়াটে সৈন্য। টাকা যার এরা তার। টাকার বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করেছে। টাকার বিনিময়ে বিনা দ্বিধায় ডোফার হাতে তুলে দেবে। অবশ্যি তার জন্যে তিনি যে খুব দুঃখিত তা না। যার যা চরিত্র সে তাই করবে। জীবনের শেষ সময়টা তিনি বিনা ঝামেলায় কাটাতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হচ্ছে না। কষ্ট এই কারণেই। তিনি চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন—ডোফার সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে তিনি কি বলবেন? বলার মত তেমন কোন কথা কি সে সময় খুঁজে পাওয়া যাবে? তার একটি প্রিয় লাইন হচ্ছে—"মাঝে মাঝে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশি হয়।" এই লাইনটি বলা যায়। তবে না বলাই ভাল। এই কথাগুলিতে এক ধরনের অহংকার প্রকাশ পায়। জীবনের শেষ ভাগে এসে তিনি অহংকারী সাজতে চান না। কারণ তিনি অহংকারী নন। এটাও বোধহয় ঠিক হলো না। তিনি অহংকারী। মানুষ হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ এই অহংকার তাঁর আছে।

কয়েকটা মাছি তাঁকে বিরক্ত করছে। এটাও বেশ মজার ব্যাপার। মাছিগুলি অন্য কাউকে বিরক্ত করছে না। বারবার উড়ে এসে তাঁর মুখে বসছে। কীট-পতঙ্গরা মানুষের মৃত্যুর খবর আগে টের পায়। এরাও হয়ত পেয়ে গেছে। নয়ত বেছে বেছে তাঁর মুখের উপরই ভন্‌ভন্ করবে কেন?

নিশো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। পানির পিপাসা হচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই যাকে পানির কথা বলা যায়। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকার মত জোর তাঁর ফুসফুসে নেই। তিনি মরার মত পড়ে রইলেন। তাঁর মুখের উপর মাছি ভনভন করছে। কি কুৎসিত দৃশ্য! এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে—কুৎসিত দৃশ্যের পাশাপাশি একটি চমৎকার দৃশ্যও তাঁর চোখ পড়লো—পিপুল গাছের মোটা শিকড়ে একটি পাহাড়ী পাখি। ঝকঝকে সোনালী পাখা। চন্দনের দানার মত লাল টকটকে ঠোঁট। কি নাম এই পাখির কে জানে? পাখিটা তাঁকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। আহ্ বেঁচে থাকার মধ্যে কত রকম আনন্দ! কত অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত!

: সম্রাট নিশো।

তিনি পাখির উপর থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন—আমি শুনছি।

: আপনি কেমন বোধ করছেন?

: এই মুহূর্তে চমৎকার বোধ করছি।

: শুনলাম কিছুই খান নি।

: ইচ্ছা করছে না।

: দয়া করে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।

নিশো তাকালেন।

: আমার নাম ফকনার।

: তুমি এই দলের প্রধান?

: হ্যাঁ। আমি জানতে এসেছি আপনার কিছু লাগবে কিনা।

: কাগজ এবং কলম দিতে পার? পাখিটা দেখার পর চমৎকার একটা ভাব এসেছে। চেষ্টা করব ভাবটা ধরে রাখতে পারে কিনা।

: কবিতা লিখবেন?

: আবেগ ধরে রাখবার জন্যে কবিতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম।

: আপনার কি মনে হচ্ছে না কাব্যচর্চার জন্যে সময়টা উপযোগী নয়?

: না, তা মনে হচ্ছে না।

: কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত। আমি অন্য একটি ব্যাপার জানতে এসেছি।

: কি ব্যাপার?

: এ দেশের লোকজন কি আপনাকে ভালবাসে?

: মনে হয় বাসে।

: কি করে বললেন?

: আমি ওদের ভালবাসি। ভালবাসা এমন একটি ব্যাপার যে, যাকে ভালবাসা হয় তাকে তা ফেরত দিতে হয়। এখানে বাকি রাখা চলে না। তুমি যখনি কাউকে ভালবাসবে তখনি তা ফেরত দিতে হবে। এবং মজার ব্যাপার কি জান? অনেক বেশি পরিমাণে ফেরত আসে। তাই নিয়ম।

: কার নিয়ম?

: প্রকৃতির নিয়ম।

নিশো দেখলেন, ফকনার চলে যাচ্ছে। তিনি তাকালেন পাখিটির দিকে। আশ্চর্য! পাখিটা এখানো আছে। উড়ে যায় নি। তিনি মৃদুস্বরে বললেন—এই, আয় কাছে আয়। পাখিটা তখন উড়ে গেল। এই ব্যাপারটাও তাঁর বেশ মজা লাগলো। যতক্ষণ পাখিটাকে কাছে আসতে বলেন নি ততক্ষণ সে কাছেই ছিল। যেই কাছে ডেকেছেন ওমি উড়ে গেছে।

: সম্রাট নিশো।

: কে?

: আমার নাম জনাথন—মি. ফকনার আপনার জন্যে কাগজ এবং কলম পাঠিয়েছেন।

: ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।

ফকনার দাঁড়িয়ে আছে ওয়্যারলেস সেটের পাশে। ওয়্যারলেস অপারেটর হচ্ছে বেঁটে এল। যার আসল নাম এলবার্ট জিরান। সে মোটেই বেঁটে নয়—প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। তার বেঁটে খেতাবের উৎস রহস্যমণ্ডিত।

বেঁটে এল ওয়্যারলেস সেটের নব ঘুরাচ্ছে। কম্যুনিকেশন ফ্রিকোয়েন্সির নব ঘুরাচ্ছে—যদি কিছু ধরা পড়ে! কিছুই ধরা পড়ছে না। জেনারেল ডোফা এদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন এখনো বোধ করে নি। তবে শিগগিরই হয়তো করবে। জেনারেল ডোফা চেষ্টা করবে তাদের ঘিরে ফেলতে। তাকে অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। প্যারাট্রুপার নামাতে হবে হয়ত। ফোর্টনক এবং পরিত্যক্ত এই এয়ারপোর্ট ছাড়া প্যারাট্রুপার নামাবার জায়গা নেই। গাছপালায় চারদিক ঢাকা।

ওয়্যারলেস সেট বিপবিপ করছে। ফকনার বলল, বেঁটে এল, কিছু আসছে?

: মনে হচ্ছে, সিগন্যাল ক্লিয়ার না। প্রচুর ব্যাকগ্রাউণ্ড নয়েজ।

: চেষ্টা করে যাও। এফএমএ দেখবে—কিছু পাওয়া যায় কি-না?

এল ইশারায় চুপ করতে বললো। সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে। পরিষ্কার সিগন্যাল।

: হ্যালো হ্যালো ... ব্রিগেডিয়ার ক্রিস্তা। হ্যালো

: এলবার্ট জিরান।

: মিশন ফোর্টনক? হ্যালো ফোর্টনক?

ফকনার এগিয়ে এল। ক্লান্ত গলায় বললো—

: সুপ্রভাত কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

: তোমাদের জন্যে তো সুপ্রভাত বটেই।

ক্রিস্তা বললো—তা ঠিক। নিশো কোথায়?

: আমাদের সঙ্গেই আছে।

: আমরা তাকে ফেরত চাই।

: ভালো কথা, ফেরত দেয়া হবে, তার পরিবর্তে আমরা কি পাবো?

: কি চাও?

: একটা বিমান, যা আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা কোনরকম ঝামেলা চাই না।

: কেন চাও না তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমাদের আছে।

: তোমরা বিমান পাঠাবে এখানকার এয়ারপোর্টে। আমরা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখব সব ঠিক আছে কি-না। তোমাদের দিক থেকে দু'জনকে আমরা হোস্টেজ হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাব। দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—যেমন ধর, মিনিস্টার অব ডিফেন্স।

: হোস্টেজ নিয়ে যাবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

: হোস্টেজ এই জন্যেই নিতে চাই, যাতে বিমান আকাশে ওঠবার পর তোমার কোন ঝামেলা না কর। এয়ার টু এয়ার মিসাইল তোমাদের আছে বলে শুনেছি।

: ঠিকই শুনেছ। তবে কথা কি জান, আমাদের সঙ্গে দরদাম করার মতো অবস্থায় তোমরা নেই বলেই মনে হয়।

: মিনিস্টার অব ডিফেন্সকে হোস্টেজ হিসেবে দিতে না চাও, তোমাকে পেলেও চলবে। ব্রিগেডিয়ার। মন্দ কি! নিশোকে তোমাদের প্রয়োজন—এইটুকু বুঝতে পারি।

: আমাদের যতটা প্রয়োজন বলে তুমি ভাবছ ততটা প্রয়োজন কিন্তু না। যাই হোক, এই ফ্রিকোয়েন্সিতেই পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

: কত পরে?

: মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত?

: হ্যাঁ, কিছুটা।

: নিশো কেমন আছে?

: এখনো টিকে আছে। বেশিক্ষণ থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এই মুহূর্তে তাকে দেখে মোটামুটি সুখী বলেই মনে হচ্ছে—কবিতা লিখছে সম্ভবত।

ওপাশের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ফকনার বেঁটে এলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো—আমি আরেক মগ কফি খাব। ব্যবস্থা কর। জনাথনকে আসতে বল।

জনাথন সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। ফকনার জনাথনকে আড়ালে নিয়ে গেল। আড়ালের প্রয়োজনীয়তাটা জনাথন ঠিক বুঝতে পারছে না। ফকনার ফিসফাস করবার মত লোক নয়।

: ব্যাপার কি ফকনার?

: ব্যাপার খুবই খারাপ। ওদের ভাবভঙ্গি অন্য রকম।

: তোমার ধারণা, আমাদের আটকে ফেলতে চাইছে?

: তাই।

: কি করতে বল?

: ফোর্টনকে অফিসার শ্রেণীর কেউ কেউ নিশ্চয়ই জীবিত আছে?

: থাকার তো কথা। কারা-প্রধান মাওয়া জীবিত আছে বলে আমার ধারণা।

: জীবিত থাকলে অবশ্যি তাকে আনতে হবে। কতজন তোমার লাগবে?

: দশ জন।

: পনেরো জন নিয়ে যাও। পছন্দমত পনেরো জন। এবারকার অপারেশন আগেরবারের মত হবে না। যতদূর সম্ভব ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। ওদের যোগাযোগের কেন্দ্র পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে হবে।

: তোমার পরিকল্পনাটা কি?

: মজার পরিকল্পনা। জেনারেল ডোফাকে বড় ধরনের ধোঁকা দিতে চাই।

: আমরা কি এখনি রওনা হয়ে পড়ব?

: হ্যাঁ, রওনা হয়ে যাও। কতক্ষণ লাগবে বলে তোমার ধারণা?

: ঘণ্টা দুই।

: তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দেয়া হল। এক ঘণ্টার ভেতর মাওয়াসহ কমপক্ষে তিনজনকে এখানে চাই। দরকার হলে আরো পাঁচ জন নিয়ে যাও।

: তোমার পরিকল্পনাটা কি বলতো শুনি?

: এতটা সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে? মাত্র এক ঘণ্টা সময় তোমাকে দেয়া হয়েছে। এর দু'মিনিট তুমি নষ্ট করে ফেলেছ।

এক ঘণ্টা একুশ মিনিটের মাথায় কারারক্ষী মাওয়া, একজন আর্টিলারী ক্যাপ্টেন, দু'জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এবং একজন হাবিলদার মেজরকে নিয়ে জনাথন উপস্থিত হল। মাওয়া জীবিত হলেও গুরুতর আহত। গুলী লেগে তার বাঁ হাতের তিনটি আঙুল উড়ে গেছে। ডান পায়ের উরুতে গুলী লেগেছে। তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। বাকি অফিসাররা সুস্থ, তবে তারা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি। চোখ রক্তবর্ণ।

ফকনার বললো—মাওয়া, কেমন আছ তুমি?

মাওয়া জবাব দিল না। ফকনার বললো—তোমাদের উপর দিয়ে সামান্য একটু ঝামেলা গিয়েছে, বুঝতে পারছি। আমি দুঃখিত। তোমাদের জন্যে কফি হচ্ছে। কফি খাও। ভাল লাগবে। তোমাদের কারোর যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তাহলে চুরুট নিতে পার। ভাল চুরুট আছে।

কেউ কোন উত্তর দিল না। আর্টিলারী ক্যাপ্টেন একদলা থুথু ফেলল।

: তোমাদের এখানে আনার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমি জেনারেল ডোফাকে বড় রকমের একটা ধোঁকা দিতে চাই। তোমাদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হচ্ছে না। তোমরা যা করবে তা হচ্ছে—জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি যা শিখিয়ে দেই ওয়্যারলেসে তা-ই তাকে বলবে। খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলবে। আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় চাই।

বলতে বলতে ফকনার হাসলো। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করল।

: তোমরা যা বলবে তা হচ্ছে ...

ফকনারের কথা শেষ হবার আগেই আর্টিলারী ক্যাপ্টেন কঠিন গলায় বললো—তুমি যা বলবে আমরা তাই করব মনে করার কোন কারণ আছে কি?

ফকনার বিস্মিত হবার ভঙ্গি করল। যেন খুবই অবাক হয়েছে।

: আমি যা বলব তুমি তা করবে না?

: আমরা কেউ করব না।

: বহুবচনে কথা বলছ কেন? তুমি তোমার নিজের কথা বল। যা করতে বলব তা করবে না?

: না।

: খুবই ভাল কথা। সাধাসাধি আমার পছন্দ না। ভয় দেখিয়ে রাজি করানোতেও আমার বিশ্বাস নেই। আমি সহজ সরল লোক। যেহেতু তুমি আমার কোন কাজে আসছ না কাজেই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন যুক্তি দেখছি না।

ফকনার ঠোঁটের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দুপা এগিয়ে গিয়ে খাপ থেকে পিস্তল টেনে বের করল। তার মুখের রেখা একটুও বদলালো না। ঠোঁটের ফাঁকে যে হাসি লেগেছিল সেই হাসি লেগে রইল। পরপর দুবার গুলীর শব্দ হল। শব্দ মেলাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার শান্ত গলা শোনা গেল—

: বেঁটে এল, ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যাও। আর এদের কফি দেয়ার ব্যবস্থা কর। তোমার যারা এখনো বেঁচে আছ, তাদের বলছি — কোন রকম জোর-জবরদস্তি নেই। আমার কথা যারা শুনতে চাও না, তাদের শুনতে হবে না। তবে যারা শুনবে তারা ভালমত শুনবে এইটুকু আশা করি।

মাওয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বললো—জেনারেল ডোফাকে কি বলতে হবে?

: বলছি। তার আগে কফিপর্ব শেষ হয়ে যাক।

নিশো একদৃষ্টে এদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এত দূর থেকে কথাবার্তা তিনি কিছুই শুনতে পান নি। হত্যার দৃশ্যটি শুধু দেখেছেন। এত সহজে এত শান্ত ভঙ্গিতে মানুষ খুন করা যায় তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। তিনি শব্দ করে বমি করলেন। তাঁর নাড়ীভুঁড়ি যেন উঠে আসতে চাইছে। মনে মনে বললেন—হে ঈশ্বর, এ কী দেখলাম! তাঁর মনেই রইল না যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করেন না।

জেনারেল ডোফা বিস্মিত গলায় বললেন—মাওয়া, তুমি যা বলছ তা কি সত্যি?

: হ্যাঁ, সত্যি।

: ফকনার মারা পড়েছে?

: হ্যাঁ, পড়েছে।

: আর নিশো? নিশোর কি অবস্থা?

: মারা গেছে, স্যার।

: তোমার গলা এমন শুকনো শোনাচ্ছে কেন?

: আমি আহত। হাঁটুতে গুলী লেগেছে। হাতের আঙুল উড়ে গেছে।

: শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তবে দেশের জন্যে সবাইকে কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হয়। তুমি কয়েকটা আঙুল ত্যাগ করলে।

: জ্বি স্যার।

: আমাদের দিকের হতাহতের সংখ্যা কেমন?

: অনেক।

: তাতে কোন অসুবিধা নেই। নিহতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে। বিরাট ক্ষতিপূরণ। তাদের সবাইকে জাতীয় বীর ঘোষণা করা হবে।

: ইনফ্যানট্রি লেফটেন্যান্ট নুখতা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে বীরের মত যুদ্ধ করেছে।

: শুনে সুখী হলাম। শোন, নিশোর মৃতদেহ কি লুকানো হয়েছে?

: হ্যাঁ।

: ভাল, খুব ভাল। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। দেশের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব তোমার জন্যে ব্যবস্থা হবে।

: আপনাকে অসম্ভব ধন্যবাদ, স্যার। আপনার পক্ষে কি এখানে আসা সম্ভব হবে? সৈন্যরা আপনাকে দেখতে পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। তারা বীরের মত যুদ্ধ করেছে।

: আমি আসব। সৈন্যরা আমার সন্তানের মত। আমি অবশ্যই আসব। সামরিক হেলিকাপ্টারে করে আসব।

: কখন রওয়া হবেন, স্যার?

: ধর, দশ মিনিটের মাথায় রওনা হচ্ছি।

জেনারেল ডোফা রিসিভার নামিয়ে পাশে দাঁড়ানো মিলিটারী অ্যাটাচির চোখে চোখ রেখে হাসলো। মুহূর্তের মধ্যেই হাসি সামলে নিয়ে মৃদু গলায় বললেন—মাওয়া মিথ্যা কথা বলছে। সাজানো কথা বলছে।

মিলিটারী অ্যাটাচি অবাক হয়ে বললো—আমার কছে কিন্তু স্যার সাজানো কথা বলে মনে হয় নি।

: তোমার বুদ্ধি একটি গরিলার বুদ্ধির চেয়ে খুব বেশি নয় বলেই কিছু বুঝতে পারছ না। ও ধরা পড়েছে ফকনারের হাতে। ব্যাটা যা বলছে তাই সেই বলছে। বানরের মত ভীরু একদল মানুষ নিয়ে আমার সৈন্যবাহিনী।

মিলিটারী অ্যাটচি একবার ভাবল, জিজ্ঞেস করে—স্যার, কি করে বুঝলেন মাওয়া মিথ্যা কথা বলছেন।

কিন্তু জিজ্ঞেস করার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। সে আসলেই ভীরু।

ঘড়িতে বাজছে এগারোটা একুশ। রবিনসন এগিয়ে গেলো ফকনারের দিকে। নরম গলায় বললো, ফকনার, আমি কি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি?

: নিশ্চয়ই পার।

: তোমার পরিকল্পনা আমার পছন্দ হয় নি।

: জানি। এবং পছন্দ না হবার কারণও জানি। আমার পরিকল্পনা বেশি সহজ। সহজ বলেই পছন্দ হয় নি। জটিল কিছু হলে তোমার পছন্দ হত।

: পছন্দ না হবার কারণ হচ্ছে ডোফা কোন শিশু নয়। তার আচার-আচরণ শিশুর মত, কথাবার্তা শিশুর মত কিন্তু সে শিশু নয়। তুমি তা ভালো করেই জান। সে ধুরন্ধর মানুষ।

: ধুরন্ধর মানুষেরা মাঝে মাঝে হাস্যকর ভুল করে। করে না?

: তা করে। তবে ...

: কোন তবে নয়। এই সুযোগ আমি নিতে চাই।

: নিতে চাচ্ছ নাও কিন্তু আমার পরামর্শ শোন, একটা বিকল্প ব্যবস্থা রাখ।

: কি রকম বিকল্প ব্যবস্থা?

: ধর, ডোফা তোমার পরিকল্পনামত কাজ করল না। একদল কমাণ্ডো বিমান বোঝাই করে পাঠিয়ে দিল। তোমার ফাঁদে সে পা দিল না। যদি তাই করে তখন আমরা কি করব?

: কি করতে চাও?

: আগে থেকে তৈরি থাকতে চাই।

: বেশ, তৈরি হও। শোন রবিনসন, তোমার মাথার চুল বেশি পেকে গেছে। দড়ি দেখলেই সাপ ভাবছ।

: তা ভাবছি। তাতে ক্ষতি তো কিছু নেই।

: আমি গোটা দলকে দুভাগে ভাগ করে দেব। এক ভাগ থাকবে ফোর্টনকে। অন্য ভাগ নিশোকে নিয়ে গ্রামে লুকিয়ে থাকবে। যদি দেখি ডোফা তোমার ফাঁদে পা দিয়েছে, একটা হেলিকপ্টার নিয়ে নিজেই নেমেছে, তখন আমরা হেলিপ্টার দখল করে নেব। হেলিকাপ্টার নিয়ে পালিয়ে যাব। আর যদি তা না হয়, তাহলে একদল ওদের মোকাবেলা করবে অন্যদল নিশোকে নিয়ে আরো ভিতরের দিকে পালিয়ে যাবে। কি, রাজি আছ?

ফকনার জবাব দিল না। একদল থুথু ফেলল। রবিনসনের পরিকল্পনা তার পছন্দ হচ্ছে না। দল দুটি ভাগে ভাগ করা মানেই ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া।

: কি ফকনার, কথা বলছ না কেন? রাজি?

: হ্যাঁ, রাজি।

: গুড। ভেরী গুড। তুমি নিশোকে নিয়ে গ্রামে চলে যাও। এখানকার ব্যাপারটা আমি সামলাব।

: আমি যাব?

: হ্যাঁ, তুমি যাবে। পরিকল্পনার প্রথম অংশ তুমি করেছ, বাকিটা আমাকে করতে দাও। তুমি ভাল করেই জান প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটা আমি ভাল করি।

: এক সময় করতে এখন কর কি-না জানি না।

: এখনো করি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। রওনা হয়ে যাও।

: দু'টি দল যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তখন? একটিমাত্র ওয়্যারলেস সেট।

: ওয়্যারলেস সেট তোমার সঙ্গেই থাকবে, ফকনার। আর আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তাহলে বিচ্ছিন্নভাবেই টিকে থাকার চেষ্টা করব। চেষ্টা চালাতে হবে কত দ্রুত দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া যায়।

ফকনার কিছু বলছে না। বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যাবার ইচ্ছা খুব-একটা নেই। রবিনসন বলল,

: সময় নষ্ট করছ ফকনার। রওনা হয়ে যাও।

: কতজন সঙ্গে নেব?

: সাতজন নাও। বাকি সব রেখে যাও।

: বেশ, তাই হবে।

সময় বারটা পঁচিশ

দুটি ট্রেন্সপোর্ট হেলিকপ্টার ফোর্টনকের উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে।

জেনারেল র‍্যাবি নিজেই এসেছে। তার সঙ্গে একশ সতেরোজনের একটি সুসজ্জিত কমাণ্ডো দল। হেলিকপ্টার দুবার নামার মত ভঙ্গি করেও উপরে উঠে গেলো। র‍্যাবি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না। জেনারেল ডোফার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে হেলিকপ্টার নিয়ে নামা হবে একটা বড় ধরনের বোকামি। সরাসরি বাঘের মুখে পড়ে যাওয়া। তারচে' আকাশে থাকা ভাল।

ফোর্টনকের সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে প্যারাট্রুপার নামানো হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা এসে পড়ুক। ব্যস্ততার কিছু নেই। জেনারেল র‍্যাবির চোখে ফিল্ড টেলিস্কোপ। ফিল্ড টেলিস্কোপে দেখা যাচ্ছে বিরাণ জনভূমি। এর মানে সে বুঝতে পারছে না। র‍্যাবি হেলিকপ্টার পাইলটের পেছনে বসেছিল। পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে বললো, কিছু বুঝতে পারছ?

পাইলট মাথা না ঘুরিয়ে বললো, একটা জিনিসই বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে, ফোর্টনকে কেউ নেই।

: ঘাপটি দিয়ে বসে আছে হয়ত।

: তা থাকতে পারে।

: তুমি ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে আছ তো?

: তা আছি।

দশ মিনিটের মাথায় প্যারাট্রুপাররা ফোর্টনকে ঢুকলো। গ্রাউণ্ড থেকে জানানো হল—'অল ক্লিয়ার'। জেনারেল র‍্যাবিকে নিয়ে হেলিকপ্টার নেমে এল।

জেনারেল র‍্যাবি প্রথম যে কথাটি বললো তা হচ্ছে—এ তো দেখি ভয়াবহ অবস্থা! এরা করেছে কি?

ফোর্টনক মোটামুটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যেখানে-সেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে। ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মহিলা এবং শিশুদের কান্না শোনা যাচ্ছে। জেনারেল র‍্যাবি কঠিন গলায় বললো, ফোর্টনকে কেউ নেই—এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর আমাকে জানাও। আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।

: প্রতিটি ঘর দেখা হয়েছে, স্যার।

: ভাল কথা। একশ ভাগ অ্যালার্ট থাকতে হবে। বাংকারগুলিতে পজিশন নাও।

: নেয়া হয়েছে, স্যার।

: চমৎকার।

: ফ্যামিলি কোয়ার্টারে যারা আছে তাদের নিয়ে এসো। তাদের কাছ থেকে শুনি কি হয়েছে। আর ডেডবডিগুলির একটা ব্যবস্থা কর। ক'জন মারা গেছে তাদের লিস্ট তৈরি করতে হবে।

: লিস্ট করা হচ্ছে স্যার।

: ভেরী গুড। ওয়্যারলেস অপারেটরকে বল জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি কথা বলব।

: জ্বি আচ্ছা, স্যার।

: শোন, জেনারেল ডোফার সঙ্গে কথা বলার আগে আমি মাওয়ার স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আশা করি তারা সুস্থ আছে।

: আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি, স্যার।

: প্যারাট্রুপার বাহিনীর কমাণ্ডো কে?

: কর্নেল ফাতা।

: সে কোথায়? আমার কাছে কি ইতোমধ্যেই তার রিপোর্ট করার কথা না?

: স্যার, আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।

জেনারেল র‍্যাবি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালো আর ঠিক তখনি ভয়বহ বিস্ফোরণ হল। ফোর্টনকের গুদাম ঘরটি বিস্ফোরণের চাপে কয়েক ফুট শূন্যে উঠে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে গুঁড়িয়ে পড়লো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এক সাথে বেশ কিছু এলএমজি গর্জে উঠলো। র‍্যাবি শুধু বললো, কি হচ্ছে? বেশি কিছু বলতে পারলো না। কারণ তার কথা শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটেছে। মাথার উপরে বিম দেয়া উঁচু ছাদ খুলে আসছে।

প্যারাট্রুপার দলের অধিনায়ক কর্নেল ফাতা ফোর্টনকের সর্বদক্ষিণের বাংকারে বসে অনুসন্ধানী দল কিভাবে পাঠানো হবে তা ঠিকঠাক করছিল। তার মুখে চুরুট। বিস্ফোরণের পরপর সে ঠাণ্ডা গলায় বললো—খুব বড় রকমের বোকামি হয়েছে। খুবই বড় ধরনের বোকামি।

কি বোকামি হয়েছে তা বলার মত অবসর হল না। তিন ইঞ্চি মর্টারের একটি গোলা এসে পড়লো। নিখুঁত নিশানা। যার থেকে অনুমান করা যায়, বাংকারগুলির পজিশন মত মর্টারের গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। প্রতিটি বাংকার আক্রান্ত হবে।

পরবর্তী কুড়ি মিনিটে যা ঘটলো তার নাম—হতবুদ্ধি সৈন্যবাহিনীর রিফ্লেক্স অ্যাকশনজনিত বিশৃঙ্খলা।

ওরা ভেতর থেকে আক্রান্ত হয়েছে এটা বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছু সময় নষ্ট হল। বাংকারের নিরাপদ আশ্রয়ে যারা ছিল তারা ভেতরের দিকে গুলী করবে কি করবে না সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হল, তারা ক্রল করে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে যাবে। কিন্তু আক্রমণের কোন কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল দূরপাল্লার জন্যে উপযুক্ত। প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি তাদের ছিল না। বিপক্ষ দলের জনবল সম্পর্কেও একটি ভুল ধারণা তৈরি হল যা মানসিকভাবে তাদের কাবু ফেলল।

শুধু হেলিকপ্টার দু'টির পাশে দাঁড়ানো দশজনের একটি ইউনিট মাথা ঠাণ্ডা রাখল। মুহূর্তের মধ্যে তারা দু'টি লাইট মেশিনগান বসিয়ে ফেলল। যে ভুলটা সবাই করেছে—পাগলের মত নির্বিচারে গুলিবর্ষণ—তা তারা করল না। কভার নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

রবিনসন তার দলের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশকে রেখেছিল হেলিকপ্টার দখলের জন্য। তারা তা করতে পারল না। হেলিকপ্টার রক্ষীবাহিনী রবিনসনের দলকে কাছে ঘেঁষতেই দিল না। রবিনসনের দল যা করতে পারল তা হচ্ছে—রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে দু'টি হেলিকপ্টারের একটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া।

ফোর্টনকের সর্বত্রই আগুন জ্বলছে। রবিনসন হেলিকপ্টার রক্ষীবাহিনীর নজর ঢাকবার জন্যে একটি স্মোক বোম ব্যবহার করেছে। সেই ঘন কালো ধোঁয়ার চারদিক অন্ধকার। বাইরের বাংকারগুলি থেকে এইচএমজি'র গুলিবর্ষণের কান-ফাটানো আওয়াজ। তারা গুলী চালাচ্ছে বাইরে। যে কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে আক্রমণ হবে—এটাই তাদের গুলীবর্ষণের কারণ।

হতভম্ব জেনারেল র‍্যাবি চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—বড় রকমের ফাঁদে পড়ে গেছি, স্যার।

ডোফা শুকনো গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

: ফকনারের দল ভেতর থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে। আশঙ্কা করছি, বাইরে থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকেও আক্রমণ হবে।

: এখন কি আক্রমণ বন্ধ?

: জ্বি। কিছুক্ষণ আগে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছে।

: ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি?

: এখনো পুরো রিপোর্ট পাই নি। তবে অবস্থা বেশি ভাল না। বলা যেতে পারে—খুবই খারাপ অবস্থা।

: তুমি জেনারেল না হয়ে একটা ছাগল হলে ভাল হত।

: আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছি।

: 'পরিস্থিতি' তোমার পশ্চাদ্দেশ দিয়ে প্রবেশ করানো হবে।

জেনারেল ডোফা ওয়্যারলেস রিসিভার নামিয়ে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন।

র‍্যাবির কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পুরো বিবরণ পাওয়ার পরপরই জেনারেল ডোফা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠালেন। তাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলল প্রায় এক ঘন্টা। মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের কেউ কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁদের বিরাট বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। হাসিমুখে কথা বলেন।

জেনারেল ডোফাও তাই খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসিমুখে যে কথাটি শেষ মুহূর্তে বললেন তার সরল অর্থ হচ্ছে—ঈশ্বর দু'টি শয়তান তৈরি করেছেন। দু'টির একটি হচ্ছে, যে আদমকে গন্ধম ফল খাইয়েছে আর অন্যটি হচ্ছে, মার্কিন সরকার।

রাষ্ট্রদূত সেই কথায় প্রাণখুলে হাসলো। মধুর স্বরে বললো—আপনি খুবই রসিক। তবে ভয় নেই, আমরা আপনার পেছনে আছি।

ডোফা হাসিমুখে বললেন—শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে সমস্যা কি জানেন? সমস্যা হচ্ছে—আপনারা একই সঙ্গে দু'তিন জনের পেছনে থাকেন। এই মুহূর্তে হয়ত বা অন্য একজন জেনারেলের পেছনেও আছেন, আবার কে জানে হয়ত ফকনারের পেছনেও আছেন।

: আপনি খুবই রসিক ব্যক্তি।

: ঠিক ধরেছেন। খুবই রসিক।

দুপুরে ডোফা তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে নদীতে সাঁতার কাটতে গেলেন। তার জন্যে একটি ক্যাবিনেট মিটিং করতে হল। এখন আর কোন কিছুতেই মন বসছে না।

নদীর পাড়ে টিভি ক্যামেরাম্যান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যচিত্রের গাড়ি এবং বেশ ক'জন পত্রিকার ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে। আগামীকালের পত্রিকায় ডোফার সাঁতারের ছবি ছাপা হবে। খবরের ধরন কি হবে তথ্য মন্ত্রণালয় তাও জানিয়ে দেবে। ইতোমধ্যে তা লেখাও হয়ে গেছে। ফটোকপি করা হচ্ছে। ডোফার অনুমতি পেলেই সাংবাদিকদের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে।

উসসি নদীতে ডোফা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজ হঠাৎ উসসি নদীতে সাঁতার কাটার জন্যে উপস্থিত হন। জনগণ তাঁদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে তাদের মাঝখানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁরা তুমুল হর্ষধ্বনি দিতে থাকেন। মহামান্য প্রেসিডেন্ট নদীর পাড়ে দণ্ডায়মান জনগণকে তাঁর সঙ্গে সাঁতারের আমন্ত্রণ জানান। এই আহ্বানে তাদের আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। মহামান্য প্রেসিডেন্ট সাঁতার কাটতে কাটতেই তাদের ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে, অদূর অভিষ্যত উসসি নদীতে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা সরকার করবে। যাতে প্রলয়ংকরী বন্যায় উসসি নদীর দু'পাশের মানুষকে আর কষ্ট না করতে হয়।

তথ্যচিত্রের কর্মীরা বড় বড় রিফ্লেক্টর ফিট করছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। সূর্য বারবার মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। ভাল ছবি তোলা খুব সহজ হবে না। টিভি ক্রুরা ক্যামেরা নিয়ে নৌকায় উঠে গেছে। অপেক্ষা করছে—কখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি নদীতে নামবেন।

ডোফা শেষ মুহূর্তে নদীতে নামার পরিকল্পনা বাতিল করলেন। তবু সবাই নদীর পাড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। যদি আবার ফিরে আসেন। কিছুই বলা যায় না। আসতেও তো পারেন।

নিশো ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কি জনতে পারি?

ফকনার হাসিমুখে বলল, নিশ্চয়ই জানতে পারেন। এটা কোন গোপন সংবাদ নয়।

: তাহলে বল কোথায় যাচ্ছি?

: জানলে বলতাম। আমি নিজেও জানি না কোথায় যাচ্ছি। উত্তর দিকে যাচ্ছি—এইটুকু বলতে পারি।

: তোমার পরিকল্পনা কি?

: এই মুহূর্তে কোন পরিকল্পনা নেই। আপনাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা নষ্ট হয়েছে।

: ফোর্টনকে তোমার যে দল ছিল সবাই কি মারা গেছে?

: তাই তো মনে হচ্ছে। ফিরে তো কেউ আসে নি। কেউ কেউ বেঁচে থাকতেও পারে। বেঁচে থাকলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

: তুমি ওদের কোন খোঁজ করবারও চেষ্টা কর নি?

: না করি নি। কারণ এমন কোন কথা ছিল না। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, তারপর রওনা হয়েছি। ডোফার সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছা নেই।

: তোমরা এখন আছো মাত্র সাতজন।

: না—আটজন। আপনিও আমাদের সঙ্গে আছেন। দয়া করে চুপ করে থাকলে আমার সুবিধা হয়। কথা বলতে ভালো লাগছে না।

নিশো চুপ করে গেলেন। দলটি অতিদ্রুত চলছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা লুকিয়েছিল। অন্ধকার হবার পরপর যাত্রা শুরু করেছে। বিরতিহীন যাত্রা। এখন প্রায় মধ্যরাত। এর মধ্যে এরা এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম করে নি। নিশোকে একজন পিঠে তুলে নিয়েছে। সে আছে মাঝখানে। সেও অন্যদের মতই সমান তালে পা ফেলছে। নিশো একবার শুধু বললেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

লোকটি কর্কশ গলায় বললো—তুমি যখন কথা বল তখনই শুধু কষ্ট হয়। নয়ত হয় না। নিশো চুপ করে গেলেন। তাঁর প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুম পাওয়ার ধরনটা অন্য রকম। মনে হয় সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে। তিনি মাঝে মাঝে ঝিমুচ্ছেন। চোখ মেলে রাখতে পারছেন না। আবার ঘুমিয়ে পড়তেও লজ্জা লাগছে।

রাত দেড়টায় ফকনার থামবার হুকুম দিল। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হবে। জায়গাটা খোলামেলা। চারদিকে গভীর বন। বনের ভেতর পায়ে চলার রাস্তা আছে। তবে গভীর রাতে কেউ চলাচল করে না। ফকনারের দলের সঙ্গে এখনো কারোর দেখা হয় নি। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে ঘাস-পচা গন্ধ। নিশাচর পাখির ডাক এবং গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। অবশ্যি ঝিঁঝির ডাক সারাক্ষণই আছে। কান সেই শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে শব্দটা এখন আর কানে আসছে না।

ওয়্যারলেস চালু করা হয়েছে। মাইক্রওয়েভ কম্যুনিকেশন ফ্রিকোয়েন্সি বদলানো হচ্ছে। কোনরকম সিগন্যাল ধরা পড়ছে না। ফকনারের ধারণা ছিল, সিগন্যাল আসবে। ডোফা যোগাযোগ করতে চাইবে। এবং তখন হয়ত বা ফকনারের প্রস্তাবে রাজি হবে। ডোফা বুদ্ধিমান লোক, রাজি হওয়া ছাড়া তার পথ নেই।

কফি তৈরি হয়েছে। সবাই একসঙ্গে খেতে পারছে না। দুটি মাত্র মগ। দু'জন ভাগ্যবান গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে। অন্যরা অপেক্ষা করছে তাদের সুযোগের জন্যে। হাত-পা ছড়িয়ে তারা এমনভাবে শুয়ে আছে যে, মনে হচ্ছে আবার উঠে চলার শক্তি নেই। কেউ কেউ মনে হচ্ছে ঘুমিয়েও পড়েছে। ফকনার কফির মগ হাতে নিশোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

: ঘুমুচ্ছেন নাকি?

নিশোর তন্দ্রা ভেঙে গেল। তিনি অবশ্যি কিছু বললেন না।

: নিন, আপনার জন্যে কফি এনেছি।

: খেতে ইচ্ছা করছে না।

: আমরা এক্ষুনি রওনা হব। কফি খেলে আপনার চলতে সুবিধা।

: আমি তো আর চলি না, পিঠে শুয়ে থাকি।

: পিঠে শুয়ে থাকতেও কষ্ট কম হবে। নিন, কফি নিন।

নিশো কফি নিয়ে এক চুমুক দিয়েই হড়হড় করে বমি করে ফেললেন।

: আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?

: বুঝতে পারছি না। বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছি।

ফকনার এগিয়ে এসে নিশোর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলো। গা পুড়ে যাচ্ছে।

: আপনার শরীর তো মনে হচ্ছে বেশ খারাপ।

নিশো জবাব দিলেন না। ফকনার বলল, এত প্রচণ্ড জ্বর কি আপনার আগে ছিল?

: জানি না, মনে হচ্ছে মরতে বসেছি। তোমরা কি এখনি রওনা হতে চাও?

: হ্যাঁ।

: আমাকে কি আর আধঘণ্টা সময় তুমি দিতে পারবে? আমার মনে হচ্ছে আধঘণ্টার মধ্যে আমার কিছু একটা হয়ে যাবে। তখন নিশ্চিত মনে তোমরা রওনা হতে পারবে।

ফকনার গম্ভীর গলায় বললো—আপনি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হন তাহলে আধঘণ্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে। তবে মুশকিল কি জানেন, মৃত্যুর আগে যে শ্বাসকষ্ট সেটা শুরু হবার পর সাধারণত দু'তিন ঘণ্টা সময় পর লোকজন মারা যায়। আপনার শ্বাসকষ্ট এখনো শুরু হয় নি।

নিশো হেসে ফেললেন। ফকনার বললো, দয়া করে আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকুন। তাহলেই হবে।

: কি হবে?

: এর মধ্যে লোকজন জানতে শুরু করবে—নিশো এখনো বেঁচে আছে। বিরাট একটা চাপ ডোফার ওপর পড়বে। শুরু হবে গৃহযুদ্ধ। জেনারেলদের কেউ কেউ যেদিকে বাতাস সেদিকে পাল খাটাবার চেষ্টা করবে। আমরা যখন গ্রামে লুকিয়েছিলাম তখনই গ্রামের বেশির ভাগ লোক জেনে গেছে—আপনি বেঁচে আছেন। এইসব খবর দ্রুত ছড়ায়। কে জানে ইতোমধ্যেই হয়ত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

নিশো কাতর গলায় বললেন, আমার কারণে হাজার হাজার লোক মারা যাবে—এই দৃশ্য আমি দেখতে রাজি নই। তুমি হয়ত জান না তোমরা যখন আমাকে বের করে আনলে তখন থেকেই ঈশ্বরের কাছে আমার মৃত্যু কামনা করছি।

: আপনি কিন্তু একবার বলেছেন—ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

: তুমি কর?

: আমি ঈশ্বর বা মানুষ কোনটাই বিশ্বাস করি না।

: বন্ধুকে বিশ্বাস কর, তাই না?

: তা করি।

ফকনার নিজের জন্যে আরেক পেয়ালা কফি এনে নিশোর পাশে বসতে বসতে বললো—পাখিকে নিয়ে যে কবিতাটা লিখেছিলেন ওটা পড়ুন। শুনি কি লিখেছেন।

নিশো জবাব দিল না।

ফকনার বললো—পাখি, নারী, ফুল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কি আপনি কবিতা লিখেছেন—যেমন ধরুন, বন্দুক নিয়ে কখনো লিখেছেন?

: হ্যাঁ, লিখেছি। শুনতে চাও?

: না, পাখির কবিতাটাই পড়ুন। প্রথমে আপনার নিজের ভাষায় পড়বেন, তারপর অনুবাদ করবেন।

নিশো নিজের ভাষায় পড়লেন না। সরাসরি অনুবাদ করলেন। ফকনার আগ্রহ নিয়ে শুনলো—

শোনালী ডানার একটি চমৎকার পাখি আমার পাশেই বসেছিল।
আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে তাকে ছুঁতে গেলাম।
অমনি সে উড়ে গেল।
গভীর বিষাদে আমার হৃদয় যখন আপ্লুত হল
ঠিক তখন আমি দেখি পাখির ডানা
পড়ে আছে।
সোনালী এই পাখি যেখানেই যায় সেখানেই তার
কিছু অংশ রেখে যায়।

ফকনার বললো, আপনার কবিতাটি চমৎকার। এখন রওনা হওয়া যাক। আধঘন্টা পার হয়েছে। আপনি বেঁচে আছেন। মারা যান নি।

নিশো আবারও হেসে ফেললেন।

আবার যাত্রা শুরু হলো। অসম্ভব খারাপ লাগছে তাঁর। বারবারই মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাচ্ছেন। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, আবার কিছুক্ষণ পর চাঁদের আলো চোখে পড়ছে। গভীর বনে চাঁদের আলো—কি অদ্ভুত দৃশ্য! তন্দ্রার মত আসছে। এই তন্দ্রার মধ্যেই তাঁর মনে হল, তিনি অসীম ভাগ্যবান—মৃত্যুর আগে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির কিছু মায়াময় দৃশ্য দেখতে পেলেন। জেলখানার অন্ধকূপে শুয়ে থেকে মরতে হল না। যাদের জন্য এটা

সম্ভব হল তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বড়ই ক্লান্তি লাগছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে, একবার ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর ঘুম আর ভাঙবে না।

: সম্রাট নিশো!

নিশো চোখ মেললেন। ফকফকা দিনের আলো চারদিকে। সূর্য অনেকদূর উঠে গেছে। তিনি বিশাল এক পিপুল গাছের নিচে শুয়ে আছেন। তাঁর সামনে ফকনার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

: এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে আছেন।

: তাই তো দেখছি।

: আমরা এখানে পৌঁছেছি অনেক আগেই, আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, তাই জাগাই নি। এখন দয়া করে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খান। আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে।

: কি সুসংবাদ?

: জেনারেল ডোফা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। অন্য একজন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। নতুন জেনারেল ঘোষণা করেছেন যে, 'নিশো' বেঁচে আছেন, তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

: কোথায় পেলে খবর?

: প্রাথমিক খবর ওয়্যারলেসে পেয়েছি। তবে নতুন জেনারেল বেতার ভাষণ দেবেন। আপনাকে ডেকে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেতার ভাষণটি শোনানো।

নতুন জেনারেলের নাম এমিও তিনি আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে—মহান নেতা নিশোকে যেসব যেসব চক্রান্তকারী জেলখানায় আটকে রেখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছে, বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার করা হবে। জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মহান নেতা আজ দুপুরের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফকনার বললো, আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার আসবে। আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। হেলিকপ্টারে ডাক্তারও আসছেন। আপনি এখন কেমন বোধ করছেন সেটা বলুন।

: ভাল।

: মার্কিন সরকারেরও টনক নড়েছে। তারাও যোগাযোগ করছে। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা সী প্লেন পাঠাচ্ছে।

ফকনার চুরুট ধরালো। আর ঠিক তখনই হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ পাওয়া গেলো। হেলিকপ্টার থেকে ডাক্তার এবং নার্স ছাড়াও দশ জন কমাণ্ডোর একটি দল নামলো। ফকনার চুরুট ফেলে এগিয়ে গেল। কমাণ্ডো দলের প্রধান উষ্ণ গলায় বললো—আশা করছি আপনি কর্নেল ফকনার।

: হাঁ।

ফকনারের আরো কিছু হয়ত বলার ইচ্ছা ছিল। সেই সুযোগ সে পেল না। কমাণ্ডো দলের সবার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে উঠলো।

সম্রাট নিশো এবং ফকনারের দলের সাতজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। ডাক্তার এবং নার্সকে হত্যা করা হলো তার পরপরই।

জেনারেল এমিও নিশোকে রাজধানীতে আনতে চান নি। সামরিক শাসনের অবসান ঘটনোর কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তা ছাড়া আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেনারেল এমিওকে জানিয়েছেন, মার্কিন সরকার মনে করেন যে, এই দেশের জন্য সামরিক শাসনই উত্তম। নিশোকে এই সময় হাজির করা মানেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা। উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা অশুভ।

সন্ধ্যাবেলা। সমগ্র বিশ্ববাসী জানালো শেষ মুহূর্তে কুচক্রী ডোফার অনুসারীরা নিশোকে ফোর্টনকে হত্যা করেছে।

জেনারেল এমিও বেতার ও টিভি মারফত এই খবর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। দশদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গভীর সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠালেন।

নিশোর নিজের রচনার কিছু অংশই তাঁর কবরের শোকগাথায় ব্যবহার করা হয়েছে—

"মানুষকে ঘৃণা করার অপরাধে কখনো কউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় নি অথচ মানুষকে ভালবাসার অপরাধে অতীতে অনেককেই হত্যা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়তো হবে।"

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com